CMYK

চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৫ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 4 September, 2019 ■ আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ ইং ■ ১৭ ভাদ্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

নিশ্চিন্তের প্রতীক
Sister
সিস্টার
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

সমতার জন্যই সম্পদ কর বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত, বিধানসভায় জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যে সম্পদ করে সমতা আনা হয়েছে। তাতে মানুষের কাঁধে নতুন করের বোঝা চাপানো হচ্ছে না। মঙ্গলবার বিধানসভায় সম্পদ কর নিয়ে বিরোধীদের সমস্ত অভিযোগ এভাবেই উড়িয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা নগরোন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

মঙ্গলবার বিধানসভায় সম্পদ কর বৃদ্ধি সংক্রান্ত জনস্বার্থে আনা নোটিশের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ত্রিপুরার নগরোন্নয়ন দফতর ২০১৬ সালের পর সম্পদ কর সংশোধন বা সমতা আনার কোনও কাজে হাত দেয়নি। অন্যদিকে নগর এলাকার সম্প্রসারণ, নগর পরিচ্ছন্ন রাখা, কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, রাস্তাঘাট সংস্কার, পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থাপনা, বাজারহাট পরিচ্ছন্ন রাখা, স্ট্রিট লাইটের ব্যবস্থা এবং ভারী মেশিনসমূহ ক্রয় করা ইত্যাদি বাবদ স্থানীয় নগর সংস্থাগুলোর ব্যয় অনেক গুণ বেড়ে গেছে। অথচ, বিভিন্ন স্থানীয় নগর নিগমগুলির মধ্যে সম্পদ করের কোনও সমতা ছিল না, বলেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, আমবাসা পুরপর্ষদের ১,০০০ বর্গ ফুট পাকা বাড়ির জন্য সম্পদ কর যেখানে ১,২৪০ টাকা, সেখানে উদয়পুর পুরপর্ষদ ৬৬০ টাকা এবং ধর্মনগর পুরপর্ষদে ৪০০ টাকা। বর্তমানে সমতা এনে প্রতি ১,০০০ বর্গ ফুট পাকা বাড়ির জন্য ৯০০ টাকা সম্পদ কর স্থির করা হয়েছে।

সাথে তিনি যোগ করেন, কমলপুর নগর পঞ্চায়েতে ১,০০০ বর্গ ফুট পাকা বাড়ির জন্য সম্পদ কর ছিল ৭০০ টাকা এবং সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতে তা ২৮০ টাকা ছিল। বর্তমানে সমতা এনে ৮০০ টাকা করা হয়েছে। তাঁর দাবি, ত্রিপুরা মিউনিসিপাল (এসেসমেন্ট অ্যান্ড কালেকশন অব প্রপার্টি টেক্স) রুলস-এর ৭ নম্বর রুলস অনুসারে প্রত্যেক স্থানীয় নগর সংস্থাগুলিকে তাদের এলাকার সম্পদ সম্পর্কিত বিভিন্ন জোনে ভাগ করতে হবে। সেই অনুসারে এলাকার আয়তন এবং জনসংখ্যা অনুসারে আগরতলা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এসমা বিল পাশ বিধানসভায়, প্রতিবাদে ওয়াকআউট বিরোধীদের

ষড়যন্ত্রকারীদের লাগাম টানাই লক্ষ্য ঃ মুখ্যমন্ত্রী
কর্মচারীদের আস্থা অর্জন করুন ঃ বিরোধী দলনেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যে চালু হতে চলেছে এসমা। বিধানসভায় এসমা (এসেনশিয়াল সার্ভিসেস মেইন্টেন্যান্স অ্যাক্ট) বিল পাশ হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই বিরোধীরা আজও এই বিলের বিরোধিতা করেছেন এবং প্রতিবাদে বিধানসভা অধিবেশন ওয়াকআউট করে বেরিয়ে যান।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অত্যাবশক পরিষেবা বহাল রাখার উদ্দেশ্যেই এই বিল আনা হয়েছে । কারোর সাথে প্রতিহিংসামূলক আচরণ এই বিলের লক্ষ্য নয় । তাঁর দাবি, নাগরিকদের নিরবচ্ছিন্ন পরিষেবা প্রদানে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই, জরুরি পরিষেবা স্বাভাবিক রাখার ক্ষেত্রে কোনও সরকারি কিংবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে খামখেয়ালি এবং গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না ।

একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, গত ৮ জুলাই আইজিএম হাসপাতালে ডায়ালসিস পরিষেবা প্রদানকারীদের পক্ষ থেকে বিল মিটিয়ে দেওয়ার একটি চিঠি পাওয়া গেছে। কিন্তু চিঠি দেওয়ার পরের দিনই তাঁরা ডায়ালসিস পরিষেবা বন্ধ করে দেন। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেওয়ার পর তাঁরা পরিষেবা পুনরায় শুরু করেন। তিনি বলেন, অনেকক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে, সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। একাংশ শিক্ষক কর্মচারী নিজেদের দায়িত্ব ভুলে সরকারকে বেকায়দায় ফেলার চেষ্টা করছেন। তাঁদের লাগাম টানার লক্ষ্যেই এই বিল আনা হয়েছে বলে দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী। সাথে তিনি যোগ করেন, কেরালা-সহ দেশের ১০টি রাজ্যে এসমা চালু রয়েছে। ফলে, ত্রিপুরায় এসমা চালু করা গণতন্ত্র এবং সংবিধান বিরোধী বলে তিনি মনে করেন না।

তিনি আরও বলেন, ত্রিপুরায় ইতিপূর্বেও এসমা প্রয়োগ করা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরে তিনি বলেন, ২০১০ সালের ২৪ জুলাই ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এসমা জারি করা হয়েছিল। কেরল সরকারও সম্প্রতি এলপিজি সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার জন্য এসমা চালু করেছিল । শুধু তা-ই নয়, ২০১৭ সালের জুলাই মাসে বেসরকারি হাসপাতালে নার্সদের আন্দোলন বন্ধ করার জন্য এসমা প্রয়োগ করেছিল কেরালা সরকার ।

তাঁর দাবি, এসমা সরকারি কর্মচারী বিরোধী নয়। কারণ তিনমাস পর এসমা বিল সংশোধন করতে হয়। তাঁর বক্তব্য, ত্রিপুরা সরকারের বিকাশমুখী কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই বিল আনা হয়েছে । তবে, যাঁরা কাজ করতে ইচ্ছুক নন, তাঁরাই এই আইনকে ভয় পাবেন। দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন শিক্ষক-কর্মচারীরা এই বিলের পরোয়া করবেন বলে মনে করি না । ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিখোঁজ ব্যক্তির পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর।। মঙ্গলবার সকালে ধর্মনগরে দক্ষিণ গঙ্গানগর এলাকায় রাস্তার পাশে জঙ্গলের মধ্যে এক ব্যক্তির পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। এদিন স্থানীয় বাসিন্দাদের নজরে আসে জঙ্গলের মধ্যে ঝুলন্ত অবস্থায় ঐ অপরিচিত ব্যক্তির মৃতদেহ। সঙ্গে সঙ্গে তারা পুলিশকে খবর দেয়। খবর পেয়ে দ্রুত পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছায় এবং মৃতদেহ উদ্ধার করে। পরে পুলিশ মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠায়। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, এলাকা থেকে দু'জনের নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগ রয়েছে থানায়।

৬দিন পর রাস্তার পাশে পরিত্যক্ত জঙ্গল থেকে ঝুলানো অবস্থায় নারায়ণের পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার, আত্মহত্যা না খুন তা নিয়ে ধোঁয়াশা। ধর্মনগর থানাধীন দক্ষিণ গঙ্গানগর ২নং ওয়ার্ড থেকে গত বৃহস্পতিবার নিখোঁজ হয়েছিল বছর ৪৫ এর এক দিনমজুর নারায়ন সূর্যবংশি। তার ২ মেয়ে এবং ১ ছেলে রয়েছে। নিখোঁজ হওয়ার পরেই বাগবাসা আউটপোস্টে নিখোঁজ ডায়রী করা হয়। কিন্তু ৬দিন পেরিয়ে গেলেও তার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দ্বিগুণ বাড়ল মন্ত্রী-বিধায়কদের বেতন-ভাতা, সংশোধনী বিল পাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর।। দ্বিগুণ বাড়ছে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী, উপ-মুখ্যমন্ত্রী, অন্য মন্ত্রী, অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, বিরোধী দলনেতা, মুখ্যসচেতক এবং বিধায়কদের বেতন-ভাতা। আজ বিধানসভায় এ-সংক্রান্ত সংশোধনী বিল পাশ হয়েছে।

মঙ্গলবার ত্রিপুরা বিধানসভার বর্ষাকালীন অধিবেশনের অন্তিম দিনে আইনমন্ত্রী রতনলাল নাথ মন্ত্রী-বিধায়কদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত সংশোধনী বিল অনুমোদনের জন্য উত্থাপন করেন। ওই সময় বিধানসভায় বিরোধীরা ছিলেন না। কারণ তাঁরা আগেই ওয়াকউট করেছিলেন। তাই ধ্বনিভোটে সংশোধনী বিল পাশ হয়ে গিয়েছে।

নয়া সংশোধনী বিল অনুযায়ী, মুখ্যমন্ত্রীর ৫৩,৬৩০ টাকা, উপ-মুখ্যমন্ত্রীর ৫২,৬৩০ টাকা, অন্য মন্ত্রীদের ৫১,৭৮০ টাকা, বিরোধী দলনেতার ৫১,৭৮০ টাকা, অধ্যক্ষের ৫১,৭৮০ টাকা, উপাধ্যক্ষের ৫০,৫১০ টাকা মুখ্য সচেতকের ৫১,৭৮০ টাকা এবং বিধায়কদের ৪৮,৪২০ টাকা বেতন হবে। এছাড়া অন্যান্য ভাতাও বাড়ছে তাঁদের।

এদিকে, বেতন বাড়ার পাশাপাশি বাড়তে চলেছে পেনশনও। বিলের সংশোধনী মোতাবেক নতুন পেনশন হবে ৩৪,৫০০ টাকা। অতীতে তা ছিল ১৭,২৫০ টাকা। সাথে অন্যান্যও ভাতাও বাড়ছে।

পূর্বতন সরকারের আমলে অন্তিমবার ২০১৬ সালে মন্ত্রী-বিধায়কদের বেতন-ভাতা বেড়েছিল। ওই বেতন বেড়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জিআরএস পদে নতুন নিয়োগ নিয়ে বিধানসভায় ট্রেজারি বেঞ্চের সদস্য ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রীর বাদানুবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর।। জিআরএস পদে নতুন করে নিয়োগের ক্ষেত্রে পুরনোদের ছাঁটাই না করার আবেদন জানিয়েছেন ট্রেজারি বেঞ্চের সদস্য সুদীপ রায়বর্মণ । এ-বিষয়ে উপমুখ্যমন্ত্রী তথা গ্রামোন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মার দাবি, নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় পুরনোরাও সুযোগ নিতে পারবেন। তাঁদের বয়সে এককালীন ছাড় দেওয়া হয়েছে। কিন্তু নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করা হবে না । এতে সুদীপবাবুর বক্তব্য, অযোগ্যদের শাস্তি দিতে গিয়ে সমস্ত জিআরএসদের কর্মচ্যুতির পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড় করানো উচিত হবে না । মঙ্গলবার ত্রিপুরা বিধানসভা বর্ষাকালীন অধিবেশনের অন্তিম দিনে স্বল্পকালীন প্রশ্নের জবাবে ট্রেজারি বেঞ্চের সদস্য এবং উপমুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ হয়েছে ।

এদিন ট্রেজারি বেঞ্চের সদস্য সুদীপ রায়বর্মণের ডাবল তারকাচিহ্ন যুক্ত প্রশ্নের জবাবে উপমুখ্যমন্ত্রী তথা গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী জানান, বর্তমানে রেগা প্রকল্পে ১,৯৬২ জন জিআরএস কর্মরত রয়েছেন । তবে, আরও জিআরএস নিযুক্তির কোনও পরিকল্পনা নেই । কিন্তু নতুন করে ১,৯৬২ জন জিআরএস নিযুক্তির বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে । তখন সুদীপবাবু বলেন, একই পদে সমসংখ্যক জিআরএস নিয়োগের বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট, পুরনো জিআরএসদের ছাঁটাই করা হবে। ফলে সব-কা সাথ, সব-কা বিকাশ এবং সব-কা বিশ্বাস, এই মূলমন্ত্র থেকে আমরা সরে আসছি বলেই মনে হচ্ছে। তাঁর বক্তব্য, কোনওভাবেই পূর্বতন সরকারের মতো দৃষ্টান্ত স্থাপন করা উচিত নয়। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চাইছি না। তাই, পুরনো জিআরএসদের ছাঁটাই করে নতুন নিয়োগে সারা ত্রিপুরায় ভুল বার্তা যাবে বলে সুদীপবাবু দাবি করেন। তাঁর দাবি, পুরনো জিআরএসদের ছাঁটাই না করে পদ্ধতি খুঁজে বের করে নতুন নিয়োগ করা হোক।

এ-বিষয়ে উপমুখ্যমন্ত্রী তথা গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী বলেন, অযথা বিভ্রান্ত হওয়ার কোনও কারণ নেই। জিআরএস পদে নতুন নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে পুরনোরাও এই সুযোগ নিতে পারবেন। তারাও পরীক্ষায় বসতে পারবেন। তাতে তারা উত্তীর্ণ হলে জিআরএস পদে তাঁদের চাকরি বহাল থাকবে। এক্ষেত্রে পুরনো জিআরএসদের বয়োসীমায় এককালীন ছাড় দেওয়া হয়েছে বলে জানান উপমুখ্যমন্ত্রী।

তাঁর কথায়, রেগা প্রকল্পে গড় শ্রমদিবস বিগত বছরের তুলনায় ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। ২০১৭ সালে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের আধিকারিকরা রাজ্যে এসে রেগা প্রকল্পের কাজের গুণমান নিয়ে আপত্তি জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা, অভিযুক্ত শিক্ষক পলাতক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৩ সেপ্টেম্বর ।। মনুভ্যালি চা-বাগান শ্রমিকের নাবালিকা কন্যাকে স্কুল চলাকালে স্কুলেই গুণধর এক শিক্ষক বই, খাতা, ব্যাগ ইত্যাদি দেবার প্রলোভন দিয়ে শ্লীলতাহানি ও ধর্ষণের চেষ্টা করেন। এ ব্যাপারে কৈলাসহর মহিলা থানায় মামলা দায়ের হয়েছে।

আবারও কৈলাসহর মহিলা থানার অন্তর্গত মনুভ্যালি এলাকায় নাবালিকা মেয়েকে শ্লীলতাহানির শিকার হতে হল। ঘটনা কৈলাসহর মহকুমার চন্ডিপুর ব্লকের অন্তর্গত মনুভ্যালি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪নং ওয়ার্ড এলাকায়। হতদরিদ্র এক বাগানশ্রমিকের ১১ বছরের মেয়ে মনু ভ্যালি টি ই হাই স্কুলের পঞ্চম শ্রেণি পড়াশোনা করে। স্কুলেরই এক শিক্ষক পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রীকে ক্লাস রুম থেকে ডেকে নিয়ে ছাত্রীটিকে বই-খাতা-কলম জুতো জামা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিলেতী মদের দোকান ও বার খোলার ছাড়পত্র

নেশা বিরোধী শ্লোগানের পরিপন্থী ঃ সুদীপ
বেআইনী নেশায় সরকারের আপত্তি ঃ উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যে নতুন করে বিলেতি মদের দোকানের লাইসেন্স দেয়া এবং বার খোলার অনুমতি সংক্রান্ত বিষয়ে মঙ্গলবার বিধানসভায় বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ উত্থাপন করেন। নোটিশের জবাবে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী তথা উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা বলেন রাজ্য সরকার উদ্যোগ নিয়েছে নতুন করে বিলেতি মদের দোকানের লাইসেন্স এবং বার খোলার অনুমোদন দেওয়ার।

উপমুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন বলেন, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেছিলেন নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার শপথ গ্রহণের দিন। মুখ্যমন্ত্রীর এই আহ্বানে রাজ্যের মানুষ ফেন্সিডিল, টেবলেট, গাঁজা, মদ ইত্যাদি নেশা সামগ্রীর বিরুদ্ধে সর্বোতভাবে সহায়তা করছে। এর মধ্যে নতুন করে মদের দোকানের লাইসেন্স দেয়া এবং বার খোলার অনুমোদন দেওয়া ভুল বার্তা যাবে জনমনে।

২০১৬-১৭ সালের তথ্য অনুসারে ত্রিপুরায় ১০২টি বিলেতি মদের দোকান এবং ৪০টি দেশি মদের দোকান চালু ছিল। বর্তমানে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় বিদেশি ও দেশি মদের দোকান চালু রয়েছে যথাক্রমে ৮১ এবং ২১টি। জাতীয় গড় অনুসারে প্রতি ১ লক্ষ মানুষপিছু বিদেশি মদের দোকান হল ৬-টি। অপরদিকে রাজ্যে ১ লক্ষ মানুষপিছু দেশি মদের দোকান সংখ্যা ২ দশমিক ৮-টি। জনসংখ্যার হিসাবে রাজ্যে মদের দোকান কম বলে আজ বিধানসভায় জানান উপমুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থ দফতরের মন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা।

তিনি আরও বলেন, মদের বণ্টন ব্যবস্থা কম হওয়ায় বিভিন্ন সময় বাজারে ভেজাল ও নকল মদের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। যার ফলে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নানা সমস্যা দেখা দেয়। এছাড়া যত্রতত্র এবং ভেজাল মদের কারণে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে যা অন্যতম বড় একটি কারণ। এই সকল বিষয় বিবেচনা করে রাজ্য সরকার নতুন করে আরো ২৪টি মদের দোকানের লাইসেন্স দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে এই প্রক্রিয়ার টেন্ডার প্রক্রিয়া এখনও হয়নি বলেও জানান তিনি। রাজ্য সরকার আশা করছে, নতুন ২৪টি মদের দোকান চালু হলে ১০ থেকে ১৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব আসবে। পাশাপাশি রাজ্যে বার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মনোজের দাবী খারিজ করলেন রাম বিলাস

।। অভিজিৎ রায়চৌধুরী ।।

নয়াদিল্লী, ৩ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যের সরকারী ও বেসরকারী স্কুলের এসসি/এসটি হোস্টেলের আবাসিক ছাত্রছাত্রীদের জন্য এপিএল দরে চাল সরবরাহ করার জন্য রাজ্য সরকারের তরফ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে দাবী করা হয়েছে তা খারিজ করে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় খাদ্য ও জনসংভরণ মন্ত্রী রাম বিলাস পাসোয়ান।

মঙ্গলবার নয়াদিল্লীতে ৫ম ন্যাশনাল কনসোলেশনে অংশ গ্রহণ করে ত্রিপুরার খাদ্য ও জনসংভরণ দপ্তরের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফাঁসিতে ঝুলন্ত অবস্থায় মহিলার অর্ধনগ্ন মৃতদেহ উদ্ধার, ধৃত দেবর

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৩ সেপ্টেম্বর।। নিজের বাড়ির এক কোঠা থেকে জনৈক মহিলার অর্ধনগ্ন মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনার চাম্পাহাওর থানা এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। জানা গেছে, মৃত মহিলার নাম মনিষা দেববর্মা। বয়স আনুমানিক ৩৭ বছর। স্বামীর নাম রাজেশ দেববর্মা।

স্থানীয় সূত্রের খবরে জানা গেছে, কৃষ্ণা দেববর্মার দুটি ছোট শিশুসন্তান আছে। কর্মসূত্রে তার স্বামী বেঙ্গালুরু থাকেন। আজ মঙ্গলবার সকালে গলায় দড়ি দিয়ে ফাঁস জড়ানো অর্ধনগ্ন অবস্থায় তাঁর ঘরের সোফা সেটের পাশ থেকে উদ্ধার হয় কৃষ্ণা দেবীর মৃতদেহ। প্রথমে প্রতিবেশীরা মহিলার দেহ দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেন। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ। পুলিশ প্রাথমিক তদন্ত করে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে নিয়ে যায়।

পুলিশ মহিলার মৃত্যু সম্পর্কে এখনও পরিষ্কার কিছু জানাতে পারেনি। তবে তাঁদের ধারণা মহিলাটি খুন হয়েছেন। নিছক আত্মহত্যা কি না তা-ও তদন্ত সাপেক্ষ, জানিয়েছেন পুলিশের তদন্তকারী অফিসার। বলেন, ময়না তদন্তের রিপোর্ট হাতে আসলে সে অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। ঘটনার তদন্ত চলছে বলে জানান তিনি। এদিকে ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য বিরাজ করছে। তবে, একটি সূত্রে জানা গিয়েছে মনিষা দেববর্মার সাথে অবৈধ সম্পর্ক ছিল তার দেবর সুজিত দেববর্মার। সুজিত কলেজে পড়াশুনা করে। পুলিশ সুজিতকে জেরা করেছে থানায় নিয়ে গিয়ে।

সব্জি বোঝায় ট্রাকে তল্লাসি চালিয়ে ১৭ লক্ষ টাকার ফেন্সিডিল বাজেয়াপ্ত তেলিয়ামুড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩ সেপ্টেম্বর ।। রাজ্যে নেশা পাচার বাণিজ্য অব্যাহত রয়েছে। গত মধ্যরাতে আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়কে তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার হাওয়াইবাড়িতে সবজি বোঝাই একটি লরি আটক করে প্রচুর পরিমাণে নেশা সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তেলিয়ামুড়া ট্রাফিক ডিএসপি এবং তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশের সহায়তায় হানাদারি চালিয়ে ১৭ লাখ টাকার কফ সিরাপ উদ্ধার করল।

এযাবৎ কালের মধ্যে পুলিশের সবচেয়ে বড় ধরনের সাফল্য এটি। তেলিয়ামুড়া ট্রাফিক ডিএসপি সোনাচরণ জমাতিয়া খবর পান সবজি বোঝাই ৪০৭ ক্যান্ডার ট্রাক দিয়ে কফ সিরাপ পাচার হবে। এই খবরের ভিত্তিতে ডিএসপি

সোনাচরণ জমাতিয়া থানার পুলিশের সহায়তা নিয়ে হাওয়াইবাড়ি নাকা পয়েন্টে উৎ পেতে বসেন। সোমবার রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ টিআর০১একে-১৫৭২ নম্বরের ক্যান্টার ট্রাকটি আসতেই গাড়িটিকে থামায় পুলিশ। এবার গাড়ি দাঁড় করিয়ে চালক পালিয়ে যায়।

পরে পুলিশ গাড়িটিতে তল্লাশি চালিয়ে ১৫টি বস্তা ভর্তি এসকফ ও ফেন্সিডিল আটক করে। উদ্ধারকৃত সামগ্রী থানায় নিয়ে আসে। পুলিশ বস্তাগুলি খুলে ৪ হাজার ৭শ ৭৫টি অবৈধ কফ সিরাপ পায়। আটক করা হয় লরিটিকে। পুলিশ জানায় আটককৃত সামগ্রীর বাজারমূল্য প্রায় ১৭ লাখ টাকা। এ ব্যাপারে ট্রাফিক ডিএসপি সোনাচরণ জমাতিয়া বলেন, এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। ট্রাফিক পুলিশের ডিএসপি'র নেতৃত্বে এই সকল অভিযান ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সরকারি বিভিন্ন দফতরের বিপুল পরিমাণ বকেয়া বিদ্যুৎ বিল রয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরা সরকারের শিক্ষা দফতর, স্বরাষ্ট্র দফতর, পুলিশ দফতর, স্বাস্থ্য দফতর এবং প্রাণী সম্পদ বিকাশ দফতরের বকেয়া বিদ্যুৎ বিল অনাদায়ী রয়েছে। চলতি বছরের ২৩ আগস্ট পর্যন্ত প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী রাজ্য সরকারের শিক্ষা দফতরের বকেয়া বিদ্যুৎ বিলের পরিমাণ ৪০৪ দশমিক ৭৩ লক্ষ টাকা, স্বরাষ্ট্র এবং পুলিশ দফতরের বকেয়ার পরিমাণ ৪৯১ দশমিক ২১ লক্ষ টাকা, স্বাস্থ্য দফতরের বকেয়ার পরিমাণ ৫৯১ দশমিক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক স্থানে পথের বলি দুই গুরুতর আহত আরও দু'জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর।। পথ নিরাপত্তা পক্ষ চলাকালে রাজ্যে দুর্ঘটনার হার বেড়েই চলেছে। বিলোনীয়া, শান্তিরবাজার এবং কদমতলায় তিনটি পৃথক পথ দুর্ঘটনায় দুই জনের মৃত্যু এবং অপর দুই জন গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। আহতরা আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মঙ্গলবার বিকেলে ৪টা ১৫ মিনিট নাগাদ দক্ষিণ ত্রিপুরার শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে দুর্ঘটনাগ্রস্থ দুই মহিলাকে নিয়ে আসে। হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক এর সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, দমকল বাহিনীর লোকজন কোনোপ্রকার কথাবার্তা ছাড়াই দুই জনকে হাসপাতালে রেখে চলে যায়।

ডাক্তার জানান, এই দুই মহিলার মধ্যে একজনের বয়স আনুমানিক ৩০ বছর ও অপর একজনের বয়স আনুমানিক ২০ বছর। হাসপাতালের চিকিৎসক দুই জনকে দেখার পর ৩০ বছর বয়সের মহিলাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ও ২০ বছরের মহিলাটির অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে আগরতলা জিবি হাসপাতালে রেফার করেন। দুই মহিলার পরিচয় জানা যায়নি। জানা যায় টি আর ০১ ই ১০০২ নম্বরের দমকল বাহিনীর গাড়িটি সাব্রুম মহকুমার। লোকগুঞ্জনে শুনা যাচ্ছে ফায়ারসার্ভিস এর গাড়িটি মহিলার স্কুটিতে ধাক্কা দিয়ে আহত করেছে। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছেন ও ঐ দুই মহিলার পরিচয় জানার চেষ্টা করছে। এখন দেখার বিষয় ঘটনার সুষ্ঠ তদন্তে পুলিশ কিপ্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

এদিকে, বিলোনিয়া নেতাজী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৫ ◻ সংখ্যা ৩২২ ◻ ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ইং ◻ ১৭ ভাদ্র ◻ বুধবার ◻ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

উত্তর-পূর্ব ভারত ও ইনার লাইন

৩৭০ ধারার বিলুপ্তির পরে সমর্থন এবং ক্ষোভের আবহে কয়েকটি প্রশ্নও উঠিতে শুরু করিয়াছে। তেমনই একটি প্রশ্ন হইল, তাহর হইলে কি ইনার লাইন পারমিটও বিলুপ্তির পথে? অরুণাচল, আসাম, মণিপুর, মেঘালায়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, সিকিম এবং ত্রিপুরাকে নিয়া গঠিত বিরাট উত্তর পূর্ব ভারত। এলাকা প্রায় ২,৫৫,০৮৩ বর্গকিলোমিটার। ভারতের ৬৩৫টি জনজাতির মধ্যে ২১৩টি জনজাতি এখানে বসবাস করেন এবং ভারতের ১৬৫২টি ভাষার মধ্যে ৩২৫টি ভাষা বলা হয় এই উত্তর পূর্ব ভারতে।উত্তর পূর্ব ভারতের জনজাতিদের প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটি 'হিল ট্রাইব' অর্থাৎ যাঁরা পাহাড়ে বাস করেন এবং দ্বিতীয়টি 'প্লেন্স ট্রাইব', যাঁরা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় এবং কাছাড়ের সমতল ভূমিতে বাস করেন। এই দুই জনজাতির ভাষা এবং সংস্কৃতি একদম আলাদা। গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া (১৯১৯)-এর ধারা এঁদেরকে অনুন্নত শ্রেণি হিসেবে অবিহিত করে, পরে ১৯৩৫ সালে তাঁদের নতুন নামকরণ করা হয় (এক্সক্লুডেড ক্লাস) এবং সব আদিবাসীদের এক প্রকার এক ঘরে করে দেওয়া হয়। এখন দেখে নেওয়া যাক ইহার ইতিহাস।

ফেব্রুয়ারি ১৮২৬ সালে (ইয়ান্ডাবো ট্রিটি, বার্মা এবং ব্রিটিশ এর মধ্যে) পুরো অসম রাজ্য ব্রিটিশের অধীনে আসে এবং বেঙ্গল প্রভিন্সের অন্তর্ভুক্ত হয়। মণিপুর ব্রিটিশের আশ্রিত রাজ্য হিসাবে পরিগণিত হয় এবং সব শেষে যুক্ত হয় কাছাড়, ১৪ অগস্ট ১৮৩২ সালে। অহম সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে, পাহাড়ের বিভিন্ন উপজাতিরা সমতলে এসে লুটপাঠ শুরু করে বলিয়া অভিযোগ উঠিতে থাকে। আঙ্গামিজ উপজাতি যারা দক্ষিণ-নাগা পর্বতমালায় বাস করিত এবং জেলিয়াংরংস যাঁরা দক্ষিণ-পশ্চিমে থাকিত তাহারা উত্তর কাছাড়ের সমতলভূমিতে ব্যবসা করিবার জন্য আসিতে শুরু করে এবং ক্রমে তাহারা অসমের নগাঁও পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায়। কিন্তু দেখা গেল এই আদিবাসীরা, বাণিজ্য ছাড়াও মাঝে মাঝেই 'হেড হান্টিং', অপহরণ এবং ক্রীতদাস প্রথাতে (সিলেট অঞ্চলে এটি লাভজনক ব্যবসা ছিল) মাতিয়া উঠিয়াছে। এই সব অপরাধ বন্ধ করিবার জন্য, আসালু (উত্তর কাছাড় জেলা) অঞ্চলে বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ চৌকি বসানো হইল কিন্তু তাহাতেও এই জনজাতিদের আটকানো গেল না। ১৮৫৪-১৮৬৫ সালের মধ্যে ১৯ বার আঙ্গামিজ উপজাতি ব্রিটিশদের আক্রমণ করে, যাতে ২৩২ জন ব্রিটিশ নাগরিক মারা যান। এ ছাড়াও, ১৮৫৪ সালে তারা (১৩০ কিলোমিটার ভিতরে এসে) কাছাড়ের 'বালাধন' চা বাগান আক্রমণ করে ম্যানেজার ব্লিথ এবং ১৬ জন কুলিকে মারিয়া বাগানে আগুন জ্বালাইয়া দেয়। এর ফলে, ১৮৭০ সাল নাগাদ অসমের সমতলভূমি ছাড়িয়া পাহাড়ের উপজাতির উপরে ব্রিটিশেরা আক্রমণ শুরু করে আধিপত্য স্থাপনের জন্য। ব্রিটিশ সরকারের প্রশাসনিক কৌশল এবং রণনীতির সামনে আদিবাসীরা পিছনে হাঁটতে বাধ্য হয়। ব্রিটিশেরা ধীরে ধীরে ৪১টি চা বাগান ও ২২টি রিজার্ভ ফরেস্ট নিজেদের দখলে নিয়া অসম বেঙ্গল রেলওয়ে লাইন বসানোর ভাবনাও শুরু করিয়া দেয়। ১৮৬০, ১৮৭০ এবং ১৮৯৮ সালের মধ্যে কয়েক হাজার বর্গকিলোমিটার জনজাতির জমি অসমের অন্তর্ভুক্তি করিয়া ব্রিটিশরা বস্তুত তাহাদের কোণঠাসা করিয়া ফেলে এবং নিজেদের সুবিধামত ইনার লাইন বা ডিস্ট্রিক বাউন্ডারি করিতে শুরু করিয়া দেয়।

শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে ব্রিটিশরা জনজাতিদের গ্রাম জ্বালাইয়া দিয়া এবং তাহাদের উপরে কর বসানো শুরু করে। কিন্তু অচিরেই ব্রিটিশরা বুঝিতে পারিল যে এই সংঘর্ষের এক স্থায়ী সমাধানের জন্য প্রয়োজন একটি পরিপূর্ণ নীতি। দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়া ব্রিটিশেরা এটাও উপলব্ধি করিল যে জনজাতিদের নিজস্ব অনেক সমস্যা আছে সুতরাং সর্বসাধারণের জন্য যে নিয়ম সেটি মোটেই এদের ওপর লাগু করা যাইবে না। তাহাদের সমাজ ব্যবস্থা, বিভিন্ন রকম আচার-উপাচার এবং তাদের ধর্ম বা প্রথা এই সাধারণ আইনের পরিপন্থী। নানাবিধ সমস্যার ফলে দীর্ঘদিন ধরে এই আদিবাসীদের মনেও একটা অসন্তোষ দানা বাঁধিয়াছিল যাহা আগে বিপ্লবের আকার নিয়াছিল (১৮৩১ সালে সিংভূমে (হস) এবং ১৮৪৬ সালে খন্ডসের বিদ্রোহ)। অবশেষে বলা হয়, উপজাতি সংরক্ষণের কথা মাথায় রেখে তাদের জন্য বিশেষ 'নন রেগুলেশন' বা বিধি নিয়মহীন এলাকা স্থাপনের মাধ্যমে কিছু সরল নিয়মাবলী তৈরি করা হইল এবং সরাসরি তাদের ডেপুটি কমিশনের অধীনে রাখিবার সিধান্ত নেওয়া হইল।

এ ভাবেই উৎপত্তি হল 'বেঙ্গল ইস্টার্ন ফ্রন্টেয়ার রেগুলেশনস' (রেগুলেশন নম্বর ফাইভ অফ ১৮৭৩) এবং যার অধীনে ইনার লাইন বা অভ্যন্তরীণ রেখাকে নির্ধারণ করা হইল। এটি মূলত প্রশাসনিক পদক্ষেপ ছিল যাহাতে ভর করিয়া ভারতবর্ষের সীমান্ত নীতি তৈরি করা হইল। পাহাড়ের উপজাতি এবং সমতলভূমির মানুষেরা যাহাতে নিরাপদে থাকিতে পারে সেটাই ছিল ব্রিটিশদের মুখ্য উদ্দেশ্য। যদিও অনেক ভারতবাসী এই নীতিকে দুর্ভাগ্যজনক এবং দুরভিসন্ধিমূলক বলে মনে করেন। তাঁদের মতে এটি ছিল পাহাড়ের মানুষদের সমতল থেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়ার একটি প্রয়াস।

১৯১০ সালে, বেঙ্গল প্রভিন্স -এর লেফটেন্যান্ট গভর্নর ল্যান্সেলেট হেয়ার বলিলেন, "আমাদের এক ইনার লাইন (আইএল) এবং একটি আউটার লাইন (ওএল) আছে। যেখানে আইএল পর্যন্ত আমরা সাধারণ প্রশাসনিক নিয়মে চলি কিন্তু আইএল এবং ওএল দু'টিই রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করিয়া চালাই। এর অর্থ হইল, আমাদের রাজনৈতিক অফিসারেরা একটি বাঁধনমুক্ত এবং কখনও বা শিথিল বিচার ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে এবং সীমান্তবাসী উপজাতিদের থেকে যাহাতে সবরকম ঝামেলা এড়ানো যায় তাহার জন্যই আমাদের নাগরিকদের একটি অনুমতিপত্র প্রয়োজন হবে যদি তাহারা ইনার লাইন অতিক্রম করতে চায়।"

রাজ্যের বিভিন্ন কলেজের গেটে ধর্মঘট

কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : সোমবার পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ক্যাজুয়েল কর্মচারী সমিতির ডাকে সারা রাজ্যের প্রতিটি কলেজে গেটে ধর্মঘট পালন হয়। পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদায় অবশ্য এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা দেখা দেয়। সমিতির রাজ্য সহ সভাপতি সব্যসাচী গুছাইতের দাবি, বেলা ১০টা থেকে বিভিন্ন কলেজের মেন গেটে এই কর্মচারী সমিতির প্রতিনিধিরা ধর্মঘটে সামিল হয়েছেন। চলবে বিকাল ৪টা পর্যন্ত। ফলে, কলেজের অধ্যাপক থেকে স্থায়ী শিক্ষাকর্মী, ছাত্রছাত্রী কেউ কলেজ ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে পারছে না। ব্যাহত হচ্ছে কলেজের স্বাভাবিক পরিষেবা। দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে সাধারন ছাত্রছাত্রীরা।সব্যসাচীবাবু 'হিন্দুস্থান সমাচার'-এর কাছে অভিযোগ করেন, "বেলদা কলেজে রাজ্যের শাসক দলের স্থানীয় নেতারা জোর করে অবরোধকারীদের সরিয়ে দেয়। এছাড়া, সর্বত্র শান্তিপূর্ণ অবস্থান-বিক্ষোভ হয়েছে।" তিনি বলেন, সরকারি প্রতিষ্ঠানে সরকারী কাজ করেও সরকারী স্বীকৃতি নেই। বেতন নামমাত্র, তাও আবার বেশিরভাগ কলেজে মাসের পর মাস বন্ধ। তাই আমরা এই প্রতিকী ধর্মঘটে সামিল হলাম। স্থায়ী কলেজ কর্মচারীরা নৈতিকভাবে আমাদের ধর্মঘটকে সমর্থন করে সামিল হয়েছেন। দাবীপূরন না হলে সমিতির পক্ষ থেকে হুঁশিয়ারী দেওয়া হচ্ছে ১২ সেপ্টেম্বর থেকে অবস্থান সহ আমরন অনশনে নামব। স্তব্ধ হয়ে যাবে বাংলার প্রতিটি কলেজ। সব্যসাচীবাবুর দাবি, আমরা চাইনা সাধারন ছাত্রছাত্রীরা ঝামেলায় পড়ুক। লিফলেট, পোষ্টার, ব্যানারের মাধ্যমে বিভিন্ন জনের কাছে বক্তব্য তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

হরিয়ানায় বেপরোয়া গাড়ির দৌরাত্ম্য গুরুগ্রামে মৃত্যু দু''জন পথচারীর

গুরুগ্রাম, ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): হরিয়ানার গুরুগ্রামে বেপরোয়া গাড়ির দৌরাত্ম্য! রাতের অন্ধকারে গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হল দু''জন পথচারীর। রবিবার গভীর রাতে ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে গুরুগ্রামের গল্ফ কোর্স এক্সটেনশন রোডে। নিহত দু''জন পথচারীর নাম ও পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। পুলিশ সূত্রের খবর, রবিবার রাতে গল্ফ কোর্স এক্সটেনশন রোডের উপর থেকে প্রচণ্ড গতিতে ছুটে যাচ্ছিল একটি লাল রঙের গাড়ি।

১৯ লক্ষ, 'দেশহীন'নদের ভবিষ্যৎ এখনও ধোঁয়াশায় ঢাকা

অপূর্ব দাস

সন্ত্রাসের মতো অবৈধ অনুপ্রবেশও যে কঠা সমস্যা, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। অসমে প্রায় ৭০ বছরের অনুপ্রবেশ সমস্যা নিয়ে কিছু একটা করার উদ্যোগ শীর্ষ আদালতের তত্ত্বাবধানে করার যে ফল ঘোষণা হল তাতে কার্যত কোনও পক্ষই পুরোপুরি খুশি নয়। আবার কাজটা হওয়া জরুরি বলেও সবাই মামছে। অসমে শনিবার জাতীয় নাগরিক পঞ্জির চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার এটাই নির্যাস। অসমে বাংলাদেশ থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী চিহ্নিত করতে সদর্থক উদ্যোগ নেয় সুপ্রিম কোর্ট ছয় বছর আগে। অসম চুক্তির ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ও তত্ত্বধানে জাতীয় নাগরিকপঞ্জি তৈরি করা হয়েছে অনেক কাঠগড় পুড়িয়ে। প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ ও বিচারপতি আর ফলি নরিম্যানের ডিভিশন বেঞ্চ সরাসরি মনিটর করছেন আগাগোড়া। ২৪ মার্চ ১৯৭১ -এর আগে যাঁরা পূর্ব পাকিস্তান অধুনা বাংলাদেশ থেকে অসমে এসেছেন তাঁরাই নাগরিক হিসেবে গণ্য হবেন আদালত নির্দিষ্ট ১০ রকমের প্রামাণ্য নিথির ভিত্তিতে। ২০১৮ সালের জুলাইয়ে খসড়া তালিকা প্রকাশিত হয়। সেখানে ৩.৩ কোটি আবেদনকারীর মধ্যে নাম ছিল ২.৮৯ কোটির। বাদ যায় ৪০ লক্ষ। শনিবার প্রকাশিত চূড়ান্ত তালিকায় ২১ লক্ষ সংযোজিত হয়ে ৩.১১ কোটি ছুঁয়েছে। বাদ গেছে ১৯ লক্ষ আবেদনকারী। শনিবার এনআরসি চূনান্ত তালিকা প্রকাশিত হওয়ার আগেই উৎকণ্ঠা চেপে বসে রাজ্যে। অশান্তির আশঙ্কায় কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন, যাদের নাম তালিকায় ওঠেনি তাদেরকী হবে? তারা কি বিদেশি বলে চিহ্নিত হবে? সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার আশ্বাস দিয়ে বলেছে, নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে ফের আবেদন করতে হবে প্রথমে ফরেনার্স ট্রাইবুনালে। এখন এ ধরনের ট্রাইকুনাল রছেয়ে। ১০০টি। আরও ২০০ খোলার ব্যবস্থা হচ্ছে। পরে মোট ১০০০ ট্রাইবুনাল খোলা হবে। খারিজ নথিপত্র ফের ট্রাইবুনাল বাতিল করলে তখন যেতে হবে হাইকোর্টে ও পরে সুপ্রিম কোর্টে। তার আগে গ্রেফতার করা যাবে না। প্রশ্ন উঠেছে, এত দৌড়ঝাঁপ করার সক্ষমতা না থাকলে কী হবে? তবে সরকার ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সহায়তা করতে এগিয়ে আসছে। প্রশ্ন হল, যাদের জমা তথ্য গ্রাহ্য হয়নি তারা যদি পুরনো প্রমাণপত্র ফের দেয় তাহলে তার পরিণতি তো একই হবে। তাদেরকে এখানকার শিকড়ের প্রামাণ্য তথ্য খুঁজে জমা দিতে হবে। শেষমেশ বিদেশি বলে চিহ্নিত হলে কী হবে? অসম চায় ফেরত পাঠাতে কিন্তু বাংলাদেশ হাত ধুয়ে ফেলে বলছে, তাদরে দেশ থেকে কেউ

ভারতে অনুপ্রবেশ করেনি। দেশহীন মানুষগুলোর কী হবে তখন? কোথায় যাবে? তাদের সম্পর্কে ভারত এখন নির্দিষ্ট কোনও নীতি নেই। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের মতে, তাদের ভোটাধিকার নেই। সরকারি প্রকল্পের সুবিধা, চিকিৎসা ও পড়াশোনার সুযোগ পাওয়া নিয়েও কোনও স্পষ্ট কিছু বলা নেই। অসম সরকারের প্রস্তাব, তাদের কাজের পারমিট দেওয়া যেতে পারে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক বিষয়টা বিবেচনা করা যেতে পারে বলেছে। কিন্তু তা নিয়েও রাজ্যে মতভেদ রয়েছে। জট অনেক। আটক রাখার জায়গা নিয়ে প্রশাসসনিক স্তরে কথা উঠেছে। এখন ছয়টি আটক শিবির রয়েছে। আরও একটা খোলা হবে জেল সংলগ্ন এলাকায়। সব মিলিয়ে কয়েক হাজার রাখা যেতে পারে। কিন্তু যদি কয়েক লক্ষ হয়? এর জবাব এ মুহূর্তে কারোর জানা নেই। ১৯ লক্ষ এখন গলার কাঁটা।

পূর্ব পাকিস্তান বা অধুনা বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা (তামিল জনগণ) ও বিবৃত নেপাল থেকে বহু মানুষ এসে আশ্রয় নিয়েছেন ভারতে। শরণার্থী আর রষ্ট্রহীন মানুষ একগোত্রের নয়। সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিই সবচেয়ে বেশি চাপ সহ্য করছে অবৈধ অনুপ্রবেশের। সীমান্ত পার হয়ে পেটের তাগিতে দিল্লি মহারাষ্ট্র, বেঙ্গালুরু সব বিভিন্ন রাজ্যের ঠাঁই নিয়েছে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা। এই সমস্যায় ভারতকে ভূগতে হচ্ছে দেশভাগের পর থেকেই। যে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা উজ্জ্বল, উন্নত জীবনের আশ্বাস রয়েছে ও আইনের শাসন অপেক্ষাকৃত ভাল, স্বভাবতই মানুষ সেখানেই মাথা গোঁজার জন্য ছোটে। এই জন্যই মেক্সিকো থেকে আমেরিকায় মানুষের ঢল নামে, তাদের আটকাতে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সীমান্তে পাঁচিল দিতে কয়েক হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করে মানবাধিকার সংগঠনের চোখে খলনায়ক বনে যান। কিংবা আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্য থেকে সুদূর ইউরোপে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে পরিবারসহ ছুটে যাওয়ার তাগিদ দেখা যায়। মৃত্যুকে তুচ্ছ করে ভূমধ্যসাগর পার হতে চায় রাবার বোট বা মোটরবোটে করে। এই সমস্যায় জেরবার হয় ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত বিভিন্ন দেশ। তার জোর ফ্রান্স, ইত্যাদি, ব্রিটেনের মতো উন্নত দেশেও সামাল সামাল রব ওঠে। আর নিরীহ মানুষের বাঁচার তাগিদে ছুটে যাওয়াকে দোষ দেওয়া যায় না। রাজনৈতিক অস্থিরতা ও হিংসাদীর্ণ মধ্যপ্রাচ্য, অনগ্রসর আফ্রিকার দারিদ্র্যতার ফাঁস থেকে নিজেকে ও পরিবারকে বাঁচাতে আসন ভিটেমাটি ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। অন্য সব কিছুর থেকে মানবাধিকারের প্রশ্ন তখন অগ্রাধিকার হয়ে যায়। বাংলাদেশ থেকেও ভারতে অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে রয়েছে আর্থসামাজিক কারণ। যেমন সম্প্রতি মায়ানমার থেকে আসা রোহিঙ্গা সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। প্রত্যেক রাষ্ট্রে নিজস্ব নিয়মনীতি কানুন থাকে। বিদেশিদের সম্পর্কেও সুনির্দিষ্ট বিধি রয়েছে।

অসমে এনআরসি নিয়ে সাম্প্রতিক তোলপাড় হওয়ার নেপথ্যে রয়েছেন ৮৪ বছরের খড়গপুরের আইআইটি গ্রাজুয়েট প্রদীপ ভুঁইয়ার হাতযশ। ২০০৯-এর ফেব্রুয়ারিতে অসম পাবলিক ওয়ার্কসের অভিজিৎ শর্মীর অনুরোধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানান। নির্বাচন কমিশনের ১৯৭১ সালের পর ভোটারতালিকা খতিয়ে দেখে জনসংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ার তুলনায়মূলক নমুনা তুলে ধরা হয় আবেদনে। চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর বলেছেন, শতাংশ বুল হলেও কোনও প্রকৃত ভারতীয় বিপদে পড়বেন। কংগ্রেস ও বিজেপি দাবি করলেও এখন জট দেখে তারা দূরত্ব রাখতে চাইছে। অসমের ক্ষমতাসীন বিজেপি দলের মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার মতে, তালিকায় প্রচুর ভুল রয়ে গেছে। সংশোধন করা দরকার। রাজ্য ও কেন্দ্র ফের তালিকা সংশোধনের জন্য আবেদন জানাবেন। কংগ্রেসের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ তালিকাকে ত্রুটিপূর্ণ বলেছেন। দিল্লিতে সোনিয়া গান্ধির নেতৃত্বে বৈঠকের পর লোকসভায় কংগ্রেস চায় কোনও প্রকৃত ভারতীয়ের নাম যেন বাদ না পড়ে। আস বলেছে এর বিরুদ্ধে ফের সুপ্রিম কোটে যাবে। সিপিএম মনে করে, অসমে একটা রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক পটভূমিতে এনআরসি করা হচ্ছে। বিজেপি তাল করছে বিভাজন ও মেরুকরণের। অল স্টুডেন্টস মুসলিম ইউনিয়ন জানিয়েছেন, যেভাবে কাজ হচ্ছে তাতে তারা খুশি। তবে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনওয়াল আশ্বস্ত করে বলেছেন, যাদের নাম তালিকায় থাকবে না তাদের অযথা আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই। তাদের বিদেশি বলে গেদে দেওয়া হবে না। তারা আবেদন করতে পারবে। সরকার তাদের পাশে রয়েছে। অসমে এনআরসির ঢেউ অন্য কয়েকটি রাজ্যেও গড়াতে শুরু করেছে। বিজেপির মনোজ তিওয়ারির দাবি, দিল্লিতেও এনআরসি দরকার। তেলেঙ্গানাতেও রব তুলেছে বিজেপি। দিলীপ ঘোষও জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গে তারা ক্ষমতায় এলে এনআরসি করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিরোধিতা করেছেন এনআরসি। তিনি মানবাধিকারের পক্ষে থেকে তাদেরও থাকতে দিতে চেয়েছিন। দেশে এনআরসি চালু করার পক্ষে বিজেপি। সেকথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন। রাষ্ট্রপতিও সংসদে এবার তাঁর ভাষণে সেকথা উল্লেখ করেছেন। আগামী বছরের মধ্যে ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টার তৈরির কাজ শেষ করার লক্ষ্য নিয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্তক। এর পর এনআরপি-র ভিত্তিতে অশমের মতো সারা দেশে এনআরসি তৈরির পদক্ষেপ নেওয়া হবে। সময়ের সঙ্গে বদল করতে হয় অবস্থান। ভাবনাচিন্তারও বদল হয়। সারভাইভ্যাল স্ট্যাটেজি তো সে কথাই বলে। একদিকে মানবপ্রেমিক, অন্যদিকে দেশপ্রেমিক। মানুষ বড় না দেশ বড়? সুশৃঙ্খল রাষ্ট্রীয় কাঠামো, না অরাজকতা? মজবুত সুসংহত আর্থিক কাঠামো, না নৈরাজ্য? আরও অনেক কূট প্রশ্ন এর সঙ্গে উচ্চারিত হতে পারে। যদিও সবাই জানি, ভারতবর্ষ চিরদিনই উদার ঐতিহ্য সাম্য ও ধর্মনিরপেক্ষ মহামানবের মিলনক্ষেত্র হয়ে থেকেছে। পাশাপাশি মনে রাখতে হবে এখানকার ভূমিপুত্ররাও কিন্তু অবহেলিত বঞ্চনার শিকার হয়ে এসেছে। দিন কিন্তু সমসময় একরকম যায় না। সুস্থভাবে বেঁচে থাকাটা প্রাথমিক শর্ত। নিজে বাঁচলে তবেই অন্যকে বাঁচানোর ভাবনা মাথায় আসেব। এনআরসি শুধু বয় ধরানো উদ্যোগ নয়, নিজেদের অস্তিত্ব যাতে বিপন্ন না হয় তারও প্রয়াস, অনেকটা রোগ প্রতিষেধক ব্যবস্থা। সেটাই বোধহয় বর্তমান দেশের রাজনৈতিক চালিকাশক্তির অন্যতম নাগরিক সুরক্ষা কর্মসূচি।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সংকটের মূল উদারপন্থী অর্থনীতিতে ?

সুতীর্থ চক্রবর্তী

মন্দা ও মন্দা-র পূর্বাভাসের মধ্যে বিস্তর তফাত রয়েছে। ভারতের অর্থনীতির বর্তমান দশাকে বলা যেতে পারে মন্দার একটি পূর্বাভাস। ইংরেজিতে যাকে আমরা বলি 'রিসেশন'। মন্দা বা ডিপ্রেশনের অভিঘাত অর্থনীতিতে অনেক গভীর। তা চলতে থাকে ও বহুদিন ধরে। মন্দা-র অবস্থায় অর্থনৈতিক কাজকর্ম চলতে থাকে একটা অস্বাভাবিক নিচুস্তারে। সেই সময় বেকারত্ব পৌঁছে যায় একটা চরম জায়গায়। ১৯২৯ থেকে ১৯৩৩ সাল 'প্রকৃত মন্দা' দেখেছিল বিশ্বের অর্থনীতি। মন্দার সময় কোনও প্রতিরোধকারী পদক্ষেপই সাধারণভাবে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কার্যকর হয় না। ২০০৮ সালের পর আমেরিকা ও ইউরোপের কোনও কোনও দেশে মন্দা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু তা ছিল দুর্বল মন্দা। এবং সেই মন্দা ছিল স্বল্পস্থায়ী।

মন্দার পূর্বাভাসের সময় অর্থনীতি ঝিমিয়ে পড়ে। যে পরিস্থিতি এখন আমাদের দেশে পরিলক্ষিত হচ্ছে। বাজারে সামগ্রিক চাহিদা কমে গিয়েছে। বেকারের সংখ্যা বাড়ছে। যখন দেশে নিজস্ব উৎপাদন তথা জিডিপি টানা কয়েক বছর ধরে কমতে থাকে,তখন এই পরিস্থিতি আসে। আমাদের দেশের জিডিপি একনাগাড়ে কয়েক বছর ধরে পড়ছে। বেকারত্ব গত ৪৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চা বিন্দুতে পৌঁছেছে। এখন এই পরিস্থিতি দেশে কোনও গভীর মন্দা তৈরি করবে কি না, তা স্পষ্ট নয়।

অর্থনীতিতে শিল্প ও বাণিজ্যের পর্যায়ক্রমে উত্থান-পতন চলতে থাকে। একে 'বাণিজ্য চক্র' বলে। আর্থিক কার্যকলাপের এই ওঠা নামা সাধারণাভাবে একটা নিয়ম মেনে চলে। একেকটা উত্থান-পতনের চক্র ১০ থেকে ১৫বছর স্থায়ী হতে দেখা যায়। অর্থনীতি যদি গভীর মন্দার চলে যায়, তাহলে তা থেকে অর্থনীতির উঠে দাঁড়াতে অনেক সময়ের প্রয়োজন হয়। তাই মন্দার পূর্বাভাসে তৈরি হলেই দেশের সরকার মন্দা প্রতিরোধকারী কিছু পদক্ষেপ করতে শুরু করে। সাধারণভাবে সুদের হার কমিয়ে ও সরকারি খরচের বহর বাড়িয়ে মন্দা ঠেকানোর চেষ্টা করা হয়। এর উদ্দেশ্য শিল্প-বাণিজ্যে লগ্নি ফের বাড়ানো ও বাজারে মুদ্রার জোগান তৈরি করে চাহিদা বৃদ্ধি করা।

মন্দা প্রতিরোধের বিষয়ে অর্থনীতির যে ধ্রুপদী ভাবনা, তাকেই অনুসরণ করে পদক্ষেপ নিচ্ছে সরকার। এই পদক্ষেপগুলি কার্যকর হলে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে হয়তো সময় লাগবে না। অর্থাৎ বাণিজ্য চক্রের গতি ফের ঊর্ধ্বমুখী হবে। বাণিজ্য চক্রের সমৃদ্ধির পর্যায়ে দেশের উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও মূল্যস্তর বাড়তে দেখা যায়। তখন মূল্যস্তর বেঁধে রাখার জন্য সরকারকে পদক্ষেপ করতে হয়। অর্থাৎ সুদের হার বাড়াতে হয় ও সরকারের যাবতয় খরচ কমাতে হয়, ইত্যাদি। তবে ভারতের এই অর্থনৈতিক সংকটকে শুধু বাণিজ্য চক্রের উত্থান-পতন হিসাবে সেখাটা ঠিক হবে না। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং যেভাবে সংকটের জন্য বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়ী করেছেন, তা ও কতটা সমীচীন সেই প্রশ্ন রয়েছে। বরং প্রশ্ন উঠতে পারে মনমোহন সিংয়ের নেতৃত্বে নয়ের দশকের গোড়ায় যেভাবে দেশের উপর বিশ্বায়ন ও নব্য উদারবাদী অর্থনীতি চাপিয়ে দেওযা হয়েছিল এখন ও আমরা তার মূল্য চুকিয়ে যাচ্ছে কি না?

আটের দশকের গোনা থেকে ইন্টারন্যাশনাল মানিটারি ফাণ্ড ও ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট লোন নিয়ে তৃতীয় দুনিয়ার সব উন্নয়শীল দেশ ডুবেছে। ফাণ্ড-ব্যাঙ্কের পরামর্শে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্তার ঢালাও বেসরকারিকরণে, দেশি-বিদেশি পুঁজির উপর থেকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়া, ভরতুকি কমিয়ে দেওয়া, ইত্যাদি পদক্ষেপগুলি কোথাও স্থায়ী সুফল দেয়নি। সাময়িক আর্থিক বৃদ্ধি ঘটার পরেই সবকটি দেশে দেখা গিয়েছে গভীর আর্থিক সংকট। দেখা গিয়েছে বেসরকারি লগ্নি বাড়ছে না, বিদেশি পুঁজি আসছে না, দেশের মধ্যে আর্থিক বৈষম্য পৌঁছচ্ছে এক চরম পর্যায়ে। লাতিন আমেরিকার অভিজ্ঞতা দুর্বিষহ। একই অভিজ্ঞতা আমাদের তথাকথিত 'এশিয়ার টাইগার'দের। একমসয় দক্ষিণ এশিয়ার এই তথাকথিত' এশিয়ান টাইগার' হিসাবে বর্ণিত দেশগুলির প্রবল আর্থিক উত্থান ঘটেছিল। এই দেশগুলির মধ্যে রয়েছে হংকং, সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া ইত্যাদি। এশিয়ার এই দেশগুলির বিপুল আর্থিক সমৃদ্ধি ঘটনার পর একই পথ অবলম্বন করে সমাজতান্ত্রিক চিন। তাদের আর্থিক বৃদ্ধিও গত দুই দশকে চমকপ্রদ। কিন্তু সেই চিনও আজ ডুবতে বসেছে। ইতিমধ্যেই আমাদের দেশের অর্থমন্ত্রী থেকে শুরু করে অন্যান্য অর্থনীতিবিদরা সাম্প্রতিক মন্দার জন্য চিন ও আমেরিকার বাণিজ্য যুদ্ধকে দায়ী করতে শুরু করেছেন। কিন্তু চিনের আর্থিক পতনের জন্য শুধু আমেরিকার সঙ্গ শুল্ক যুদ্ধ বা বাণিজ্য যুদ্ধকে দায়ী করে লাভ নেই। চিনের আর্থিক অবনমন আগে থেকেই ঘটনতে শুরু করেছে। চাহিগার অভাবে ঝিমিয়ে পড়েছে চিনা পণ্যের বাজারও। হংকংয়ের সাধারণ মানুষ আজ যেভাবে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে, তাতে বোঝাই যাচ্ছে যে চিনের আর্থিক শক্তি কতটা কমেছে।

সুতরাং 'নোটবন্দি' বা তাড়াহুড়ো করে জিএসটি লাগু-র সিদ্ধান্ত দিয়ে ভারতের সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক সংকটকে দেখা সমস্যাকে লঘু করে দেওয়ার শামিল। আবার বাণিজ্য চক্রের উত্থান-পতনের মতো এটা অত সহজ ঘটনাও নয়। মনমোহন সিং একটা রাজনৈতিক ভাষ্য দিচ্ছেন। রাজনৈতিক ভাষ্য দিয়ে চিড়ে ভিজবে না। সমস্যাটা একটা সরকারের নীতির বিষয় নয়। বারবার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রেপো রেট কমিয়ে, ঢালাও বিদেশি বিনিয়োগের ছাড়পত্র দিয়ে নব্য উদারবাদী অর্থনীতির চিরপরিচিত প্রেসক্রিপশনে তথা ধ্রুপদী পদক্ষেপগুলিতে সমস্যার কতটা সুরাহা হবে, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে যথেষ্ট। বারবার রেপো রেট তথা ব্যাঙ্কের সুদ কমিয়েও বেসরকারি লগ্নিতে সাড়া মিলছে না। বাজার থেকে লগ্নি তুলে তা সোনার বাজারে ঢালার প্রবণতা বেড়েই চলেছে। সোনার দাম তাই ভরি প্রতি ৪০ হাজার টাকা ছাড়িয়েছে। সোনায় লগ্নি বাড়লে অর্থনীতির সরাসরি কোনও লাভ হয় না। পণ্যের বাজারও বৃদ্ধি পায় না।

কলকারখানা, কর্মসংস্থান কিছুই বাড়ে না। সংকটের মূল যে নব্য উদারবাদী অর্থনীতির গভীরে রয়ে গিয়েছে, সে কথা স্বাবাবিক কারণেই এড়িয়ে গেলেন মনমোহন সিং। কারণ তাঁর নীতিই এই আর্থিক বব্যস্থার শিকড়কে দেশের মাটির গভীরে নিয়ে গিয়েছে। তিনি বিষয়টা নিয়ে শুধু রাজনীতির চেষ্টা করলেন। সমস্যাটিকে শুধু রাজনীতির আধারে বেঁধে রাখলে যে সংকট আরও ঘনীভূতই হবে, তা নিশ্চিত করেই মনমোহন সিংয়ের চেয়ে ভাল কেউ বোঝেন না। মন্দা প্রতিরোধের বিষয়ে অর্থনীতির যে ধ্রুপদী ভাবনা, তাকেই অনুসরণ করে পদক্ষেপ নিচ্ছে সরকার। এই পদক্ষেপগুলি কার্যকর হলে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে হয়তো সময় লাগবে না। অর্থাৎ বাণিজ্য চক্রের গতি ফের ঊর্ধ্বমুখী হবে। বাণিজ্য চক্রের সমৃদ্ধির পর্যায়ে দেশের উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও মূল্যস্তর বাড়তে দেখা যায়। তখন মূল্যস্তর বেঁধে রাখার জন্য সরকারকে পদক্ষেপ করতে হয়। অর্থাৎ সুদের হার বাড়াতে হয় ও সরকারের যাবতয় খরচ কমাতে হয়, ইত্যাদি।

কেন্দ্রে বর্তমান সরকারকেও বুঝতে হবে নব্য উদারবাদী অর্থনীতির দাওয়াইয়ের উপর শুধু নির্ভশীল হয়ে এই সংকট আদৌ কাটানো যাবে কি না। সংকট যখন বিশ্বময়, তখন তার জন্য শুধু নোটবন্দি বা জিএসটি দায়ী হতে পারে না, একথা ঠিক। আবার চিন ও আমেরিকার বাণিজ্য যুদ্ধ ও একটা সামায়িক ঘটনামাত্র। ভারতের বাজারে লগ্নির খরা এই বাণিজ্য যুদ্ধের বহু আগে থেকেই। মূল সমস্যা যে আর্থিক বৈষম্য ও সম্পদের অসম বন্টনের গভীরে রয়েছে, তা এড়িয়ে যাওয়ার কোনও পথ নেই। সরকারকে আর্থিক বৈষম্য কমানো ও সম্পদের পুনর্বন্টনের বিষেয়ে নজরদারি করতেই হবে। না হলে বাজারে কাঙ্ক্ষিত চাহিদাবৃদ্ধি ঘটনো সম্ভব হবে না, লগ্নি ও বাড়ানো যাবে না। এর জন্য আইনের কাঠামোর বদল দরকার। নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন দেশি-বিদেশে লগ্নির চলাচলেও। বাজারের থেকে একটু মুখ ঘুরিয়ে সরকার সেই কাজ করবে কিনা, এখন সেটাই প্রশ্ন।

(সৌজন্যে প্রতিদিন)

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

জাতীয় মহাসড়কে টোল আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা, সেপ্টেম্বর ০৩।। দেশের সড়ক-মহাসড়কে নির্মিত সেতু থেকে টোল আদায়ের রীতি রয়েছে। এবার জাতীয় মহাসড়ক ব্যবহার করলে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও টোল দিতে হবে। এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেতুর পাশাপাশি জাতীয় মহাসড়ক থেকে টোল আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন।

মঙ্গলবার জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় তিনি এই নির্দেশনা দেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, উন্নত দেশের মতো আমাদের দেশেও বড় বড় মহাসড়ক যেমন ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-সিলেট, ঢাকা রংপুর ও ঢাকা-ময়মনসিংহ এসব মহাসড়কে টোলের ব্যবস্থা রাখতে হবে। কেবল তাই নয়, টোলের মাধ্যমে আদায় করা টাকার জন্য একটি আলাদা ব্যাংক হিসাব করতে হবে। সেই টাকা দিয়ে মহাসড়কগুলো সংস্কার করা যাবে।

একনেক সভাশেষে পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান প্রেস ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানান।দেশের ২১টি মহাসড়কে এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প অনুমোদন দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে কেউ যাতে টেম্পারিং করতে না পারে। এটা সময়ের দাবি। কিন্তু এমন পদ্ধতি বের করতে হবে যাতে যাত্রী থাকুক আর না থাকুক এর উপর দিয়ে গাড়ী গেলেই যেন গাড়ীর নাম, নাম্বার, ওজনসহ বিস্তারিত তথ্য উঠে যায়।তিনি বলেন, এসব তথ্য কেন্দ্রীয়ভাবে কোন একটি জায়গা থেকে মনিটরিং করতে হবে।

এই কাজগুলো যেন স্বয়ংক্রিয় হয়। এছাড়া ট্রাক বা কাভার্ডভ্যানগুলো যাতে নির্দিষ্ট মাপের তুলনায় বেশি না হয়। সব যানবাহনের মাপ একটি নির্দিষ্ট স্টান্ডার্ডে হতে হবে।এম এ মান্নান জানান, প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, উন্নয়ন প্রকল্পের প্রয়োজনীয় জনবল আগেভাগে নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে এবং তাদের প্রশিণসহ অন্যান্য কার্যক্রমের ব্যবস্থা প্রকল্পের মধ্যেই থাকতে হবে।

যাতে প্রকল্প শুরু হলে জনবলের অভাবে বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত না হয়।

প্রধানমন্ত্রী আরো বলেছেন, দেশের সব জেলখানায় ভার্চুয়াল আদালত স্থাপন করতে হবে। যাতে দুধর্ষ আসামীদের জেল থেকে আদালতে টানাটানি করতে না হয়। যেসব আসামী ছিনতাই বা অন্যকোন বা এ ধরনের কারণে জেলে রয়েছেন, সেসব আসামীকে ক্যামেরার মাধ্যমে এজলাসে বসেই বিচারক যেন বিচার করতে পারেন।

এছাড়া কারা রীদের তৈরি করা পণ্য বিক্রির অর্ধেক মূল্য যাতে তারা পায় তার ব্যবস্থা করারও নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী।আলু রফতানির জন্য নির্দেশ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, উন্নত বীজ এনে আলুর মান বাড়াতে হবে। যাতে রফতানিরত্রে কোন বাঁধা না থাকে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশণবিদ্যালয়ের শিথীদের সংখ্যা কত সেই পরিসখ্যানের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।তিনি বলেন, পুরনো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশণবিদ্যালয়গুলোতে যাতে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয় যে কত শিথী তারা ভর্তি করতে পারবে। এজন্য একটি নীতিমালা করতে হবে। প্রয়োজন হলে যেসব জেলায় বিশণবিদ্যালয় নেই সেসব জেলায় নতুন করে তা করতে হবে।

রোহিঙ্গাদের টেলিযোগাযোগ সেবা সীমিত করার পদপে নিল বাংলাদেশ সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ০৩।। রোহিঙ্গাদের মোবাইল ফোন ব্যবহার বন্ধের লয এবার শরণার্থী শিবির এলাকায় টেলিযোগাযোগ সেবা সীমিত করার পদপে নিল সরকার।শরণার্থী শিবির এলাকায় বিকাল ৫টা থেকে ভোর ৬টা পর্যন্ত ১৩ ঘণ্টা থ্রি জি, ফোর জি সেবা বন্ধ করার জন্য মোবাইল ফোন অপারেটরদের নির্দেশনা দিয়েছে টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিটিআরসি।

এই নির্দেশনার ফলে ওই সময়ে ওই এলাকায় টু জি সেবা চালু থাকায় ভয়েস কল করা গেলেও ইন্টারনেট ব্যবহার করা যাবে না।তবে ভোর ৬টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত সব ধরনের মোবাইল সেবা পাবেন ওই এলাকার বাসিন্দারা।শরণার্থী শিবিরগুলো টেকনাফ ও উখিয়ায় হওয়ায় কক্সবাজারের এই দুই উপজেলার বাসিন্দাদের জন্যও টেলিযোগাযোগ সেবা সীমিত হল।সেখানে শরণার্থী শিবিরগুলোতে এখন ১১ লাখের বেশি মিয়ানমারের নাগরিক শরণার্থী হিসেবে রয়েছে। সেখানে বসবাসরত বাংলাদেশির সংখ্যা তার এক-তৃতীয়াংশ বলে সরকারি কর্মকর্তারা বলে আসছেন।

রোহিঙ্গারা যাতে মোবাইল ফোনের সুবিধা না পায়, তা সাত দিনের মধ্যে নিশ্চিত করতে বাংলাদেশের সব মোবাইল অপারেটরকে 'জরুরি' নির্দেশনা দেওয়ার একদিন পরই টেলিযোগাযোগ সেবা সীমিত করার নির্দেশনা দেওয়া হল।

বিটিআরসি চেয়ারম্যান জহুরুল হক বলেন, মঙ্গলবার এ সংক্রান্ত একটি নির্দেশনা অপারেটরদের পাঠানো হয়েছে এবং তারা তা কার্যকর করছে।এই সিদ্ধান্তের ফলে ওই এলাকার বাসিন্দাদের সমস্যার বিষয়টি তুলে ধরা হলে তা এড়িয়ে বিটিআরসি চেয়ারম্যান বলেন, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ওই এলাকায় মোবাইল নেটওয়ার্কের বিষয়ে এই সিদ্ধান্ত বলবৎ থাকবে।সাম্প্রতিক এক সমাবেশে অনেক রোহিঙ্গার হাতে মোবাইল ফোন দেখা গিয়েছিলআগের দিন পাঠানো নির্দেশনায় রোহিঙ্গারা যাতে মোবাইল ফোনের সুবিধা না পায়, তা সাত দিনের মধ্যে নিশ্চিত করতে সব মোবাইল অপারেটরকে বলা হয়।

তার পরিপ্রেত মোবাইল ফোন অপারেটরদের কর্মকর্তারা বলেন, তারা জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্যভাণ্ডারের সঙ্গে বায়োমেট্রিক নিশ্চিতকরণের পরেই কেবল মোবাইল সিম সক্রিয় করে থাকেন। জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্যভাণ্ডারে কোনো রোহিঙ্গা নিবন্ধিত হয়ে গেলে ত্রেসত্র তাদের করার কিছু নেই।বিটিআরসি চেয়ারম্যান বলেন, "দেশের মানুষের কাছে থেকে সিম নিয়েই রোহিঙ্গারা মোবাইল ব্যবহার করছে। কীভাবে এ সিমগুলো তাদের হাতে গেল, এ বিষয়টি অপারেটররা দেখছে।"বাংলাদেশে মোবাইল ফোনের অনিবন্ধিত সিম বিক্রি বেআইনি।

আর মোবাইল সিম নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজন হয় জাতীয় পরিচয়পত্র। নির্বাচন কমিশনে সংরতি জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্যভাণ্ডারের সঙ্গে আঙ্গুলের ছাপ মেলানোর পর 'বায়োমেট্রিক' নিবন্ধনের কাজ শেষ হয়।এ নিয়ম অনুসরণ করা হলে মিয়ানমার থেকে পালিয়ে এসে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের বৈধভাবে মোবাইল ফোন ব্যবহারের সুযোগ পাওয়ার কথা নয়।

কিন্তু কক্সবাজারের বিভিন্ন রোহিঙ্গা ক্যাম্পে থাকা সাড়ে ১১ লাখ রোহিঙ্গার একটি বড় অংশের হাতে মোবাইল ফোন রয়েছে বলে গণমাধ্যমে খবর এসেছে বিভিন্ন সময়ে।এসব অবৈধ মোবাইল সিম চাঁদাবাজি, মাদক চোরাচালানসহ বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে বলেও উদ্বেগ প্রকাশ করে আসছেন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকর্তারা।

শরণার্থী হিসেবে বাংলাদেশে থাকা রোহিঙ্গাদের কেউ কেউ ভুয়া ঠিকানা ব্যবহার করে জাতীয় পরিচয়পত্র এমনকি পাসপোর্টও করিয়েছেন বলে ইতোমধ্যে বেরিয়ে এসেছে।

ভিডিও কনফারেন্সে বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ০৩।। যে আসামিদের আদালতে হাজির করায় ঝুঁকি রয়েছে, তাদের কারাগারে রেখেই ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিচার কাজ চালিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা নিতে প্রধানমন্ত্রী আবারও তাগিদ দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান।

তিনি জানান, মঙ্গলবার জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় আলোচনার এক পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে কথা বলেন।"ঝুঁকিপূর্ণ আসামিদের কারাগারে রেখে ডিজিটাল সিস্টেমের মাধ্যমে বিচার প্রক্রিয়া পরিচালনা করার মত ব্যবস্থা করতে নির্দেশনা দেন প্রধানমন্ত্রী।"তিনি বলেন, প্রত্যেক কারাগারে এমন একটি জায়গা তৈরি করতে হবে যেখান থেকে বিচারক ওই আসামিকে ভার্চুয়ালি দেখে বা জেনে বিচার ব্যবস্থা পরিচালনা করতে পারবেন।"

২০১৪ সালে ময়মনসিংহের ত্রিশালে গুলি চালিয়ে ও বোমা ফাটিয়ে প্রিজনভ্যান থেকে জেএমবির তিন জঙ্গিকে ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনার পর ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিচারের বিষয়টি জোরের সঙ্গে আলোচনায় আসে।এর দুই বছর পর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এটুআই প্রোগ্রামের সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের এক সমঝোতা স্মারক স্বার অনুষ্ঠানে তখনকার প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহাও বিচার কাজে গতি আনতে এবং আসামি হাজিরের ঝুঁকি ও ঝামেলা কমতে 'ডিজিটাল পদ্ধতি' চালুর উদ্যোগের কথা বলেন।২০১৭ সালের এপ্রিলে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের জন্য নবনির্মিত বাসভবন উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, প্রয়োজনে দুধর্ষ আসামিদেরত্রে তাদের আদালতে হাজির না করেই যাতে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিচার চালানো যায়, সে ব্যবস্থা করা হবে।এর ধারাবাহিকতায় বিচারকাজে প্রযুক্তির ব্যবহার যুক্ত করতে একটি আইনের খসড়া তৈরি করা হয় এবং ২০১৭ সালে তা মতামতের জন্য আইন কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।

'স্যা ও বিচারিক কার্যক্রম (তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার) আইন, ২০১৭' শীর্ষক ওই খসড়ায় বলা হয়, আদালতে হাজির না হয়েও আদালত করে বাইরে থেকে কোনো প, সী, অভিযুক্ত ব্যক্তি বা আইনজীবী 'অডিও-ভিজ্যুয়াল' সংযোগের মাধ্যমে বিচারকাজে অংশ নিতে পারবেন। ভিডিও কনফারেন্স ও টেলি কনফারেন্সের মাধ্যমে এজলাস থেকে দূরে অবস্থান করেও তারা বিচার কার্যক্রমে অংশ নিতে পারবেন। বিচারক বিশেষত্রে এ পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট প ও আইনজীবীদের উপস্থিতি ও স্যা নিতে পারবেন।তবে এ পদ্ধতিতে স্যা দিতে চাইলে সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ করে সব পরে টেলিফোন নম্বর, ই-মেইল ঠিকানা এবং তাদের সনাক্ত করতে জাতীয় পরিচয়পত্রসহ বিস্তারিত তথ্য জানানোর শর্ত রাখা হয় ওই খসড়ায়।

সেখানে বলা হয়, অডিও-ভিডিও সংযোগের মাধ্যমে অভিযুক্ত ব্যক্তি বা সীর উপস্থিতি বা স্যা গ্রহণের জন্য আবেদনের সময় সরকার নির্ধারিত কোর্ট ফি জমা দিতে হবে।এরপর দুই বছর পেরিয়ে গেলেও বিষয়টি এখনও আলোর মুখ দেখেনি।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে আইন কমিশনের চেয়ারম্যান সাবেক প্রধান বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক বলেন, "এটা এখনও ফিল্ড স্টাডির পর্যায়ে আছে। এটা নিয়ে আমাদের আরও সেমিনার-টেমিনার করতে হবে। তারপরে আরকি।"ফিল্ড স্টাডি হতে কতদিন লাগতে পারে জানতে চাইলে তিনি বলেন, "এটা তো সময় উল্লেখ করে বলতে পারব না। আমরা সবাই স্টাডি করছি। মিনিস্ট্রি একটা বানাচ্ছে আমরা একটা বানাচ্ছি। দুইটা দুরকম এই আরকি।'

'দুটো খসড়া হওয়ার পর সমন্বয় করে নতুন আইনটি হবে কি না প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, "আমাদেরটা হয়ে গেলে আমরা সেটা মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়ে দেব। আমাদের দৌড় তো এ পর্যন্তই।"

রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে মিয়ানমারের উপর আন্তর্জাতিক চাপ বাড়াতে হবে : মার্কিন রাষ্ট্রদূত

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ০৩।। রোহিঙ্গা ইস্যুতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের পাশে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে বলে জানিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত আর্ল রবার্ট মিলার। তিনি মঙ্গলবার সিলেটে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন, রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে মিয়ানমারের উপর আন্তর্জাতিক চাপ বাড়াতে হবে। যুক্তরাষ্ট্র এ লয কাজ করছে।

দুপুরে সিলেটের ঐতিহাসিক কিনব্রিজ পরিদর্শন করেন রবার্ট মিলার। সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরীর আমন্ত্রণে সিলেট নগরীর সুরমা নদীর উপর নির্মিত ঐতিহাসিক কিনব্রিজ পরিদর্শনে যান মার্কিন দূত। এ সময় তিনি প্রায় ৮৫ বছরের পুরনো ব্রিজটি ঘুরে দেখেন। সিলেটের ঐতিহ্য হিসেবে ব্রিজটি সংরণের উদ্দেশ্যে গত ১ সেপ্টেম্বর থেকে সব ধরণের যান চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে সিটি কর্পোরেশন।ব্রিজ পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলে রোহিঙ্গা ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান জানতে চাওয়া হয়। মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলেন, 'আমরা বাংলাদেশের পাশে আছি।

রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে ও তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মিয়ানমারকে তাদের দেশে সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি করতে হবে, যাতে রোহিঙ্গারা ফিরে যেতে উদ্ধুদ্ধ হন এবং সেখানে গিয়ে নিরাপদে বসবাস করতে পারেন।'তিনি বলেন, রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে মিয়ানমারের উপর বিশণ সম্প্রদায়ের চর্তুমুখী চাপ অব্যাহত রাখতে হবে।

সেটা যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় করে আসছে।মিলার বলেন, '২০১৭ সালের আগস্ট মাস থেকে যুক্তরাষ্ট্র রোহিঙ্গাদের সহায়তা দিয়ে আসছে। রোহিঙ্গা ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সহযোগী হিসেবে কাজ করছে। সুতরাং রোহিঙ্গাদের নিরাপদ প্রত্যাবাসন না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের পাশে থাকবে যুক্তরাষ্ট্র।'

এসময় সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বিধায়ক রায় চৌধুরী, প্রধান প্রকৌশলী নুর আজিজুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এর আগে সোমবার সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে স্থাপিত আমেরিকান কর্ণার পরিদর্শন করতে সিলেট সফরে যান মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিলার।

উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে ভেঙে পড়ল নির্মীয়মান চার-তলা বহুতল : মৃত্যু ২ জনের, গুরুতর আহত ৩ জন

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ফের বহুতল ভেঙে বিপর্যয় রাজধানী দিল্লিতে। এবার উত্তর-পূর্ব দিল্লির শাহদারার সীলমপুর এলাকায় হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল চার-তলা একটি নির্মীয়মান বহুতল। ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে ২ জনের। এছাড়াও ৩ জনকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। ধ্বংসস্তূপের নীচে আরও বেশ কয়েকজন চাপা পড়ে রয়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। পুলিশ ও দমকল সূত্রের খবর, সোমবার রাত ১১.২৫-১১.২৯ মিনিটের মাঝামাঝি সময়ে শাহদারার সীলমপুর এলাকায় অবস্থিত একটি চার-তলা বহুতল হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। বহুতল ভেঙে পড়ার খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ, দমকলের ছ''টি ইঞ্জিন ও উদ্ধারকারী দল।

দীর্ঘ সময় ধরে উদ্ধারকাজ চালানোর পর ধ্বংসস্তূপের নীচ থেকে ৩ জনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। তবে, মৃত্যু হয়েছে ২ জনের। স্থানীয় সূত্রের খবর, সোমবার রাতে সীলমপুর এলাকায় অবস্থিত ওই বহুতলের নীচের তলায় (গ্রাউন্ড ফ্লোর) অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেই কারণে প্রচুর মানুষ উপস্থিত ছিলেন। রাত সাড়ে এগারোটার কয়েক মিনিট আগে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে চার-তলা বহুতলটি। ধ্বংসস্তূপের নীচে বহু মানুষ আটকে পড়েন। বহুতল ভেঙে পড়ার খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ, দমকলের ছ''টি ইঞ্জিন ও উদ্ধারকারী দল। বহু সময় ধরে উদ্ধারকাজ চালানোর পর ধ্বংসস্তূপের নীচ থেকে ৩ জনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। তবে, মৃত্যু হয়েছে ২ জনের। নিহতদের নাম ও পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি।

নবি মুম্বইয়ে ওএনজিসি-র প্ল্যান্টে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড : মৃত্যু ৪ জনের, গুরুতর জখম ৩ জন

মুম্বই, ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মহারাষ্ট্রের নবি মুম্বই টাউনশিপে অয়েল অ্যান্ড ন্যাচরাল গ্যাস কর্পোরেশন (ওএনজিসি)-এর প্ল্যান্টে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডউ ওএনজিসি প্ল্যান্টে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ হারালেন ৪ জনউ এছাড়াও আরও ৩ জন গুরুতর জখম হয়েছেনউ মঙ্গলবার সকাল সাতটা নাগাদ নবি মুম্বইয়ের উড়ান এলাকায় ওএনজিসি-র প্রসেসিং প্ল্যান্টে ভয়াবহ আগুন লাগেউ উড়ান প্ল্যান্টের স্টর্ম ওয়াটার ড্রেনেজ সিস্টেমে আগুন ধরে যায়উ দমকল কর্মীদের প্রায় দু'ঘন্টার প্রচেষ্টায় আগুন আয়ত্তে এলেও, ৪ জনকে প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হয়নিউ এছাড়াও আরও ৩ জন গুরুতর জখম হয়েছেনউ নিহতদের নাম ও পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানা যায়নিউ

ওএনজিসি-র পক্ষ থেকে টুইট করে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার সকালে উড়ান অয়েল অ্যান্ড গ্যাস প্রসেসিং প্ল্যান্টের স্টর্ম ওয়াটার ড্রেনেজ সিস্টেমে আগুন ধরে যায়উ আগুন নেভাতে ততণাতঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের মোট ২২টি ইঞ্জিনউ আগুন নেভানোর পাশাপাশি আটকে পড়া কর্মীদের উদ্ধার করা হয়উ দমকল কর্মীদের প্রায় দু'ঘন্টার প্রচেষ্টায় আয়ত্তে এসেছে আগুনউ ওএনজিসি-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অগ্নিকাণ্ডে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ৩ জন জখম হয়েছেনউ তবে, অগ্নিকাণ্ডের জেরে তেল প্রসেসিংয়ের ক্ষেত্রে কোনও বিঘ্ন হয়নিউ গুজরাটের সুরাট জেলায় ওএনজিসি-র হাজিরা প্ল্যান্টে গ্যাস ডাইভার্ট করা হয়েছেউ কী কারণে অগ্নিকাণ্ড, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছেউ উড়ান-এর বিধায়ক মনোহর ভোইর জানিয়েছেন, 'মঙ্গলবার সকালে ওএনজিসি-র প্ল্যান্টে আগুন লাগেউ অগ্নিকাণ্ডে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছেউ আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে

মিয়ানমারের ৪ সীমান্ত রক্ষীকে ফেরত দেবে বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ০৩।। কক্সবাজারের টেকনাফে অস্ত্রসহ আটক মিয়ানমারের সীমান্তরা বাহিনী-বিজিপির চার সদস্যকে ফেরত দেবে বাংলাদেশ।বুধবার বান্দরবানের নাইংছড়ির ঘুমধুম সীমান্ত দিয়ে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাদের মিয়ানমারের কাছে হস্তান্তর করবে বলে জানিয়েছেন বিজিবির কক্সবাজার ৩৪ ব্যাটালিয়ান অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আলী হায়দার আজাদ আহমেদ।

গত ২৫ অগাস্ট রাত সাড়ে ৮টার দিকে টেকনাফ সদর ইউনিয়নের নাজিরপাড়া সংলগ্ন নাফ নদীর তীরে অভিযান চালিয়ে এদের আটক করেছিল বিজিবি।

এরা হলেন মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের মংডুর নাগকুড়া ব্যাটালিয়ানের মেগচিং ক্যাম্পের ক্যাপ্টেন লি উইন কো ম্যায়েং (৩০), সার্জেন্ট ইয়ানাং তুন (৩১), সার্জেন্ট প্যায়াং গি (২৫) ও সিপাহী ক্য ক্য (২৮)।

তবে তাদের আটকের পর ওই সময় পরিচয় হিসেবে শুধু মিয়ানমারের নাগরিক বলা হয়েছিল প্রশাসনের প থেকে।লেফটেন্যান্ট কর্নেল আলী হায়দার আজাদ আহমেদ বলেন, বুধবার বেলা সাড়ে ১২টায় বান্দরবানের নাইংছড়ির ঘুমধুম সীমান্তের বাংলাদেশ-মিয়ানমার মৈত্রী সেতু পয়েন্ট দিয়ে বিজিপির এসব সদস্যকে হস্তান্তর করা হবে।তিনি জানান, গত ২৫ অগাস্ট রাতে টেকনাফের নাজিরপাড়া সংলগ্ন নাফ নদীর তীর সীমান্ত থেকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরির সময় বিজিবির সদস্যরা মিয়ানমার সীমান্তরী বাহিনী-বিজিপির এ চার সদস্যকে আটক করেন।"এ সময় তাদের কাছ থেকে একটি এমএ-১১ রাইফেল, ১০টি গুলি, একটি টর্চ লাইট এবং পাঁচটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়।

এছাড়া বিজিপি সদস্যদের বহনকারী একটি স্পিডবোটও জব্দ করা হয়।"

আলী হায়দার আরও বলেন, বিষয়টি বিজিবির উর্ধতন কর্তৃপকে সঙ্গে সঙ্গে অবহিত করা হয়। পরে দুদেশের সীমান্তরী বাহিনীর উর্ধতন পর্যায়ে আলাপ-আলোচনার পর বুধবার নাইংছড়ির ঘুমধুম সীমান্ত পয়েন্ট দিয়ে তাদের মিয়ানমারের কাছে হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত হয়।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

অভাবের তাড়নায় বাড়ি-গাড়ি বিক্রি করতে হয়েছিল এই বলি তারকার

এএনএম নিউজ ডেস্ক :নিজের সময়ের মহাতারকা তিনি। অথচ বিদায় বেলায় চরম অভাবে আর অবহেলায় কেটেছে। এতটাই ট্র্যাজিক ছিল অভিনেতা ভারত ভূষণের পরিণতি। অথচ সুদর্শন, নারীমহলে চরম জনপ্রিয় এই নায়ক তার কাজের যথাযথ স্বীকৃতিও পাননি।বলিউড শাসন করা রাজ কাপুর, দেব আনন্দ, দিলীপ কুমার। কড়া প্রতিযোগিতাতেও তাদের মধ্যে নিজের জায়গা করে নিয়েছিলেন ভারত ভূষণ। ভারতের উত্তরপ্রদেশের মেরঠ শহরে তার জন্ম ১৯২০ সালের ১৪ জুন। মাত্র দু"বছর বয়সে মাকে হারান তিনি। এর পর ভাইয়ের সঙ্গে ভারত ভূষণ পালিত হন মামার বাড়িতে, আলিগড়ে।স্নাতক সম্পন্ন করার পর বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অভিনয়কে পেশা হিসেবে বেছে নেন ভারত ভূষণ। প্রথমে কলকাতায় যান। কিন্তু সেভাবে সুযোগ পাননি। ফিরে যান সাবেক বোম্বে, আজকের মুম্বাইয়ে।১৯৪১ সালে মুক্তি পায় তার প্রথম ছবি "চিত্রলেখা"। এরপর একে একে "ভক্ত কবীর", "সুহাগ রাত", "আঁখে", "জন্মাষ্টমী"-র মতো সিনেমার সাহায্যে নিজের জায়গা মজবুত করেন ভারত ভূষণ।"বৈজু বাওরা" মুক্তি পায় ১৯৫২ সালে। এরপর থেকে ভারত ভূষণ নিজেই একটা ব্র্যান্ড, ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম ম্যাটিনি আইডল হয়ে ওঠেন। মেরঠের এক সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবারের মেয়ে সরলাকে

বিয়ে করেন ভারত ভূষণ। তাদের দুই মেয়ে। অনুরাধা আর অপরাজিতা। বড় মেয়ে অনুরাধা ছিলেন পোলিও আক্রান্ত।১৯৬০ সালে মুক্তি পায় ভারত ভূষণের ছবি "বারসাত কি রাত"। তার কয়েক দিন পরই জীবনে চরম আঘাত। মারা যান তার স্ত্রী সরলা। দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম দেয়ার পর কিছু জটিলতা দেখা দিয়েছিল। তার থেকে আর সুস্থ হতে পারেননি তিনি।স্ত্রীকে হারানোর সাত বছর পর দ্বিতীয় বিয়ে করেন ভারত ভূষণ। "বারসাত কি রাত"-এর নায়িকা রত্না এবার তার জীবনসঙ্গিনী। বক্স অফিসে চরম সাফল্য পেয়েছিল "বারসাত কি রাত"। কিন্তু এর পর থেকেই উল্কাবেগে পড়তে থাকে ভারত ভূষণের ক্যারিয়ার। একের পর এক ছবি ফ্লপ হতে থাকে। ৫০ বছর বয়স হওয়ার আগেই নায়কদের বাবার ভূমিকায় দেখা যায় তাকে।এরপর আরেক প্রান্তিক অবস্থান। শেষে এমন অবস্থা আসে, অতীতের নায়ক ভারত ভূষণ প্রায় "এক্সট্রা"-র ভূমিকায় চলে গেলেন। ৯০ এর দশকে "প্যার কা দেবতা" ও "হামশকল" ছবিতে তিনি প্রায় জুনিয়র শিল্পীর অবস্থায়।অমিতাভ বচ্চন এক বার তার ব্লগে লিখেছিলেন, ভারত ভূষণকে তিনি রাস্তায় বাসের জন্য লাইনে অপেক্ষায় দেখেছিলেন। আমজনতার ভিড়ে একা দাঁড়িয়েছিলেন। অপেক্ষায় থাকা বাকিরা কেউ জানেনই না তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে আছেন একসময়ের সুপারহিট রোম্যান্টিক নায়ক।খ্যাতির মধ্য গগনে থাকার সময় কিছু ভুল সিদ্ধান্ত বিপাকে ফেলেছিল তারকা ভারত ভূষণকে। তার মধ্যে অন্যতম একটি ছবি প্রযোজনা করা। প্রযোজক হিসেবে একেবারেই ব্যর্থ হয়েছিলেন তিনি।ঘন আঁখিপল্লব আর স্বপ্নালু চোখের এই নায়ক কবিতা ভালোবাসতেন। গানে সুর দিতেন। নিজে গানও গাইতেন। তাকে চমতকার মানিয়ে যেত পৌরাণিক চরিত্রে। "শ্রী মহাপ্রভু চৈতন্য" ছবিতে অভিনয় তাকে এনে দিয়েছিল "ফিল্মফেয়ার"-এ সেরা অভিনেতার সম্মান।আর ভালোবাসতেন বইয়ের জগতে ডুবে থাকতে। তার নিজের বাড়ির লাইব্রেরিতে ছিল দুষ্প্রাপ্য বই। শেষ জীবনে এমনও হয়েছে, টাকার জন্য নিজের সংগ্রহের দুর্মূল্য বই বিক্রি করতে হয়েছে তাকে।বিক্রি করে দিতে হয়েছিল নিজের একাধিক গাড়ি ও বাংলো। ততকালীন বোম্বের বান্দ্রা ও অন্য জায়গায় বাংলো ছিল তার। অর্থকষ্টে হারাতে হয়েছিল সে সবই। অভিনয় মঞ্চ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন আগেই। অনাদর আর দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করতে করতে ৭২ বছর বয়সে, ১৯৯২ সালের ২৭ জানুয়ারি জীবনের মঞ্চ থেকে বিদায় নেন আরব সাগরের তীরের এক সময়ের মহাতারকা।

লেডি ডিটেক্টিভ লুকে বাজিমাত কোয়েলের

প্রজ্ঞাপারমিতা মুখোপাধ্যায়, ওরফে 'মিতিন মাসি'। এই চরিত্রের সাথে বাঙালীদের কম বেশি অনেকেরই পরিচয় আছে। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের "হাতে মাত্র তিন দিন" গল্প নির্ভর সেলুলয়েডে প্রথম এই "মিতিন মাসি"।ব্যোমকেশ, শরদের পর 'মিতিন মাসি' অরিন্দম শীলের নতুন চ্যালেঞ্জ। তার এই ছবিতে মিতিন মাসির চরিত্রে দেখা যাবে টলিউডের বিখ্যাত অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিককে। এই ছবিতে তাকে দেখা যাবে বুদ্ধিদীপ্ত, নির্ভীক বেপরোয়া চরিত্রে অভিনয় করতে। যার কাছে নারীদের সম্মান সবার আগে। সম্প্রতি প্রকাশ পেয়েছে এই ছবির টিজার। আর তাতেই বাজিমাত করেছে কোয়েলের রণং দেহি লুক।মিতিন মাসি ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন পদ্মনাভ দাশগুপ্ত ও সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন বিক্রম ঘোষ। ছবিতে মিতিন মাসির স্বামীর চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে শুভ্রজিত দত্তকে। বোনঝি টুপুরের ভূমিকায় দেখা যাবে রিয়া বর্ণিককে। এছাড়া বিনয় পাঠক, জুন মালিয়ার মতো বিশিষ্ট শিল্পীদের এই ছবিতে অভিনয় করতে দেখা যাবে। পুজোর সময় দর্শকের মন জয় করতে আসছে চলেছে এই অ্যাকশন ও রোমাঞ্চে ভরপুর 'মিতিন মাসি'।

অ্যাকশন রোমাঞ্চে ভরপুর 'মিতিন মাসির' টিজার

ঈদে মুক্তি পাচ্ছে না সলমন খান অভিনীত ছবি "কিক ২"

কবে সলমন খানের ছবি মুক্তি পাবে সেই নিয়ে সারা বছরই তাঁর ভক্তদের মধ্যে কৌতুহলের শেষ থাকে না। সামনের বছর ঈদে মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল সলমন খান অভিনীত ছবি "কিক ২"।। কিন্তু পরিচালক সাজিদ নাদিয়াদওয়ালা জানিয়ে দিয়েছেন, "কিক ২" সামনের বছর ঈদে মুক্তি পাচ্ছে না। ভক্তরা কিছু নিরাশ হলেও সাজিদ জানিয়েছেন, তিনি সলমনের বাড়িতে একদিন গিয়েছিলেন দেখা করতে, সেখানে সলমন কে জানান 'খসড়া লেখার কাজ এখনও চলছে, আরও কয়েক মাস লাগবে শেষ করতে। খসড়া লেখার কাজ শেষ হলেই কাজ শুরু হতে পারে বলে তিনি জানিয়েছেন।

প্রভাসের ফিল্মের বিরুদ্ধে গল্প "চুরি"র গুরুতর অভিযোগ! মুখ খুললেন ফরাসী পরিচালক

"বাহুবলী" ছবির পাহাড় প্রমাণ জনপ্রিয়তার পর "সাহো" ঘিরে প্রভাসের ওপর চাপ বাড়ছিল। ৩৫০ কোটি টাকা বাজেটের এই ফিল্ম দেশে "রেকর্ড তোড়" সাফল্য পাবে বলে আশা ছিল অনেকের। তবে প্রথম দিনেই "সাহো" ধাক্কা খেয়েছে ছবির রিভিউতে। তবে প্রভাস ম্যাজিকে ভর দিয়ে বক্স অফিসে এখনও শক্তপোক্ত জায়গায় রয়েছে "সাহো"।একদিকে, "সাহো" যখন বক্স অফিসে সবেমাত্র সিঁড়ির ধাপ পার হচ্ছে, তখন ফ্রেঞ্চ পরিচালক জেরম সালে দাবি করেন "সাহো" তাঁর পরিচালিত ফিল্ম " লাগোঁ উইঞ্চ" ছবির হুবহু নকল। তবে পরিচালক কটাক্ষের সুরে টুইট বার্তায় লেখেন , " টুকলি করতে হলে ভালোভাবে কর অন্তত"! গোটা ঘটনা ঘিরে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ফিল্ম অনুরাগীদের মধ্যে। এমন গুরুতর অভিযোগ নিয়ে "সাহো" টিমের তরফে কোনও জবাব যদিও এখনও এসে পৌঁছয়নি।প্রসঙ্গত, "সাহো" মুক্তির পর থেকে "রিভিউ" এর ধাক্কা খাওয়ার পরও বক্স অফিসে প্রথম ৪ দিনে ১০০ কোটির দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করে। তবে নতুন করে "চুরি" র অভিযোগ এসে পড়ায় ছবির জনপ্রিয়তা কোন দিকে যায় সেদিকে তাকিয়ে ফিল্ম বিশেষজ্ঞরা।

পৃথিবীর দিকে ছুটে আসছে জ্বলন্ত মহাকাশ কেন্দ্র

বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন অকেজো হয়ে পড়া চীনা মহাকাশ স্টেশনের ধ্বংসাবশেষ সোমবারের মধ্যেই ভূপৃষ্ঠে এসে আছড়ে পড়বে। তবে কোথায় পড়বে তা এখনও কেউ ধারণা করতে পারছেন না।

টিয়াংগং ১ নামে এই মহাকাশ গবেষণা স্টেশনটি চীনের উচ্চাভিলাষী মহাকাশ কর্মসূচির অন্যতম প্রধান অংশ ছিল। চীনের লক্ষ্য হচ্ছে ২০২২ সাল নাগাদ তারা মানুষের বসবাসের উপযোগী একটি মহাকাশ কেন্দ্র মহাশূন্যে পাঠাতে চায়। টিয়াংগং ১ ছিল তারই পূর্ব প্রস্তুতি।

২০১১ সালে মহাকাশ কেন্দ্রটি কক্ষপথে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়। প্রায় সাত বছর পর এটি এখন ধ্বংস হয়ে পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসছে। চীনা ও ইউরোপীয় মহাকাশ বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন, সোমবা নাগাদ মহাকাশ কেন্দ্রটি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করবে। বায়ুমন্ডলে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে এটিতে আগুন ধরে যাবে। তারপরও কিছু ধ্বংসাবশেষ মাটিতে এসে পড়বে।

চীনের মহাকাশ প্রকৌশল দফতর তাদের সোশ্যাল মিডিয়ায় নির্ভয় দিয়েছে, কোনো সায়েন্সফিকশন সিনেমার মতো ঘটনা ঘটবে না। বরঞ্চ দেখারমতো কোনো ঘটনা ঘটতে পারে, আকাশে উল্কাবৃষ্টির মতো দৃশ্য চোখে পড়তে পারে।

কোথায় এসে পড়বে এই মহাকাশ স্টেশন?

২০১৬ সালে চীন জানায়, টিয়াংগংয়ের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তারা সেটিকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। ফলে কোথায় গিয়ে সেটি পড়বে, তা বলা যাচ্ছে না। ইউরোপীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা জানাচ্ছে, এটি নিউজিল্যান্ড থেকে শুরু করে যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে কোনো এক জায়গায় গিয়ে পড়বে।

কীভাবে এটি বিধ্বস্ত হবে?

এস্ট্রেলিয়ার মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রের ড. এলিয়াস আবোটানিয়োস বলেছেন, বায়ুমণ্ডলে ঢোকার পর এটির পতনের গতি ক্রমে বাড়তে থাকবে। একপর্যায়ে এর গতি ঘন্টায় ২৬ হাজার কিলোমিটারে পৌঁছাতে পারে। তিনি বলেন, ভূপৃষ্ঠের ১০০ কিলোমিটারের মধ্যে পৌঁছানোর পর এটি গরম হতে থাকবে। ফলেএটি পুড়তে শুরু করবে। শেষ পর্যন্ত মাটিতে পড়ার আগে এর কত অংশ টিকে থাকে বলা কঠিন। কারণ এর গঠন নিয়ে চীন কখনও কিছু খুলে বলেনি। ভয়ের কি কোনো কারণ রয়েছে?

বিজ্ঞানীরা বলছেন না। যদিও এই মহাকাশ স্টেশনটির ওজন ৮.৫ টন , কিনতু বায়ুমণ্ডলে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে এটি টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। তবে যন্ত্রগুলো যেমন, তেলের ট্যাংক বা রকেট ইঞ্জিন হয়তো পুরোপুরি ভস্মীভূত নাও হতে পারে। যদি না হয়, তা হলেও এগুলো কোনো মানুষের ওপর এসে পড়বে সেই সম্ভাবনা খুবই কম।

আবোটানিয়োস বলছেন -এসব ক্ষেত্রে ধ্বংসাবশেষের সিংহভাগই গিয়ে পড়ে সাগরে।

টিয়াংগং১ কেমন মহাকাশ স্টেশন?

যুক্তরাষ্ট্র বা রাশিয়ার তুলনায় মহাকাশে চীনেরযাত্রা অল্প দিন আগের ঘটনা। ২০০১ সালে প্রথম চীন মহাকাশ যন্ত্র পাঠায়। তার পর ২০০৩ সালে প্রথমবার চীনা কোনো নভোচারী মহাকাশে যায়। এরপর ২০১১ সালে এসে চীন প্রথম মহাকাশ স্টেশন পাঠায়, যার নাম টিয়াংগং১ বা স্বর্গের প্রাসাদ। এই কেন্দ্রে মানুষ যেতে পারত, তবে অল্প ক'দিনের জন্য। ২০১২ সালে একজন নারী নভোচারী টিয়াংগংয়ে গিয়েছিলেন। দুবছর পর অর্থাৎ ২০১৬ সালের মার্চের পর এটি আর কাজ করছিল না।

তরঙ্গ শক্তি স্থানান্তরের মাইক্রোচিপ উদ্ভাবন

তরঙ্গের মাধ্যমেই আমাদের পরিচিত আলোক শক্তি, শব্দ শক্তি ইত্যাদি সঞ্চালিত হয়। আর তরঙ্গ শক্তি স্থানান্তরিত করে। সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক দল গবেষক এমন একটি মাইক্রোচিপ তৈরি করেছেন যা আলোর তরঙ্গকে শব্দ তরঙ্গে রূপান্তর করতে সক্ষম। মাইক্রোচিপটি আলো হিসেবে সঞ্চিত তথ্য ধীরে ধীরে এবং আরও কার্যকরীভাবে দ্রুত প্রসেস করতে সক্ষম। সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক দলটি তাদের গবেষণা জার্নালটি 'নেচার কমিউনিকেশনে' প্রকাশ করেছেন। এই দলে আছেন মরিসত মারক্লিন ও ডক্টর ব্রিজিট স্টিলার।দূর থেকে কোনো তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে আলো তরঙ্গ বেশ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। কিন্তু এর একটি দুর্বল দিক হল শব্দ তরঙ্গের তুলনায় এর গতি কম।

ফলে এটি কম্পিউটার ও টেলিযোগাযোগ সিস্টেমের জন্য সংরক্ষিত তথ্য প্রসেসকে কঠিন করে তোলে। এ কারণে শব্দ তরঙ্গ অথবা আলো থেকে পরিণত শব্দ তরঙ্গে তথ্য চলাচলের কাজ দ্রুত হয়।

গবেষকদের মাইক্রোচিপটি আলো তরঙ্গ থেকে তথ্য পাঠাতে যে সময় প্রয়োজন হয় সে সময়ের চেয়ে কম সময়ে শব্দ তরঙ্গতে রূপান্তরিত করে। যা আলো তরঙ্গ থেকে বহু গুণ দ্রুত কাজ করে। গবেষকদের মতে, বর্তমান সময়ের ল্যাপটপগুলোর চেয়ে আলোর তরঙ্গ ভিত্তিক বা ফোটোনিক কম্পিউটারগুলো ২০ গুণ বেশি দ্রুত গতিতে চলতে পারবে। ডক্টর ব্রিজিট স্টিলার বলেন, শব্দ তরঙ্গ রূপান্তরের মাইক্রোচিপটি আলোর তুলনায় ৫ গুণ দ্রুত কাজ করে। এ ছাড়া এটি আলো তরঙ্গের মতো অধিক তাপ উৎপাদন করে না।সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কম্পিউটার প্রযুক্তিও দ্রুত উন্নত হচ্ছে। তবে ডিভাইসগুলো তাপ নিয়ন্ত্রণ করা নিয়ে ঝামেলা পোহাতে হয়। শব্দ তরঙ্গ ব্যবহার করলে তাপবিষয়ক সমস্যা থেকে অনেকটা সমাধান পাওয়া যাবে বলে বিশ্লেষকদের ধারণা।গবেষক দলের মাইক্রোচিপটির উন্নয়ন ঘটনোর জন্য আরও গবেষণা চালানো হচ্ছে।

অনুরাগ অতীত, নতুন করে প্রেমে পড়লেন কালকি

অনুরাগ কাশ্যপের সঙ্গে কালকি কোয়েচলিনের ছাড়াছাড়ি হয়েছে বছর খানেক হয়ে গেল। কিন্তু তারপর কেউ নতুন করে সম্পর্কে জড়াননি। কিন্তু এবার মনে হচ্ছে কালকি আর সেই "সিঙ্গল" স্টেটাস নিয়ে থাকতে চাইছেন না। বহুদিন ধরেই কানাঘুষো চলছিল তিনি নাকি প্রেম করছেন। এবার তা সোশ্যাল মিডিয়াতেও প্রকাশ করলেন তিনি।রবিবার অভিনেত্রী কালকি কোয়েচলিন ইনস্টাগ্রামে একটি ছবি পোস্ট করেন। ছবিটিতে অভিনেত্রীর সঙ্গে রয়েছেন গাই হার্সবার্গ। সমুদ্রসৈকতে তোলা হয়েছে ছবিটি। ছবিতে দেখা গিয়েছে হার্সবার্গকে চুম্বন করছেন কালকি। ছবির ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, "আমার প্রিয় কেভম্যানের সঙ্গে আমি।" পোস্টটিতে রিচা চাড্ডা, সবিতা ধুলিপালা, ভূমিকা চাওলা ও তিলোত্তমা সোম তাঁদের প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন।২০১১ সালের এপ্রিল মাসে অনুরাগ কাশ্যপের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল কালকি কোয়েচলিনের। তার আগে দু"বছর তাঁরা সম্পর্কে ছিলেন। কিন্তু অনুরাগ ও কালকির বিয়ে টেকেনি। ২০১৫ সালে বিচ্ছেদ হয়ে যায় তাঁদের। তবে এখনও তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্ব অটুট। সম্প্রতি "সেক্রেড গেমস"-এর দ্বিতীয় সিজনে একসঙ্গে কাজ করেছেন তাঁরা। বাতিয়ার চরিত্রে দেখা গিয়েছে কালকিকে। ওয়েব সিরিজ প্রকাশ হওয়ার পর তাঁর অভিনয় নিয়ে প্রশংসা হয়েছে চতুর্দিকে। অবশ্য সাহসিকতার পরিচয় এই প্রথম নয়। কালকি এর আগেও একাধিকবার স্পষ্টোক্তি করার জন্য খবরে এসেছেন। বলিউডে ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে অভিনয় নিয়ে সরব হয়েছিলেন তিনি। বলেছিলেন, জানান, "এমন অভিনেতার সঙ্গে আমাকে ঘনিষ্ঠ দৃশ্যের শুটিং করতে হয়েছে, যাঁর ঠোঁট কামড়ানোর আগে পর্যন্ত আমি তাঁকে চিনিতামই না, তাঁর সঙ্গে আমার কোনও পরিচয় ছিল না। এমন পরিস্থিতি তৈরি হলে অভিনয়স্বত্ত্ব সঠিক ভাবে পরিস্ফুট হতে পারবে না। দু"জন অভিনেতার মধ্যে এভাবে বোঝাপড়া গড়ে উঠতে পারে না।" এরপরেই তিনি প্রশ্ন করেন, "যখন আমরা একটা সিনেমায় মারপিটের দৃশ্য শুটিং করি, তখন তা কোরিওগ্রাফ করা হয়। কেউ ভুল করেও একটা অতিরিক্ত ঘুসি মারতে পারে না। তবে ঘনিষ্ঠ দৃশ্যের ক্ষেত্রে তেমনটা হয় না কেন?"

মঙ্গলের জন্য পারমাণবিক চুল্লি

নতুন নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টের বা পারমাণবিক চুল্লির পরীক্ষায় সফল হয়েছে নাসা। ভবিষ্যতে মঙ্গল গ্রহে বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজে ব্যবহার করা হতে পারে এটি।

নাসার নেভাডা ন্যাশনাল সিকিউরিটি সাইটে নভেম্বর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত পরীক্ষা চালানো হয়েছে কিলোপাওয়ার রিঅ্যাক্টের' নামের এই পারমাণবিক চুল্লির।

খবর ব্রিটিশ ট্যাবলয়েড মিররের। প্রকল্পে কাজ করা জিম রয়টার বলেন, নিরাপদ কার্যকর এবং যথেষ্ট শক্তি হবে ভবিষ্যৎ রোবোটিকস এবং মানব অন্বেষণের মূল চাবি। আমি বিশ্বাস করি বিকাশ ঘটলে চন্দ্র ও মঙ্গলে শক্তি সরবাহের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হবে কিলোপাওয়ার।

কিলোপাওয়ার হল হালকা একটি বিভাজন শক্তি ব্যবস্থা, যা ১০ কিলোওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে। এই শক্তি দিয়ে মাঝারি ধরনের কয়েকটিবাড়িতে টানা ১০ বছর বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানো সম্ভব বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করাহয়।

চাঁদে সুর্য থেকে শক্তি উৎপাদন কঠিন হওয়ায় নাসার ধারণা চাঁদের জন্য আদর্শ হবে এই পারমাণবিক চুল্লি। কারণ এক চাঁদরাত পৃথিবীর ১৪ দিনের সমান।

কিলোপাওয়ারের প্রধান প্রকৌশলী মার্ক গিবসন বলেন, 'কিলোপাওয়ার আমাদের আরওবেশি শক্তির মিশন পরিচালনা এবং চাঁদের অন্ধকার গর্তগুলোতে অনুসন্ধান চালানোর ক্ষমতা দিয়েছে। আমরা যখন চাঁদে বা অন্যান্য গ্রহে দীর্ঘদিন থাকার জন্য নভোচারী পাঠাব সেখানে নতুন শ্রেণীর শক্তি লাগবে যা আগে কখনও দরকার পড়েনি।'

নতুন পারমাণবিক চুল্লিটি

পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল দুটি। এর মধ্যে একটি হল ব্যবস্থাটি বিভাজন শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারছে কিনা। আর ব্যবস্থাটি স্থির এবং পরিবেশের জন্য নিরাপদ কিনা। গিবসন বলেন, আমরা চুল্লিটি ভালোভাবে বুঝতে পেরেছি এবং পরীক্ষায় প্রমাণ হয়েছে যে, ব্যবস্থাটি যেভাবে নকশা করা হয়েছে তেমনভাবেই কাজ করে। যে পরিবেশই দেয়া হোক না কেন, চুল্লিটি ভালো কাজ করে।'

চুল্লিটি কখন মহাকাশে পাঠানোর পরিকল্পনা রয়েছে তা স্পষ্ট করেনি নাসা। মঙ্গল গ্রহের ভূমিকম্প মাপতে নতুন মিশন হাতে নিয়েছে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা। ভূমিকম্পের তথ্য থেকে গ্রহটির অভ্যন্তরে কাঠামো সম্পর্কে ধারণা পেতে চলতি সপ্তাহে নতুন এ মিশনে নামছে ওয়াশিংটনভিত্তিক সংস্থাটি। এ মিশনের অংশ হিসেবে ইনসাইট নামের একটি অনুসন্ধান যন্ত্র লাল গ্রহটিতে পাঠানো হচ্ছে। স্ট্যাটিক ল্যান্ডার যন্ত্রটি মঙ্গলে নামার পর সেখানকার মাটিতে সিসমোমিটার স্থাপন করবে।

শনিবার এক প্রতিবেদনে বলা হয়, সিসমোমিটারে যুক্তরাজ্যের তৈরি একটি সেন্সরও থাকছে। এই ভূমিকম্প মাপার যন্ত্রই মহাকাশ বিজ্ঞানীদের মঙ্গলের ভূমিকম্প সম্পর্কে তথ্য দেবে।

পৃথিবীর সঙ্গে তুলনার পর মিলবে মঙ্গলের অভ্যন্তরীণ কাঠমোতে থাকা পাথরের স্তর সংক্রান্ত তথ্যও। ইনসাইট মিশনের প্রধান গবেষক ড. ব্রুস বেনার্ডট বলেন, যখন সিসমিক তরঙ্গ মঙ্গলের চারপাশে প্রবাহিত হবে, তখন যন্ত্রটি বিভিন্ন স্তরের পাথরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তরঙ্গগুলোর তথ্য জোগাড় করতে পারবে।

সিসমোগ্রামে এ সংক্রান্ত তথ্য পাওয়ার পরই বিজ্ঞানীরা সেখানকার পাথরের গঠন জানতে পারবেন। বিভিন্ন মার্স কোয়ার থেকে যখন আমরা নানান তথ্য পাব, সব মিলিয়ে আমরা মঙ্গলের অভ্যন্তরে ত্রিমাত্রিক চিত্রটি নির্মাণ করতে পারব।'

ক্যালিফোর্নিয়ার ভেন্ডেনবার্গ, বিমান ঘাটি থেকে অ্যাটলাস রকেটের সাহায্যে ইনসাইডের এ 'ল্যান্ডারটি' পাঠানো হচ্ছে বলে জানিয়েছে বিবিসি। শনিবার স্থানীয় সময় ভোর ৪ টা ৫ মিনিটে অ্যাটলাসের যাত্রা শুরুর কথা রয়েছে। যদিও কুয়াশার কারণে তা বিলম্বিতও হতে পারে। গত শতকের ৭০-এর দশকেও নাসা বেশ কয়েকটি ভাইকিং ল্যান্ডারের মঙ্গলে সিসমোমিটা পাঠিয়েছিল। যদিও গঠনেরকারণে সেগুলো তেমন সফলতা আনতে পারেনি।

ইনসাইটের এবারের ল্যান্ডারটি তিন মাত্রার নিচের ভূমিকম্পও শনাক্ত করে তথ্য পাঠাতে পারবে।এই যন্ত্র বছরে ঠিক কতগুলো কম্পন শনাক্ত করতে পারবে, তা জানা যায়নি। বিজ্ঞানীরা বলছেন, তাদের আশা ল্যান্ডারটি থেকে অন্তত কয়েক ডজন ভূমিকম্পের তথ্য পাওয়া যাবে।

জাপান ভ্রমণের গাইড রোবট

জাপান ভ্রমণে পর্যটকদের সহায়তা করছে শার্পের 'রোবোহন' রোবট। মানুষের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত কথোপকথন চালাতে পারে ছোট এই রোবটটি। আপাতত শুধু জাপানের বাজারেই রোবটটি উন্মুক্ত করেছে নির্মাতা প্রতিষ্ঠান শার্প।

এবার দেশটিতে পর্যটকদের কাছেও ভাড়াদেয়া হচ্ছে রোবটটি। গ্রাহকের সেলফোনের সম্ভাব্য বদলি হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে 'রোবোহন।'

অ্যামাজনের অ্যালেক্স, অ্যাপলের সিরি যেখানে গ্রাহককে আবহাওয়ার তথ্য এবং অন্যান্য খবর জানায় সেখানে রোবোহন গ্রাহকের সঙ্গী হিসেবে কাজ করে।

জিপিএস দিয়ে গ্রাহকের ভ্রমণ পর্যবেক্ষণ করে রোবোহন। গ্রাহক কোথায় আছেন তার ওপর ভিত্তি করে তিনি কী করবেন তার পরামর্শ দিয়ে থাকে রোবটটি।

সম্প্রতি জাপানের টোকিও ভ্রমণের সময় রোবটটি এক সপ্তাহ ব্যবহার করেছেন সিএনবিসির এক প্রতিবেদক।

হানেদা এয়ারপোর্টে বাড়ায় পাওয়া যাচ্ছে রোবোহন। রোবটটির প্রতিদিনের ভাড়া বলা হয়েছে ১২ কোটি মার্কিন ডলার। কিন্তু দীর্ঘ সময়ের জন্য ভাড়া নিলে কিছু ছাড় দেয়া হবে।

সিএনবিসির প্রতিবেদক যখন রপ্পোংগি এলাকার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন রোবটটি তাকে কাছেই মামান স্পাইডার স্কাল্পচারের শৈল্পিক ছবি' তোলার পরামর্শ দেয়, আবার টোকিও স্টেশন দিয়ে যাওয়ার সময় রেলওয় স্টেশনটির সাম্প্রতিক সংস্কার নিয়ে কথা বলা শুরু করে রোবোহন। গ্রাহক একা থাকলে সহায়ক এই সঙ্গী রোবটটি তার জন্য ছবি তুলে দেবে এবং কমান্ড শুনে নাচতে পারে বলেও জানানো হয়েছে ।

মিথ্যে বললেই ধরে ফেলবে মোবাইল

আছি এক জায়গায় কিন্তু বলছি অন্য জায়গায় কথা। মোবাইলে এমন মিথ্যা বলার দিন এবার শেষ হচ্ছে। নিজের সম্পর্কে ভুল তথ্য দিয়ে অন্যকে হয়রানি বা অলস বসে থেকে অন্যের কাছে ব্যস্ত মানুষেণ ভান ধরে আর পার পাওয়া যাবে না।

বিজ্ঞানীরা এমন এক স্মার্টফোন আবিষ্কার করেছেন যেটাতে চ্যাট বা কথা বলার সময় এসব সস্তা ছলচাতুরি আর চলবে না। ফোনের অন্যদিকে যিনি আছেন, তাকে কোনোরকম মিথ্যে কথা বললে সঙ্গে সঙ্গেই তা ধরে ফেলবে সেই স্মার্টফোন। বিশেষ প্রযুক্তিসমৃদ্ধ ওই স্মার্টফোনের সাহায্যেই কে সত্যি বলছে, কে মিথ্যে বলছে তা ধরে ফেলা যাবে। শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের এক গবেষণা ম্যাগাজিনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিষয়টি এখনও গবেষণার স্তরে থাকলেও অদূর ভবিষ্যতে তা কার্যকরী হবে বলে আশা করছেন বিজ্ঞানীরা।

কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষক দল এ গবেষণা চালাচ্ছে। তারা একটি অ্যাপ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন। এই অ্যাপটি স্মার্টফোনে ডাউনলোড করে নিলেই ফোনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে লাই ডিটেক্টর হিসেবে কাজ করবে।

বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন যে, কোনো ব্যক্তি মিথ্যে বলছেন কিনা, তা মোবাইলে কী ভাবে সোয়াইপ করছেনপ বা ট্যাপ করছেন, তার থেকেই বোঝা যাবে। টাইপ করার সময় কেউ মিথ্যে বললেও টাইপিং এ বেশি সময় লাগে বলে সমীক্ষা চালিয়ে দেখছেন বিজ্ঞানীরা। যেকথাটি সত্যি বলে মেনে নেবে মোবাইলের লাই ডিটেক্টর, তার পাশে সবুজ টিক চিহ্ন দেখা দেবে আর মিথ্যে বলে মনে হলে তার পাশে লাল কাটা দাগ দেবে। পরস্পরবিরোধী তিনটি ভিন্নধর্মী পরীক্ষার মাধ্যমে ওই অ্যাপের সফলতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছেন বিজ্ঞানীরা। অ্যানড্রয়েড স্মার্টফোনের জন্য ডিজাইন করা অ্যাপটি নিয়ে এখন পর্যন্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে।

মঙ্গলবার সিপিএম প্রার্থী বুল্টি বিশ্বাসের প্রচারে র‍্যালী আয়োজিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

বিজেপিতেই রয়েছি, জানালেন শোভন-বৈশাখী

নয়াদিল্লি,৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বিজেপি ছাড়ছেন না কলকাতার প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর বান্ধবী বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার রাতেই দিল্লিতে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা শোভন চট্টোপাধ্যায় ও বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে 'চা-আড্ডা'য় বসেন মুকুল রায়। তাঁদের দাবি, নেহাতই 'চায়ে পে চর্চা'য় বেরিয়ে আসে সমাধান সূত্র। বৈঠক শেষে শোভন-বৈশাখী স্পষ্ট জানিয়ে দেন, আপাতত বিজেপি ছাড়ছেন না তাঁরা। মঙ্গলবার সকালে মুকুল রায় দাবি করেন, ওঁদের বুঝিয়ে শান্ত করতে পেরেছি বলেই মনে হচ্ছে। কিছু ভুল বোঝাবুঝি হয়তো হচ্ছিল, সেগুলো কেটে গেছে।

এর আগে গত বৃহস্পতিবার রাতে দলের কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক কৈলাস বিজয়বর্গীয়ের সঙ্গে বৈঠকের শেষেই 'নিষ্কৃতি' পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন শোভন চট্টোপাধ্যায় ও বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে সংবাদমাধ্যমকেও সে কথা তাঁরা জানিয়েও দিয়েছিলেন। যোগদানের পর থেকে তাঁদের ঘিরে দলের অন্দরে যে টানাপড়েন চলছিল, তার জেরেই দল ছাড়ার কথা ভাবতে শুরু করেছিলেন শোভন চট্টোপাধ্যায় ও বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ে। কিন্তু ঠান্ডা মাথায় পরিস্থিতি সামলে নিলেন বিজেপি নেতৃত্ব। গভীর রাত পর্যন্ত মুকুল রায়ের সঙ্গে বৈঠকের পরে শোভন চট্টোপাধ্যায় ও বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়েজানিয়ে দিলেন, বিজেপিতেই আছেন, বিজেপির হয়েই কাজ করবেন।

নয়াদিল্লির সাউথ অ্যাভেনিউয়ে মুকুল রায়ের বাসভবনেই বৈঠক হয় সোমবার রাতে। নৈশভোজ এবং বৈঠক মিলিয়ে সাড়ে তিন ঘণ্টারও বেশি মুকুলের বাড়িতে ছিলেন শোভন চট্টোপাধ্যায় ও বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ে। রাত ১টার পরে সেখান থেকে বেরোন তাঁরা। তবে এই বৈঠকের দিকে নজর ছিল পশ্চিমবঙ্গের গোটা রাজনৈতিক মহলের।

বিজেপির জাতীয় কর্মসমিতির সদস্য মুকুল রায় জানান, কোথাও কোনও সমস্যা নেই, শোভন চট্টোপাধ্যায় এবং বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপিতেই আছেন।

যাবতীয় বিতর্কের প্রসঙ্গ এড়িয়ে কলকাতার প্রাক্তন মেয়র স্বাভাবিক আবহ তৈরি করার চেষ্টা করেন। বলেন, দিল্লিতে গত কয়েক দিন বাঙালি মেনু থেকে দূরেই থাকতে হচ্ছিল, কিন্তু সোমবার নৈশভোজে যে রকম বাঙালি খাবারের ব্যবস্থা করেছিলেন মুকুল রায়। আর মেঘ কেটে যাওয়ার ইঙ্গিত দিয়ে বৈশাখীও বলেন, 'মুকুল রায়ের কথা আমার কাছে আদেশের মত। তিনি যদি বলেন, ক্ষোভ-বিক্ষোভ সরিয়ে আপাতত দলের জন্য কাজ করতে হবে, তা হলে সেটাই আমার কাছে শেষ কথা।'

হাফলং-শিলচর জাতীয় সড়কের বেহাল অংশ সংস্কারে হাত দিল জাতীয় সড় কর্তৃপক্ষ

হাফলং, ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অবশেষে চাপের মুখে অসমের হাফলং-শিলচর ৫৪ নম্বর জাতীয় সড়ক তথা শিলচর-সৌরাষ্ট্র ইস্ট-ওয়েস্ট করিডরের এএস ২১ প্যাকেজের জাটিঙ্গা থেকে হারাঙ্গাজাও পর্যন্ত ২৫ কিলোমিটার সড়কের বেহাল অংশ সংস্কারে তৎপর হয়ে উঠেছে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ (নাহাই)। দীর্ঘদিন থেকে বেহাল অবস্থায় পরে ছিল হাফলং-শিলচর ৫৪ নম্বর জাতীয় সড়কের জাটিঙ্গা থেকে হারাঙ্গাজাও পর্যন্ত ২৫ কিলোমিটার অংশ। কিন্তু সড়কটি সংস্কারে কোনও গুরুত্ব দিচ্ছিল না জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। এমন-কি এই সড়কের হাল ফেরাতে ইন্ডিজেনাস স্টুডেন্টস ফোরাম ও হারাঙ্গাজাও অঞ্চলের সাধারণ মানুষ এবং হাফলং-শিলচর সড়কপথে চলাচলকারী সুমো ক্রুইজার মালিক সংস্থা পথ অবরোধের মতো বহু কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। তবুও জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ সড়কটি সংস্কারে গরিমসি করছিল। সর্বশেষ পরিস্থিতিতে বেহাল সড়কের অবস্থা নিয়ে ইন্ডিজেনাস স্টুডেন্টস ফোরাম কঠোর স্থিতি গ্রহণ করায় এবং সম্প্রতি শিলচরের সাংসদ রাজদীপ রায় সংসদে জাতীয় সড়কটি নিয়ে শরগোল করেন। এর পরই নড়েচড়ে বসে কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক। শেষ পর্যন্ত চাপে পড়ে এবার সড়কটি সংস্কারে তৎপর হয়ে উঠেছে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। মঙ্গলবার ইন্ডিজেনাস স্টুডেন্টস ফোরামের সভাপতি ডেভিড কেভমের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ (নাহাই)-এর গুয়াহাটি আঞ্চলিক কার্যালয়ের সিজিএম অলোক কুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সিজিএম তাঁকে জানান, হাফলং-শিলচর ৫৪ নম্বর জাতীয় সড়কের জাটিঙ্গা থেকে হারাঙ্গাজাও পর্যন্ত ২৫ কিলোমিটার অংশের সংস্কার কাজ করছে শিলচরের লক্ষ্মী মটরস নামের নির্মাণ সংস্থা। সড়কটি সচল করে তুলতে দ্রুতগতিতে কাজ চলছে। অলোক কুমার ডেভিড কেভমকে জানান, এএস ২১ প্যাকেজের জাটিঙ্গা থেকে হারাঙ্গাজাও পর্যন্ত সড়কটি সম্পূর্ণ ব্ল্যাকটোপিং করতে যে ৪৯ কোটি টাকার দরপত্র আহ্বান করা হয়েছিল তা ইতিমধ্যে বাতিল হয়ে গেছে। তবে এর বদলে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ (নাহাই)-এর দিল্লি কার্যালয় ৪৯ কোটি টাকার বদলে এখন জাটিঙ্গা হারাঙ্গাজাও ২৫ কিলোমিটার অংশের সড়ক সংস্কার-সহ সম্পূর্ণ ব্ল্যাকটোপিং করে তোলার জন্য ৫৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। বর্তমানে হাফলং-শিলচর ৫৪ নম্বর জাতীয় সড়কের জাটিঙ্গা থেকে হারাঙ্গাজাও পর্যন্ত অংশের সংস্কার কাজ তীব্র গতিতে চলছে বলে জানান সিজিএম অলোক কুমার।

কাশ্মীর নিয়ে ভারতের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চায় পাকিস্তান

ইসলামাবাদ, ৩ আগস্ট (হি.স.) : ভারতের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমেই কাশ্মীর নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নেবে পাকিস্তান। মঙ্গলবার সুর নরম করে এমনই জানিয়েছেন পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী শাহ মেহমুদ কুরেশি।

জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা অবলুপ্তির পর থেকে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক একেবারে তলানিতে ঠেকেছে। বিষয়টি রাষ্ট্রসঙ্ঘে দারস্থ হয়েছে পাকিস্তান। এমনকি দক্ষিণ এশিয়ায় পারমাণবিক বোমার হুমকিও দিয়েছে পাক প্রশাসন। এবার কিছুটা সুর নরম করে কাশ্মীর নিয়ে শান্তিপূর্ণ আলোচনায় বসতে রাজি পাকিস্তান। এই প্রসঙ্গে সে দেশের বিদেশমন্ত্রী শাহ মেহমুদ কুরেশি জানিয়েছেন, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করেই পাকিস্তানের বিদেশনীতি ঠিক হয়। কার্যকর বিদেশনীতির ফলে গোটা বিশ্বে সমাদৃত হয়েছে পাকিস্তান। ৩৭০ ধারা অবলুপ্তি হওয়ার ক্ষেত্রে গোটা বিশ্বের সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে পাকিস্তানের।

অন্যদিকে সোমবারই ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর দাবি করেছিলেন সন্ত্রাসবাদকে মদত দেওয়া বন্ধ না করলে পাকিস্তানের সঙ্গে কোনও কথা নয়।

মহাত্মা গান্ধীর স্মরণে সংসদে বিশেষ অধিবেশনের দাবি তুলল আরজেডি

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : জাতির জনকের ১৫০ তম জন্মজয়ন্তীকে স্মরণীয় করে রাখতে মহাত্মা গান্ধীর নামে সংসদে যৌথ অধিবেশন আয়োজনের দাবি তুললেন আরজেডি নেতা মনোজ ঝাঁ। এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠিও লিখেছেন তিনি।

চিঠিতে রাজ্যসভার সাংসদ তথা আরজেডি নেতা মনোজ ঝাঁ লিখেছেন, ২রা অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতি এবং পরম্পরাকে প্রকৃত সম্মান জানানোর জন্য যৌথ সংসদীয় অধিবেশনের আয়োজন করা উচিত। গান্ধীজির আদর্শ ও মূল্যবোধ নিয়ে আলোচনার জন্য সংসদে পাঁচদিন বরাদ্দ করতে হবে। সংসদে বিশেষ অধিবেশনের মাধ্যমেই জাতির জনককে প্রকৃত সম্মান জানানো হবে। ভারতে যত মহান ব্যক্তিত্ব জন্ম নিয়েছে তার মধ্যে নিঃসন্দেহে সব থেকে বেশি প্রভাবশালী ছিলেন গান্ধীজি। অন্যদিকে সম্প্রতি মন কি বাত অনুষ্ঠানে গান্ধীজির জন্মদিনে প্লাস্টিক ব্যবহার রোধে বিশেষ কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

সম্পত্তি নিয়ে বচসা : দাদুকে খুন করে গ্রেফতার নাতি

বান্দা (উত্তর প্রদেশ), ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক বিবাদের জেরে নাতির হাতে খুন হতে হল ৭০ বছর বয়সী এক বৃদ্ধকে। এ ব্যাপারে মঙ্গলবার পুলিশ জানিয়েছে, চিত্রকুট জেলার ইটোরা গ্রামে নিজের ক্ষেত থেকেই রামদাস ঔরাখ (৭০) নামে এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। হাসপাতালে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা।

পরিবারের সদস্যদের অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্তে নেমে নিহত বৃদ্ধের নাতি অভিযুক্ত প্রেমচন্দ্রকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বলবন্ত চৌধুরী এদিন জানান, 'সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের জেরে ৭০ বছর বয়সী রামদাস ঔরাখের হত্যার অভিযোগ উঠেছে তাঁর নাতি প্রেমচন্দ্রের বিরুদ্ধে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। প্রেমচন্দ্রকে জেরা করা হচ্ছে।'

প্রতারণা ও জালিয়াতি মামলায় গ্রেফতার অমিত যোগী : মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী, দাবি অজিত যোগীর

বিলাসপুর (ছত্তিশগড়), ৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : 'মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছেন', প্রতারণা ও জালিয়াতি মামলায় ছেলের গ্রেফতারি প্রসঙ্গে এমন মন্তব্যই করলেন ছত্তিশগড়ের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অজিত যোগী। জন্মস্থান সম্পর্কে নির্বাচনী হলফনামায় ভুল তথ্য দেওয়ায় অভিযুক্ত ছত্তিশগড়ের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অজিত যোগীর ছেলে অমিত যোগীকে বাসভবন থেকেই মঙ্গলবার গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুত্র অমিত যোগীর গ্রেফতারের বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে এদিন অজিত যোগী বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল ক্ষমতা পেয়ে এতটাই মত্ত হতে উঠেছেন যে তিনি বিচার বিভাগকে পাত্তাই দিচ্ছেন না। তিন মাস আগে ছত্তিশগড় হাইকোর্ট জানিয়ে দিয়েছিল অমিত যোগীর বিরুদ্ধে আনা সমস্ত অভিযোগ মিথ্যা।'

২০১৩ সালে ছত্তিশগড় বিধানসভা নির্বাচনের সময় নির্বাচনী হলফনামায় নিজের জন্মস্থান সম্পর্কে ভুল তথ্য দিয়েছিলেন অমিত যোগী। ছত্তিশগড়ের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর ছেলের বিরুদ্ধে এমনই গুরুতর অভিযোগ এনেছিলেন মারওয়াহি বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সমীরা পাইকরা। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই মঙ্গলবার সকালে বিলাসপুর জেলায় নিজ বাসভবন থেকেই গ্রেফতার করা হয় জনতা কংগ্রেস ছত্তিশগড়-এর প্রধান অমিত যোগীকে। পুলিশ সুপার (এসপি) প্রশান্ত আগরওয়াল জানিয়েছেন, 'চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে বিলাসপুর জেলার গৌরেলা থানায় অমিত যোগীর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়। ছ'মাসের তদন্তের পর ওই এফআইআর-এর ভিত্তিতেই বিলাসপুর জেলার মারওয়াহি সদন থেকে অমিত যোগীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।' এসপি (গ্রামীণ) সঞ্জয় কুমার ধ্রুব জানিয়েছেন, 'আদালতে পেশ করা হবে অমিত যোগীকে, আদালতের নির্দেশ মত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। জন্মস্থান সম্পর্কে নির্বাচনী হলফনামায় ভুল তথ্য দেওয়ায় অভিযুক্ত অমিত যোগী।'

বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক, প্রেমিক সহ হাতে নাতে ধরা পড়ে শ্রীঘরে বধূ

সোনারপুর, ৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বেশ কিছুদিন ধরেই স্বামীর বন্ধুর সাথে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন এক গৃহবধূ। স্বামীর অবর্তমানে ওই প্রেমিককে বাড়িতে ডেকে মেলামেশা ও করতেন তিনি। তবে শেষ রক্ষা হল না। অবশেষে সোমবার রাতে পরিবারের বাকি সদস্যদের কাছে হাতে নাতে ধরা পড়ে বর্তমানে শ্রীঘরে ঠাই হয়েছে মৌসুমি সাউ নামে ওই গৃহবধূ ও তার প্রেমিক সুভাষ দাসের।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর থানার অন্তর্গত মালঞ্চ এলাকার বাসিন্দা পেশায় ওলাচালক তপন সাউয়ের সাথে মাত্র এক বছর আগেই প্রেম করে বিয়ে হয় মৌসুমীর। মৌসুমি নিজে পেশায় টেলিকলার। তবে বছর ঘুরতে না ঘুরতেই স্বামীর বন্ধু সুভাস দাসের প্রেমে পড়ে সে। স্বামী রাতেরবেলা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলে, সেই সুযোগে প্রেমিক কে বাড়িতে ডেকে নিত সে। তবে সোমবার হাতে নাতে ধরা পড়ে গেলেন ওই গৃহবধূ। এদিন রাতে বাথরুমে যাওয়ার জন্য ওঠেন তপনের দাদা স্বপন সাউ। বাড়ির বাইরে চটি দেখে তার সন্দেহ হয়। তিনি ভাবেন যে বাড়িতে কোনো চোর ঢুকেছে বোধহয়। সাথে সাথেই স্ত্রী কেও ডাকেন তিনি। স্ত্রী বেরিয়ে এসে ডাকেন মৌসুমীকেও। মৌসুমীও চোর খোঁজার ভান করেন। এরপর তার খাটের তলা থেকে উদ্ধার হয় সুভাস দাস। ধরা পরার পর নিজের শাশুড়ি ও জায়ের উপর হামলা করে অভিযুক্ত গৃহবধূ ও তার প্রেমিক। এই ঘটনায় তপন সাউ ও মৌসুমীর মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে দুজনকেই গ্রেফতার করে সোনারপুর থানার পুলিশ।

অটলবিহারি বাজপেয়ী মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ৫০ একর জমি বরাদ্দ যোগী সরকারের

লখনউ, ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : লখনউর উপন্ট্রে অটল বিহারী বাজপেয়ীর মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার জন্য ৫০ একর জমি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল উত্তরপ্রদেশ সরকার।

মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ নেতৃত্বে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ হয়। বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শ্রীকান্ত শর্মা এবং সিদ্ধার্থনাথ সিং জানিয়েছেন, রাজ্যের রাজধানী লখনউয়ের উপন্ট্রে চক গাজারিয়া অটল বিহারী বাজপেয়ী মেডিক্যাল কলেজ গড়ে হবে। এর মধ্যে ২০ একর জমি স্বাস্থ্য বিভাগে দেওয়া হবে, ১৫ একর স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। বাকি ১৫ একর জমি লখনউ উন্নয়ন পর্ষদকে দেওয়া হবে। পাশাপাশি পরবর্তী সিদ্ধান্তের কথা জানাতে গিয়ে তাঁরা জানিয়েছেন বাস স্টেশন তৈরি করার জন্য মোরাদাবাদে কাস্থ তহশিলকে ১২১০ স্কোয়্যার মিটার জমি বাস স্টেশন গড়ার জন্য বরাদ্দ হয়েছে। ১০ কোটি টাকা মূল্যের এই জমি বিনামূল্যে দেওয়া হবে। বাস স্টেশনটি গড়তে খরচ হবে ৩.৫ কোটি টাকা। মন্ত্রিসভার বৈঠকে পে কমিশনের সদস্যদের পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পে কমিশনের মাথায় বসানো হয়েছে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী সুরেশ খান্না। অন্যান্য সদস্যরা হলেন আশুতোষ টেন্ডন, ভুপেন্দ্র সিং চৌধুরী, মহেন্দ্র সিং।

নবি মুম্বইয়ে ওএনজিসি-র প্ল্যান্টে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড : সিআইএসএফ জওয়ান-সহ মৃত্যু ৪ জনের

মুম্বই, ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মহারাষ্ট্রের নবি মুম্বই টাউনশিপে অয়েল অ্যান্ড ন্যাচরাল গ্যাস কর্পোরেশন (ওএনজিসি)-এর প্ল্যান্টে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডউ ওএনজিসি প্ল্যান্টে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ হারালেন ওএনজিসি-র একজন অফিসার এবং সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স (সিআইএসএফ)-এর ৩ জন জওয়ানউ এছাড়াও আরও ৩ জন গুরুতর জখম হয়েছেনউ মঙ্গলবার সকাল সাতটা নাগাদ নবি মুম্বইয়ের উড়ান এলাকায় ওএনজিসি-র প্রসেসিং প্ল্যান্টে ভয়াবহ আগুন লাগেউ উড়ান প্ল্যান্টের স্টর্ম ওয়াটার ড্রেনেজ সিস্টেমে আগুন ধরে যায়উ দমকল কর্মীদের প্রায় দু'ঘন্টার প্রচেষ্টায় আগুন আয়ত্তে এলেও, ৪ জনকে প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হয়নিউ এছাড়াও আরও ৩ জন গুরুতর জখম হয়েছেনউ নিহতদের নাম ও পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানা যায়নিউ নবি মুম্বইয়ের ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ অশোক দুধে জানিয়েছেন, 'সকাল সাতটা নাগাদ ওনজিসি-র গ্যাস প্ল্যান্টে আগুন লাগেউ অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ হারিয়েছেন ওএনজিসি-র একজন অফিসার এবং সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স (সিআইএসএফ)-এর ৩ জন জওয়ানউ ৩ জন হাসপাতালে চিকিতাধীন, তবে প্রত্যেকেই বিপদমুক্তউ'

ওএনজিসি-র পক্ষ থেকে টুইট করে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার সকালে উড়ান অয়েল অ্যান্ড গ্যাস প্রসেসিং প্ল্যান্টের স্টর্ম ওয়াটার ড্রেনেজ সিস্টেমে আগুন ধরে যায়উ আগুন নেভাতে ততণাতঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের মোট ২২টি ইঞ্জিনউ আগুন নেভানোর পাশাপাশি আটকে পড়া কর্মীদের উদ্ধার করা হয়উ দমকল কর্মীদের প্রায় দু'ঘন্টার প্রচেষ্টায় আয়ত্তে এসেছে আগুনউ ওএনজিসি-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অগ্নিকাণ্ডে ওনজিসি-র একজন অফিসার এবং ৩ জন সিআইসিএফ জওয়ানের মৃত্যু হয়েছেউ এছাড়াও ৩ জন জখম হয়েছেনউ তবে, অগ্নিকাণ্ডের জেরে তেল প্রসেসিংয়ের ক্ষেত্রে কোনও বিঘ্ন হয়নিউ গুজরাটের সুরাট জেলায় ওএনজিসি-র হাজিরা প্ল্যান্টে গ্যাস ডাইভার্ট করা হয়েছেউ কী কারণে অগ্নিকাণ্ড, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছেউ উড়ান-এর বিধায়ক মনোহর ভোইর জানিয়েছেন, 'মঙ্গলবার সকালে ওএনজিসি-র প্ল্যান্টে আগুন লাগেউ অগ্নিকাণ্ডে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছেউ আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে।

সোনিয়া গান্ধীর সঙ্গে দেখা বৈঠক বিক্ষুব্ধ আপ বিধায়ক অলকা লাম্বার

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) কংগ্রেসের অন্তবর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর সঙ্গে দেখা করলেন আম আদমি পার্টির বিক্ষুব্ধ বিধায়ক অলকা লাম্বার। এদিন সোনিয়া গান্ধীর বাসভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন তিনি। প্রায় ৫০ মিনিট দুইজনের মধ্যে বৈঠক হয়।

সম্প্রতি কংগ্রেসের আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দেখা গিয়েছে অলকা লাম্বাকে। রাজীব গান্ধীর ৭৫তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বীরভূমিতে আয়োজিত কংগ্রেস যে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল সেখানেও উপস্থিত ছিলেন তিনি।রাজনৈতিক মহলের মতে খুব শীঘ্রই কংগ্রেসে যোগ দেবেন অলকা লাম্বা।দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সঙ্গে মতানৈক্যের জেরে চলতি বছরের ৪টা এপ্রিল আম আদমি পার্টি ছেড়ে দেন তিনি। উল্লেখ করা যেতে পারে আপে যোগ দেওয়া আগে কংগ্রেসেই করতেন অলকা লাম্বা। ২০১৩ সালে চাদনি চক বিধানসভা কেন্দ্র থেকে আম আদমি পার্টির প্রার্থী হিসেবে জয়লাভ করেন অলকা লাম্বা। সামনেই দিল্লির বিধানসভা নির্বাচন সেখানে অলকা লাম্বার দল পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিল্লির রাজনৈতিক মহলে প্রভাবে ফেলবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

জলপাইগুড়ির মেটেলি ব্লকে যাত্রীবাহি বাস ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত দুই যুবক

মেটেলি, ৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : জলপাইগুড়ির মেটেলি ব্লকে যাত্রীবাহি বাস ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হলেন দুই যুবক। মঙ্গলবার দুপুরে দুর্ঘটনাটি ঘটে। আহত দুই যুবক হলেন সুমিত ছেত্রী ও রিতেশ মিঝার।

জানা গেছে, ঘটনাটি ঘটে মেটেলি ব্লকের চালসা-মেটেলি রাজ্য সড়কের ভিউ পয়েন্ট সংলগ্ন এলাকায়। সুমিতকে মাল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। রিতেশের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। তবে দুর্ঘটনায় বাস যাত্রীদের হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি।

এদিন দুপুরে ওই দুই যুবক বাইকে করে চালসা থেকে মেটেলি যাচ্ছিলেন।

আইএনএক্স মিডিয়া মামলা : ফের বাড়ল হেফাজতের মেয়াদ, ৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সিবিআই হেফাজতেই পি চিদম্বরম

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট (হি.স.): সিবিআই না চাইলেও, ফের বাড়ল পি চিদম্বরমের সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই) হেফাজতের মেয়াদউ গ্রেফতার হওয়ার পর থেকে এই নিয়ে পঞ্চমবারউ আইএনএক্স মিডিয়া মামলায় ধৃত পি চিদম্বরমকে আগামী ৫ সেপ্টেম্বর (সোমবার) পর্যন্ত সিবিআই হেফাজতে পাঠিয়েছে সুপ্রিম কোর্টউ সিবিআই-এর পক্ষ থেকে এদিন শীর্ষ আদালতে জানানো হয়, "পি চিদম্বরমকে পুনরায় হেফাজতে নেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেইউ তাই তাঁকে বিচার বিভাগীয় হেফাজতের অধীনে তিহার জেলে পাঠানো হোকউ" কিন্তু, প্রবীণ কংগ্রেস নেতা পি চিদম্বরমকে আগামী ৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সিবিআই হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টউ

প্রসঙ্গত, আইএনএক্স মিডিয়ায় বিদেশি বিনিয়োগে অসঙ্গতির মামলায় গত ২১ আগস্ট রাতে গ্রেফতার করা হয় প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরমকে। দফায় দফায় তাঁর সিবিআই হেফাজতের মেয়াদ বাড়িয়েছে বিশেষ সিবিআই আদালতউ মঙ্গলবার সিবিআই না চাইলেও, ৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পি চিদম্বরমকে সিবিআই হেফাজতে পাঠিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

নরেন্দ্র মোদীর রূপোর মূর্তি গড়ে তাঁক লাগিয়ে দিল রাজস্থানের কারিগররা

বারাণসী, ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর রূপোর মূর্তির ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় জমিয়ে ভাইরাল হচ্ছে। রাজস্থানের কারিগররা প্রধানমন্ত্রীর রূপোর মূর্তি তৈরি করেছে। এই মূর্তির দাম ১ লাখ ৮৫ হাজার টাকা বলে জানা গিয়েছে।

মূর্তিটি নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় টিক্কা টিপ্পনি হলেও এই মূর্তিটিকে লোক খুবই পছন্দ করেছে। সঞ্জয় কুমার নামে এক যুবক লিখেছেন গুজরাটের সুরাটে এক রূপোর কারিগড় প্রধানমন্ত্রীর রূপোর মূর্তি বানিয়েছিল। সেই কারিগড়ের নাম কুশল দাস। সোশ্যাল মিডিয়ায় অপর এক ব্যক্তি দাবি করেছেন, বিষয়টি কোনও বড় ব্যাপার নয়। সামাজিক আর রাজনৈতিক জীবনে সফল রাজনীতিবিদদের সোনা ও রূপোর মূর্তি তাদের অনুরাগীরা তৈরি করেই থাকে। দক্ষিণ ভারতে বহু রাজনীতিবিদের নামে মন্দিরও রয়েছে। এমনকি স্তবগান তৈরি করা হয়ে থাকে।

উল্লেখ করা যেতে পারে দেশের ভেতর এবং বাইরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জনপ্রিয়তা তুঙ্গে। ২০১৪ সালের তুলনায় ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে বিপুল জয়লাভ নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে করে বিজেপি।

মঙ্গলবার কংগ্রেস প্রার্থী রতন চন্দ্র দাস'র প্রচারে র‍্যালী আয়োজিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

প্রতারণা ও জালিয়াতি মামলা বাসভবন থেকেই গ্রেফতার অজিত যোগীর ছেলে অমিত

বিলাসপুর (ছত্তিশগড়), ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): জন্মস্থান সম্পর্কে নির্বাচনী হলফনামায় ভুল তথ্য দেওয়ায় অভিযুক্ত ছত্তিশগড়ের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অজিত যোগীর ছেলে অমিত যোগীঊ প্রতারণা ও জালিয়াতি মামলায় বাসভবন থেকেই ছত্তিশগড়ের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অজিত যোগীর ছেলে অমিত যোগীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশঊ মঙ্গলবার সকালে বিলাসপুর জেলায় নিজ বাসভবন থেকেই গ্রেফতার করা হয় জনতা কংগ্রেস ছত্তিশগড় (জে)-এর প্রধান অমিত যোগীকেঊ

২০১৩ সালে ছত্তিশগড় বিধানসভা নির্বাচনের সময় নির্বাচনী হলফনামায় নিজের জন্মস্থান সম্পর্কে ভুল তথ্য দিয়েছিলেন অমিত যোগীঊ ছত্তিশগড়ের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর ছেলের বিরুদ্ধে এমনই গুরুতর অভিযোগ এনেছিলেন মারওয়াহি বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সমীরা পাইকরাউ সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই মঙ্গলবার সকালে গ্রেফতার করা হয়েছে অমিত যোগীকেঊ পুলিশ সুপার (এসপি) প্রশান্ত আগরওয়াল জানিয়েছেন, 'চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে বিলাসপুর জেলার গৌরেলা থানায় অমিত যোগীর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়ঊ ছ'মাসের তদন্তের পর ওই এফআইআর-এর ভিত্তিতেই বিলাসপুর জেলার মারওয়াহি সদন থেকে অমিত যোগীকে গ্রেফতার করা হয়েছেঊ' এসপি (গ্রামীণ) সঞ্জয় কুমার ধ্রুব জানিয়েছেন, 'আদালতে পেশ করা হবে অমিত যোগীকে, আদালতের নির্দেশ মতো ব্যবস্থা নেওয়া হবেঊ জন্মস্থান সম্পর্কে নির্বাচনী হলফনামায় ভুল তথ্য দেওয়ায় অভিযুক্ত অমিত যোগী

প্রবল বর্ষণে উত্তরাখণ্ডে ভেঙে পড়ল বাড়ি, গুরুতর আহত ৪ জন

দেহরাদুন, ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): প্রবল বর্ষণের জেরে উত্তরাখণ্ডের আলমোরা জেলায় ভেঙে পড়ল একটি বাড়িঊ বাড়ি ভেঙে ধ্বংসস্তূপের তলায় চাপা পড়ে গুরুতর আহত হয়েছেন ৪ জনঊ এছাড়াও আরও বেশ কয়েকজন চাপা পড়ে রয়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছেঊ কারণ, বাড়ি ভেঙে পড়ার পর থেকেই অনেকের খোঁজ পাওয়া যায়নিঊ আলমোরা জেলার ঝাজ্জর গ্রামের ঘটনাঊ

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, প্রবল বর্ষণের জেরে মঙ্গলবার ভোরে উত্তরাখণ্ডের আলমোরা জেলার ঝাজ্জর গ্রামে ভেঙে পড়ে একটি বাড়িঊ সেই সময় ওই বাড়িতে বেশ কয়েকজন উপস্থিত ছিলেনঊ তাঁদের মধ্যেই ৪ জন গুরুতর আহত হয়েছেনঊ এছাড়াও অনেকেরই কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নিঊ আপাতত উদ্ধারকাজ চলছেঊ গুরুতর আহত অবস্থায় ৪ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে

দিল্লিতে বেপরোয়া ডাম্পার ট্রাকের দৌরাত্ম্য! ইন্ডিয়া গেট সংলগ্ন রাস্তায় মৃত্যু দু''জনের

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে বেপরোয়া ডাম্পার ট্রাকের দৌরাত্ম্য! রাতের অন্ধকারে একটি অটো-রিক্সাকে ধাক্কা মারার পর পথচারীদের পিষে দিল ঘাতক ওই ডাম্পার-ট্রাকটি। ডাম্পার ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে দু''জনের। এছাড়াও আরও দু''জন গুরুতর আহত হয়েছেন। সোমবার রাতে ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ইন্ডিয়া গেটের কাছে মান সিং রোডে। নিহত দু''জনের নাম ও পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি।

পুলিশ সূত্রের খবর, সোমবার রাতে ইন্ডিয়া গেটের কাছে মান সিং রোডের উপর থেকে প্রচণ্ড গতিতে ছুটে যাচ্ছিল একটি ডাম্পার ট্রাক। সেই সময় রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল একটি অটো-রিক্সা, হেঁটে যাচ্ছিলেন কয়েকজন পথচারী। কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগেই অটো-রিক্সাকে ধাক্কা মারার পর পথচারীদের পিষে দেয় ঘাতক ওই ডাম্পার-ট্রাকটি। ডাম্পার-ট্রাকের ধাক্কায় অটো-রিক্সাটি সম্পূর্ণ দুমড়ে মুচড়ে যায়। অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় ৪ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে দু''জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। বাকি দু''জন সঙ্কটজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ঘাতক ডাম্পার ট্রাকটিকে আটক করেছে পুলিশ। গ্রেফতার করা হয়েছে চালককেও।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিশাখাপত্তনমে নির্মীয়মান বহুতলের দেওয়াল ভেঙে মৃত্যু দু''জন শ্রমিকের, তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ

বিশাখাপত্তনম, ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে ধসে পড়ল নির্মীয়মান বহুতলের দেওয়াল। ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে দু''জন শ্রমিকের। এছাড়াও আরও একজন শ্রমিক গুরুতর আহত হয়েছেন। সোমবার রাতের ঘটনা। নিহত শ্রমিকদের নাম হল, শিবা এবং শঙ্কর রাও। তাঁদের বাড়ি যথাক্রমে তামিলনাড়ু এবং ভিজিয়ানাগারামে। গুরুতর আহত অবস্থায় আরও একজন শ্রমিককে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রের খবর, সোমবার রাতে বিশাখাপত্তনমের ডাবা গার্ডেন্স এলাকায় হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে একটি নির্মীয়মান বহুতলের দেওয়াল। দেওয়ালের নীচে চাপা পড়ে যান ৩ জন শ্রমিক। পুলিশ, দমকল এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের তৎপরতায় ৩ জন শ্রমিককে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে দু''জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। কী কারণে ভেঙে পড়ল নির্মীয়মান বহুতলের দেওয়াল, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ

মিগ-২১ যুদ্ধবিমানে চেপে ফের আকাশে উইং কম্যান্ডার অভিনন্দন, সঙ্গী বায়ুসেনা প্রধান বি এস ধানোয়া

পাঠানকোট, ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মিগ-২১ ট্রেনার যুদ্ধবিমানে আকাশে উড়লেন বায়ুসেনার উইং কম্যান্ডার অভিনন্দন বর্তমান। সঙ্গী ছিলেন বায়ুসেনা প্রধান বি এস ধানোয়া। অবসরের আগে এটিই বায়ুসেনা প্রধানের শেষ যুদ্ধবিমান চালনা। পাঠানকোট বায়ুসেনা ঘাঁটি থেকে সোমবার সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে মিগ-২১ ট্রেনার যুদ্ধবিমানে চেপে আকাশে পাড়ি দিলেন তাঁরা।

প্রসঙ্গত, গত ২৭ ফেব্রুয়ারি পাক যুদ্ধবিমানকে গুলি করে নামিয়েছিলেন অভিনন্দন বর্তমান। তবে পাক অধিকৃত কাশ্মীরে তাঁকে ধরা পড়তে হয় পাক সেনার হাতে। সেখানেও অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে দীর্ঘ কূটনৈতিক দোলাচলের পর তিনি অক্ষত অবস্থায় দেশে ফেরেন। স্বাধীনতা দিবসে তাঁকে বীর চক্র সম্মান প্রদান করে ভারত সরকার। দীর্ঘ চিকিৎসা ও পরীক্ষা-নীরিক্ষার পর সম্প্রতি তাঁকে ফের ওড়ার অনুমতি দেওয়া হয়। অভিনন্দনের যুদ্ধবিমান যখন পাক অধিকৃত কাশ্মীরে নামানো হয়, তখন তিনি মিগ-২১-ই চালাচ্ছিলেন। উল্লেখ্য, এয়ার চিফ মার্শাল বিএস ধানোয়াও মিগ-২১-এর পাইলট। মিগ-২১ যুদ্ধবিমানে উড়ান শেষে বায়ুসেনা প্রধান বি এস ধানোয়া জানান, 'আমাদের দু''জনের মধ্যে বেশ কয়েকটি বিষয়ে সাদৃশ্য রয়েছে। প্রথমত, আমাদের দু''জনকেই ফ্লাইং ক্যাটাগরি থেকে নির্গত করা হয়েছিল, যা পরে আবার ফিরে পাই। দ্বিতীয়ত, আমরা দু''জনেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়েছি। আমি অভিনন্দনের বাবার সঙ্গেও যুদ্ধবিমান চালিয়েছি। এটা সম্মানের যে, শেষ যুদ্ধবিমান চালানোর সময় তাঁর ছেলেকে সঙ্গে পেয়েছি।'

বীরভূমে নিজের সার্ভিস রিভলবারের গুলিতে মৃত ৯২ বছরের বৃদ্ধ

বীরভূম ,৩ সেপটেম্বর (হি. স.) : নিজের সার্ভিস রিভলবারের গুলিতে মৃত্যু হল ৯২ বছরের এক বৃদ্ধের। মৃত সুধীরকুমার দে রাজনগর বড়বাজারের বাসিন্দা ছিলেন। রবিবার রাতে মৃত্যু হয় তার। পুলিশ জানিয়েছে, গলায় গুলি লেগে মৃত্যু হয়েছে তাঁর।

সুধীরবাবুর ছেলে সোমনাথ দে জানিয়েছেন, রবিবার রাত ১১ টা নাগাদ রক্তাক্ত অবস্থায় বাবাকে ঘরে পরে থাকতে দেখেন তিনি। হাতে ধরা ছিল বন্দুক। এর থেকেই ওই বৃদ্ধ আত্মঘাতী হয়েছেন বলে তার অনুমান। বাবাকে ওই অবস্থায় দেখেই পুলিশে খবর দেন তিনি। রাজনগর থানার পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, একসময় রাজনগর এলাকার পরিচিত ব্যবসায়ী ছিলেন সুধীরবাবু। কাঠের ব্যবসা রয়েছে তাঁদের। রয়েছে হার্ডওয়্যারের দোকানও। সুধীরবাবুর বয়স হয়ে যাওয়ায় এখন তাঁর ছেলে সোমনাথই ব্যবসা দেখতেন।পুলিশ জানিয়েছে, নিঃসঙ্গতার কারণেই ইদানিং সুধীরবাবু মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন বলে জানতে পেরেছেন তাঁরা। তবে ৯২ বছর বয়সে হঠাৎ কেন তিনি আত্মঘাতী হতে গেলেন, এর পেছনে রয়েছে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, সমস্তটাই খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বিজেপি বিধায়ককে সাসপেন্ড, বলপূর্বক চ্যাংদোলা করে বার করে দেওয়া হল

কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : সোমবার রাজ্য বিধানসভায় বাগদার বিজেপি বিধায়ক দুলাল বরকে এক দিনের জন্য সাসপেন্ড করা হয়। তাঁকে অধ্যক্ষের নির্দেশে বলপূর্বক চ্যাংদোলা করে অধিবেশনকক্ষ থেকে বার করে দেওয়া হয়। এর প্রতিবাদে অধিবেশনকক্ষ ত্যাগ করেন উপস্থিত অপর দুই বিধায়ক। সাম্প্রতিককালে এ রকম ঘটনা প্রথম ঘটে।

এদিন বিধানসভার অধিবেশনের শুরুতেই ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন বাগদার বিধায়ক। তিনি বনগাঁর তৃণমূল থেকে বিজেপিতে যোগ দেওয়া বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাসের উপর হামলার প্রতিবাদ করেন। অধ্যক্ষ তাঁকে বসে পড়ার নির্দেশ দিলে তা অমান্য করেন দুলালবাবু। তিনি শুক্রবার বিশ্বজিৎবাবুর ওপর তৃণমূল হামলা করেছে বলে অভিযোগ তোলেন। তিনি মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশ মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ দাবি করেন। অধ্যক্ষের সঙ্গে কথাকাটাকাটিতে জড়িয়ে পড়েন। অধ্যক্ষ তাঁকে সংযত আচরণ করার নির্দেশ দেন। এরপর চেঁচামেচি শুরু হয়ে যায়। আজকের দিনের জন্য দুলালবাবুকে সাসপেন্ড করার এবং তাঁকে বার করে দিতে মার্শালকে নির্দেশ দেন বিমানবাবু। মার্শাল এবং রক্ষীরা দুলালবাবুকে বার করতে এলে ধ্বস্তাধ্বস্তি শুরু হয়। এরপর তাঁকে পাঁচ রক্ষী চ্যাঙদোলা করে বার করে দেন। প্রতিবাদে দার্জিলিং এবং মালদহের হাবিবপুরের দুই বিধায়ক যথাক্রমে নীরজ জিম্বা এবং জোয়েল মুর্মূও বাইরে বেড়িয়ে আসেন। তাঁরা তিন জন কক্ষের বাইরে শ্লোগান দিতে থাকেন।

ছুরি হাতে সংসদে ঢোকার প্রচেষ্টা, আটক গুরমীত রাম রহিমের সমর্থক

নয়াদিল্লি,৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ছুরি নিয়ে গণতন্ত্রের পীঠস্থান সংসদের ঢোকার প্রচেষ্টা! ডেরা সচ্চা সৌধা প্রধান তথা ধর্ষণের আসামি গুরমীত রাম রহিম সিংয়ের একজন সমর্থক আটক করল পুলিশঊ ধৃতের নাম হল, সাগর ইনসাঊ তার বাড়ি লক্ষ্মী নগর এলাকায়ঊ পুলিশ সূত্রের খবর, সোমবার সকালে সংসদে ঢোকার চেষ্টা করে একজন ব্যক্তিঊ ততণাতওই ব্যক্তিকে আটক করে সংসদ পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হয়ঊ ধৃত ব্যক্তির কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে একটি ছুরিঊ

পুলিশ সূত্রের খবর, ধৃত ব্যক্তির নাম হল-সাগর ইনসাঊ তাঁর বাড়ি লক্ষ্মী নগর এলাকায়ঊ ওই ব্যক্তির বয়ান অনুযায়ী, সে ডেরা সচ্চা সৌধা প্রধান তথা ধর্ষণের আসামি গুরমীত রাম রহিম সিংয়ের সমর্থকঊ কী কারণে ছুরি নিয়ে সংসদে ঢোকার প্রচেষ্টা করেছিল ওই ব্যক্তি, তা জানতে সাগর ইনসাকে জেরা করছেন তদন্তকারীরা

পৃথক স্থানে

● প্রথম পাতার পর

পল্লী এলাকায় বীভৎস যান দুর্ঘটনায় নিহত হয় এক বাইক চালক। বাসের ফ্রন্ট এক্সেলে আটকে যায় বাইক চালক আবুল মিঞা। কিন্তু তার মৃতদেহ উদ্ধার করতে লাগে এক ঘণ্টা। প্রশ্নের মুখে পরে বিপর্যয় মোকাবেলা। সাতমুড়ায় অপর দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত দিগ্বিজয় দে (২৫)।

অন্যদিকে, রাজ্যে পথ দুর্ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। প্রতিদিনই কোন না কোন স্থানে দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। মঙ্গলবার কদমতলায় বাইক ও বাইসাইকেল আরোহীর মধ্যে সংঘর্ষের ফলে গুরুতর জখম দুই ব্যক্তি। ঘটনা কদমতলা থানাধীন পূর্ব বাজার এলাকায়। আজ সকাল আনুমানিক ১১টা নাগাদ কদমতলা বাজার থেকে সত্যব্রত নমঃ (১৭) নামে এক বাইসাইকেল আরোহী পূর্ব বাজারের দিকে আসছিল। তখন একইদিক থেকে আসা একটি কেএ ০৩বিসি-১০৮৭ নাম্বারের একটি বাইক হঠাৎ এসে সজোরে বাইসাইকেল আরোহীকে ধাক্কা মারে।

এতে ঘটনাস্থলেই বাইসাইকেল ও বাইক আরোহী মাটিতে ছিটকে পড়ে। গুরুতর জখম হয় বাইসাইকেল আরোহী সত্যব্রত নমঃ। তার বাড়ি আসামের কাঁঠালতলী থানাধীন কয়লাঘাট গ্রামে। অপরদিকে বাইক আরোহী জুয়েল আহমেদ (১৯) এর বাড়ি কদমতলা থানাধীন কালাগাঙের পার গ্রামের ২নং ওয়ার্ডে। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই কদমতলা থানা এসে গুরুতর আহতদের কদমতলা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর আহতদের ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। বর্তমানে সেখানে তাদের চিকিৎসা চলছে। এদিকে প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি বাইসাইকেল আরোহী তার সঠিক পথে যাচ্ছিল, এমন সময় বাইক আরোহী জুয়েল আহমেদ উল্টো পাশে এসে তাকে ধাক্কা মারে। আর তাতেই এই দুর্ঘটনা সংগঠিত হয়।

দ্বিগুন

● প্রথম পাতার পর

হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রীর ২৬,৩১৫ টাকা, অন্য মন্ত্রীদের ২৫,৮৯০ টাকা, অধ্যক্ষের ২৫,৯৯০ টাকা, উপাধ্যক্ষের ২৫,২৫৫ টাকা, মুখ্য সচেতক এবং বিরোধী দলনেতার ২৫,৮৯০ টাকা এবং বিধায়কদের ২৪,২০০ টাকা। সাথে অন্যান্য ভাতাও বেড়েছিল। কিন্তু এবার একলাফে দ্বিগুণ বেড়ে যাচ্ছে তাঁদের বেতন-ভাতা।

এদিন বেতন-ভাতা বৃদ্ধির সমর্থনে ট্রেজারি বেঞ্চের বিধায়ক রতন চক্রবর্তী এই সিদ্ধান্তকে ঐতিহাসিক বলে মন্তব্য করেছেন। তবে, বিরোধী বিধায়ক তপন চক্রবর্তী এই বৃদ্ধিকে সমর্থন করেননি। তাঁর কথায়, বেতন-ভাতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কমিটির বৈঠকে ১০-১৫ শতাংশ বৃদ্ধির পক্ষে সুপারিশ করেছিলাম। কারণ, ত্রিপুরার আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী অস্বাভাবিক হারে বেতন-ভাতা বৃদ্ধি সাধারণ মানুষের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে।

আইনমন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, অন্যান্য রাজ্যে মন্ত্রী-বিধায়কদের বেতন-ভাতা আমাদের তুলনায় অনেক বেশি। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যেই মন্ত্রী-বিধায়কদের বেতন-ভাতা ত্রিপুরার তুলনায় অনেক বেশি। তাই, সমস্ত দিক বিবেচনা করেই বেতন-ভাতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। কারণ, প্রতিনিয়ত জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে। সেই সাথে অন্যান্য খরচ বাড়ছে। তাঁর দাবি, মূল্যসূচকের সাথে সাযুজ্য রেখেই বাড়ানো হয়েছে বেতন-ভাতা।

মনোজের

● প্রথম পাতার পর

মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, ২০১৮ সালের অক্টোবর থেকে বেসরকারী ও সরকারী স্কুলের এসসি/এসটি হোস্টেলে বিপিএল দরে চাল সরবরাহ করা হতো। কিন্তু, এখন তা নেই। তাই তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই দাবি রাখেন। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় খাদ্য ও জনসংভরণ মন্ত্রকের মন্ত্রী রাম বিলাস পাসোয়ান মনোজ কান্তি দেবকে বলেন, বেসরকারী স্কুলের এসসি/এসটি ছাত্রছাত্রীর তথ্য সংগ্রহ করার জন্য।

বাদানুবাদ

● প্রথম পাতার পর

২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে রাজ্যে কেবলমাত্র ৩৪ এবং ৪৫ গড় শ্রমদিবস কাজ হয়েছে। তাতে, ২০১৬-১৭ অর্থবছরের তুলনায় ওই বছরগুলিতে শ্রমদিবস হ্রাস পেয়েছে। তাই, কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৭-১৮ অর্থবছরে রাজ্যের অনুমোদিত শ্রম বাজেট ৪৫০.৮৫ লক্ষ থেকে কমিয়ে ২৮৭.৫৩ লক্ষ শ্রমদিবস করে দিয়েছে। তিনি বলেন, বর্তমান অর্থবছরে ত্রিপুরার অনুমোদিত শ্রম বাজেট হল ৪৯ গড় শ্রমদিবস।

উপ-মুখ্যমন্ত্রী এদিন রেগা প্রকল্পে অসন্তোষজনক কাজের জন্য জিআরএসদের দায়ী করেছেন। তাঁর সাফ কথা, জিআরএসদের গাফিলতির কারণেই কেন্দ্রীয় সরকার শ্রম বাজেট কমিয়ে দিয়েছে। এতে ট্রেজারি বেঞ্চের সদস্য সুদীপ বর্মণ বলেন, যাদের বিরুদ্ধে অযোগ্যতার অভিযোগ রয়েছে তাদের নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সুযোগ দেওয়া উচিত হবে না। তাঁর মতে, যারা রেগা প্রকল্পে অনিয়মের সাথে যুক্ত রয়েছেন তাদের চিহ্নিত করে ছাঁটাই করুন। কিন্তু একাংশ জিআরএস-এর দোষের ভার সকলের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া উচিত হবে না। সুদীপবাবু এদিন জিআরএস পদে নতুন নিয়োগে বিষয়টি পুনর্বিবেচনার আবেদন জানিয়েছেন। তবে, এই আবেদন স্বীকার করা হবে না তা অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে গেছে।

রয়েছে

● প্রথম পাতার পর

৮৬ লক্ষ টাকা এবং প্রাণী সম্পদ বিকাশ দফতরে বকেয়া বিদ্যুৎ বিলের পরিমাণ ১০০ দশমিক ৪১ লক্ষ টাকা। আজ মঙ্গলবার বিধায়ক নারায়ণচন্দ্র চৌধুরীর আনীত লিখিত প্রশ্নের উত্তরে উপমুখ্যমন্ত্রী তথা বিদ্যুৎ দফতরের মন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা এই তথ্য জানান।

তেলিয়ামুড়ায়

● প্রথম পাতার পর

আবারও প্রমাণ করছে রাজ্যে নেশা কারবারীরা এখনও সক্রিয় রয়েছে। তারা কৌশল বদল করে করে নেশা পাচার বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে।

অল্পেতে রক্ষা এজি অফিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর।। বড় ধরনের অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে রক্ষা পেল আগরতলা এজি অফিস চত্বর। মঙ্গলবার সাতসকালে আচমকা আগরতলা এজি অফিস চত্বর এলাকায় আগুন দেখতে পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিনির্বাপক তপ্তরে খবর দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা। অতি তৎপরতার সহিত তারা আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। এর ফলে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পায় আগরতলার এজি অফিস। অগ্নিনির্বাপক কর্মীরা জানিয়েছেন, শর্টসার্কিট থেকেই এই আগুন লেগেছে।

দুই নেশা কারবারী জেল হাজতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৩ সেপ্টেম্বর ।। আইপিএফটি নেতার জামাতা সুধীর দেববর্মা সহ তার তিন সাগরেদকে ব্রাউন সুগার পাচারের দায়ে ১৪ দিনের জেল হাজতে পাঠাল বিশালগড় মহকুমা আদালত। বাকি তিন অভিযুক্তরা হল ধনঞ্জয় দেববর্মা, বিবন্ত দেববর্মা এবং জেনি দেববর্মা। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাদের নিজ নিজ বাড়ি থেকে ২৯ আগস্ট সুধীর দেববর্মা এবং ধনঞ্জয় দেববর্মাকে গ্রেপ্তার করেছিল টাকারজলা থানার পুলিশ। তাদের জেরা করে ৩১ আগস্ট বিবন্ত দেববর্মা এবং জেনি দেববর্মা নামে আরও পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয় পুলিশ। নিরাপত্তার কথা ভেবে তাদের রিমান্ডে আনা হয় বিশালগড় থানায়। মামলার তদন্তকারী অফিসার হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন দিলু জমাতিয়া। আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর তাদের পুনরায় আদালতে তোলা হবে বলে জানান সরকারি আইনজীবী জ্যোতি প্রকাশ সাহা।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

পুর নিগমকে ৪-টি জোন এবং অন্যান্য নগর সংস্থাগুলিকে ২-টি জোনে ভাগ করা হয়েছে। আগরতলা পুরনিগমের চারটি জোনের মধ্যে প্রথম তিনটি জোনে সম্পদ কর সামান্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। কিন্তু, এই বৃদ্ধি সাধারণের সাধ্যের মধ্যেই রাখা হয়েছে বলে দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী।

তাঁর সাফ কথা, সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে সম্পদ কর সংশোধন ও বিভিন্ন নগর নিগমগুলির মধ্যে সমতা আনা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। তাই নগরোন্নয়ন দফতর এক বিজ্ঞাপ্তি জারি করে মূল সম্পদ কর সংশোধন এবং সমতা আনার চেষ্টা করেছে।

এ-বিষয়ে সিপিআইএম বিধায়ক নির্মল বিশ্বাসের বক্তব্য, পুর এবং নগর সংস্থার সাথে কোনও আলোচনা ছাড়াই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। এতে সাধারণ মানুষের ওপর অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি হবে বলে দাবি করেন তিনি। তাঁর কথায়, আগরতলার সাথে ত্রিপুরার অন্যান্য পুর ও নগর সংস্থা এলাকাকে এক আসনে বসানো উচিত হবে না। তাঁর আবেদন, সাধারণ মানুষের সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার মাধ্যমে সম্পদ কর বৃদ্ধির বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা হোক। তখন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পুর ও নগর সংস্থার ট্যাক্স বোর্ডের সুপারিশ মেনেই কর বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বিরোধী দলনেতা

● প্রথম পাতার পর

কিন্তু, বিরোধীরা মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যে আশ্বস্ত হতে পারেননি। বিরোধী দলনেতা মানিক সরকারের কথায়, ত্রিপুরায় যে কোনও পরিষেবা বিপর্যস্ত হোক আমরা কেউই তা চাইব না। তবে, কথা বলার অধিকার থাকবে না এমনটা হতে পারে না। তাঁর দাবি, ত্রিপুরার সকল অংশের মানুষ যথেষ্ট দায়িত্বশীল। দায়িত্ববোধ থেকেই মাথায় প্লাস্টার বেঁধেও চিকিৎসা পরিষেবা স্বাভাবিক রেখেছেন চিকিৎসকরা। বিরোধী দলনেতার বক্তব্য, এই বিল ধর্মঘট বন্ধ করার জন্য ভীতি সৃষ্টি করবে। সরকারি কর্মচারীরা মনে করবেন, প্রশাসনের চোখ রাঙানি সহ্য করেই তাঁদের কাজ করতে হবে। তিনি কটাক্ষ করে বলেন, এই বিল দেখে মনে হচ্ছে ত্রিপুরা সরকার কর্মচারীদের ওপর বিশ্বাস রাখতে পারছে না। তিনি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে বলেন, মাত্র ১৬ মাসে কী কারণে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছলো? তাঁর পরামর্শ, সমস্ত সরকারি কর্মচারীদের আস্থা অর্জন করতে হবে। তাঁর মতে, একাংশ নেতিবাচক মানসিকতাসম্পন্ন কর্মচারীদের জন্য সমস্ত কর্মচারীকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো উচিত হবে না। তাঁর আবেদন, ভয়ভীতির পরিবেশ তৈরি করার বদলে প্রশাসন এবং জনগণ উভয়কে একসাথে নিয়ে চলুক।

বিরোধী দলনেতার বক্তব্যের আপত্তি জানিয়ে ট্রেজারি বেঞ্চের সদস্য রতন চক্রবর্তী কটাক্ষ করে বলেন, সহানুভূতির নামে কর্মচারীদের সুড়সুড়ি দেওয়া উচিত হচ্ছে না। অবশ্য, ট্রেজারি বেঞ্চের কটূক্তি উপেক্ষা করে বিরোধী দলনেতা পরামর্শ দেন, রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে যাঁরা ষড়যন্ত্র করছেন তাঁদের চিহ্নিত করুন। তবে, এই আইন প্রত্যাহার করে নিন।

এদিকে, ট্রেজারি বেঞ্চের সদস্য সুদীপ রায়বর্মণ এই বিলে পদ্ধতিগত ত্রুটি রয়েছে দাবি করে আপাতত বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর পরামর্শ দেন। তাঁর কথায়, এসমা কার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হবে নির্দিষ্টভাবে তা বিলে উল্লেখ করা হয়নি। তাতে বিভ্রান্তি তৈরি হতে পারে বলে তিনি মনে করেন। তাই, বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হোক, দাবি জানান তিনি। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী সাফ জানিয়েছেন, এই বিলে পদ্ধতিগত কোনও ত্রুটি নেই। এসমা প্রয়োগ করার বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে সমস্ত কিছু বিলে উল্লেখ রয়েছে। এই দাবি করে তিনি এসমা বিল সমর্থনের জন্য সকলের কাছে আবেদন জানান। কিন্তু বিরোধীরা এই বিল প্রত্যাহার না হওয়ার প্রতিবাদে ওয়াকআউট করেন। এর পর ধ্বনিভোটে এই বিলটি পাশ হয়ে যায়।

ছাত্রীকে

● প্রথম পাতার পর

ব্যাগ ইত্যাদি দেওয়ার প্রলোভন দিয়ে ছাত্রীর শ্লীলতাহানি করে এবং ধর্ষণ করার চেষ্টা করেও বলে অভিযোগ করেন ছাত্রীটির বাবা। গরিব অসহায় হতদরিদ্র মেয়েটি বাড়িতে এসে বাবাকে ঘটনাটি বলে।

বাবা ঘটনাটি শুনে স্কুলের প্রধান শিক্ষককে বলার পরও কোনো বিচার না পেয়ে অবশেষে কৈলাসহর মহিলা থানায় অভিযুক্ত সেই শিক্ষকের নামে লিখিত অভিযোগ করেন। কৈলাসহর থানা মহিলা থানা মামলাটি নথিভুক্ত করে। মামলা আইপিসি ধারা প্রয়োগ করেছে পুলিশ। অভিযুক্ত সেই গুণধর শিক্ষকের নাম চিন্ময় মালাকার। ঘটনাটি গত ২৯ আগস্ট। চারদিন অপেক্ষা করার পরও স্কুলের তরফে কোন ধরনের সুবিচার না পাওয়ায় ছাত্রীটির বাবা দোসরা সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সকালে মহিলা থানায় অভিযোগ করে অভিযুক্ত শিক্ষক চিন্ময় মালাকারের বিরুদ্ধে। অসহায় হতদরিদ্র নির্যাতিতার পিতা প্রশ্ন শিক্ষাঙ্গনে যদি ছাত্রীর নিরাপত্তা না থাকে তাহলে এ সমাজে বেঁচে থেকে আর কি লাভ। তিনি অভিযুক্ত শিক্ষকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

পুলিশ মামলাটি নথিভুক্ত করে নির্যাতিতা ছাত্রীর জবানবন্দি নেওয়ার জন্য মঙ্গলবার দুপুরে কৈলাসহর আদালতে প্রেরণ করে। এ ব্যাপারে স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সাথে যোগাযোগ করতে চাইলে তিনি কোনো ধরনের প্রতিক্রিয়া দিতে অস্বীকার করেন। গত ৩১ আগস্ট জগন্নাথপুরে নাবালিকা ধর্ষণের ঘটনার মামলার ক্ষেত্রেও পুলিশ এখন পর্যন্ত অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। কৈলাসহর মহিলা থানার নিষ্ক্রিয়তায় জনমানসে ক্রমশ ক্ষোভের সঞ্চার হচ্ছে।

নেশা বিরোধী

● প্রথম পাতার পর

লাইসেন্স দেওয়ার জন্য পাইলট প্রজেক্ট করতে যাচ্ছে রাজ্য সরকার। বিশেষত রাজ্যে পর্যটনকে উৎসাহিত করার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বারের লাইসেন্স দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তবে এর জন্য কিছু বিশেষ নিয়মকানুনকে গুরুত্ব দিয়ে।

উপ-মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যে সকল হোটেলকে বারের লাইসেন্স দেওয়া হবে তাদের ন্যূনতম ১৫টি সিঙ্গল ও ডাবল রুম থাকবে, হোটেলটি ৪,০০০ বর্গফুট এলাকা জুড়ে হতে হবে, সেই সঙ্গে থাকতে হবে সংযুক্ত ৫০০ বর্গফুটের রেস্তোরাঁ ও পর্যাপ্ত পরিমাণে কার পার্কিং সুবিধা। সেই সঙ্গে আবগারি দফতরের শর্ত মেনে বার তৈরি করতে হবে। এর পর কী কী অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব পড়ে রাজ্যে এই বিষয়টি নজর রাখা হবে বলেও জানান জিষ্ণু দেববর্মা। ট্রেজারি ব্যাঞ্চের বিধায়ক সুদীপ রায়বর্মণের কলিং অ্যাটেনশন নোটিশের প্রেক্ষিতে উপ-মুখ্যমন্ত্রী এ-কথাগুলি জানান।

তখন সুদীপ রায়বর্মণ বলেন, বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শপথ গ্রহণের পর ঘোষণা করেছিলেন, রাজ্যকে নেশামুক্ত করবেন। এই অভিযানে রাজ্যবাসী দারুণভাবে মুখ্যমন্ত্রীকে সহযোগিতা করছেন। এমতাবস্থায় নতুন করে মদের লাইসেন্স দিলে মানুষের মধ্যে ভুল বার্তা যাবে। তখন বিরোধী দলের বিধায়ক ভানুলাল সাহাও মদ ও বারের লাইসেন্স নতুন দেওয়ার বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, রাজস্ব বাড়লেও এর সামাজিক প্রভাব বিরূপ হবে এবং রাজ্য সরকারের নেশা বিরোধী অভিযানের সঙ্গে বিষয়টির সংঘাত হবে।

তখন উপ-মুখ্যমন্ত্রী দেববর্মা ভানু লাল সাহাকে পাল্টা প্রশ্ন করেন, বিরোধীরা যদি নেশার বিরোধিতা করেন তবে তাঁরা যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন কেন রাজ্যকে ড্রাই ঘোষণা করলেন না? সেই সঙ্গে তিনি বিষয়টি স্পষ্ট করে বলেন, নেশা মুক্ত বলতে রাজ্য সরকার অবৈধ নেশার বিরোধিতা করছে।

চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

খোঁজ মিলেনি। মঙ্গলবার দুপুর নাগাদ তার বাড়ি থেকে ১০০ মিটার দূর জঙ্গলে পাশ দিয়ে দু এক জন যাচ্ছিল। প্রচন্ড দুর্গন্ধ পায়। পরে তারা জঙ্গলের ভেতরে দেখে একটি ঝুলন্ত অবস্থায় পচাগলা মৃতদেহ রয়েছে।

খবর দেওয়া হয় থানায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বাগবাসা আউটপোস্ট এবং ধর্মনগর থানার পুলিশ। পুলিশ প্রথম জঙ্গল কেটে পচাগলা মৃত দেহটি উদ্ধার করে। পুলিশ তদন্ত করে প্রাথমিকভাবে জানতে পারে এলাকায় দুই জন ব্যক্তি নিখোঁজ আছে। পরে এলাকার নিখোঁজ ২ ব্যক্তির পরিবারের লোকজনদের খবর দেওয়া হয়। জানা গেছে নারায়নের পরিবারের লোকেরা দেহ সনাক্ত করেছে। তবে এই ঘটনা খুন না আত্মহত্যা তা নিয়ে ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

খেলা

মিথ ভেঙে সাত বাঙালিকে সই করাল মণিপুরের ট্রাউ

কলকাতা লিগের ডার্বিতে দু'' প্রধানের প্রথম একাদশে বাঙালি ফুটবলারের সংখ্যা ছিল মাত্র চার। একসময়ে ইস্ট-মোহন ম্যাচে বাঙালি ফুটবলাররাই ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দিতেন। এখন বাঙালি ফুটবলারই খুঁজে পাওয়া যায় না ডার্বিতে।আই লিগের নতুন ক্লাব ট্রাউ ভিন্ন রাস্তায় হেঁটে সাত জন বাঙালি ফুটবলারকে সই করিয়েছে। মণিপুরের ক্লাবে এই সংখ্যক বাঙালি ফুটবলারের উপস্থিতি কিন্তু বেশ ভালই। রাহুল বৈষ্ণব, জয়দেব দাস, অবিনাশ রুইদাস, তন্ময় ঘোষ, সায়ন রায়, অভিষেক দাস, মিঠুন সামন্তরা কলকাতা ময়দানে পরিচিত মুখ। এ বারের আই লিগে ট্রাউয়ের জার্সি পরে তাঁরা খেলবেন। ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন অবিনাশ রুইদাস আইএসএল-এও খেলেছেন। লাল-হলুদের প্রাক্তন ব্রাজিলীয় কোচ মার্কোস ফালোপা তোঅভিষেক দাসের নাম দিয়েছিলেন ''কাফু''। নিজেদের মেলে ধরার জন্য অবিনাশ-অভিষেকরা পাচ্ছেন পাহাড়ের নতুন ক্লাব।সব জায়গায় যখন বাঙালি ফুটবলারের সংখ্যা কমছে, তখন ট্রাউ বঙ্গ ফুটবলারদের উপরে আস্থা রাখল কেন? ট্রাউয়ের সচিব ফুলেন মিতেই বললেন, ''''আমরা অভিজ্ঞ ফুটবলার খুঁজছিলাম। সেই কারণেই অবিনাশ রুইদাস, অভিষেক দাসের মতো অভিজ্ঞ ফুটবলারকে দলে নিয়েছি। আমাদের ক্লাবের টাইটেল স্পনসর কলকাতার একটি সংস্থা। তারা আমাদের তিন কোটি টাকা দিচ্ছে। কলকাতার বেশ কয়েকজন অভিজ্ঞ ফুটবলারের কথা আমাদের জানায় স্পনসরই।'''' সাত বাঙালি ফুটবলারের পাশাপাশি দলের ম্যানেজার ও ফিজিক্যাল ট্রেনারও বাঙালি। ম্যানেজার সুজয় ভৌমিক কলকাতা ময়দানে পরিচিত মুখ। সমীরণ নাগ গতবার মোহনবাগানের ফিজিক্যাল ট্রেনার ছিলেন। এ বার ঠিকানা বদলাচ্ছেন তিনি।ট্রাউয়ের দলে বাঙালি ফুটবলারের উপস্থিতি দেখে জাতীয় দলের প্রাক্তন ফুটবলার কৃষ্ণেন্দু রায় বলছেন, ''''মণিপুরের ক্লাবে সাত জন বাঙালি ফুটবলারকে সই করানো হয়েছে, এ তো ভাল ব্যাপার বলতেই হবে। অবিনাশ-অভিষেকরা যে সুযোগ পেয়েছে, তার সদ্ব্যবহার যেন করে। আই লিগে ওরা যদি ট্রাউয়ের হয়ে ভাল খেলতে পারে, তা হলে বাংলার ফুটবলেরই সুনাম হবে। আমরা তো ভিন রাজ্যের, ভিন দেশি ফুটবলারদের এখানকার ক্লাবও বাঙালি প্লেয়ার নেওয়ার কথা ভাববে ভবিষ্যতে।'''' বাঙালি ফুটবলারের পাশাপাশি ১৮ জন স্থানীয় ফুটবলারকে সই করিয়েছে ট্রাউ।ভারতের ফুটবলে এখন স্পেনের হাওয়া। সাফল্যের খোঁজে কলকাতার দু'' প্রধানে স্পেনীয় কোচ ও ফুটবলারের ভিড়।ট্রাউএ ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রমী। জার্মান কোচ জর্জ স্টেইনব্রানারের হাতে রিমোট কন্টোল তুলে দেওয়া হচ্ছে দলের। সহকারী কোচ করা হয়েছে ইংল্যান্ডের মাইক ইরাক্লেয়াসকে। ত্রিনিদাদ-টোব্যাগোর মিডফিল্ডার জেরার্ড উইলিয়ামসকে ইতিমধ্যেই সই করিয়েছে ট্রাউ। উগান্ডার স্টপার আইজ্যাক ইসিন্দেকে সই করিয়েছে মণিপুরের ক্লাব। আরও বেশ কয়েকজন বাঙালি ফুটবলারের জীবনপঞ্জী পাঠানো হয়েছে জার্মান কোচকে। ফুটবলার ট্রান্সফারের জন্য দ্বিতীয় উইন্ডো খুললে আরও কয়েকজন বাঙালি ফুটবলারকে সই করাতে পারে ট্রাউ।

অ্যাশেজের চতুর্থ টেস্টের জন্য অজিদের দল ঘোষণা, ফিরছেন স্মিথ

বুধবার থেকে শুরু হতে চলা অ্যাশেজের চতুর্থ টেস্টের জন্য ১২ জনের দল ঘোষণা করল অস্ট্রেলিয়া। খারাপ ফর্মের জন্য বাদ পড়তে হল ব্যাটসম্যান উসমান খোয়াজাকে। দলে ফেরানো হল অভিজ্ঞ বাঁহাতি পেসার মিচেল স্টার্ককে। স্টার্কের অন্তর্ভুক্তি যে অজি দলে বাড়তি অক্সিজেন জোগাবে তা বলাই বাহুল্য। এই মুহূর্তে ১-১ হয়ে থাকা সিরিজে খুব গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে চতুর্থ টেস্ট। তবে প্রশ্ন উঠছিল চোটের জন্য তৃতীয় টেস্টে ছিটকে যাওয়া স্টিভ স্মিথ ফিরবেন কিনা এই টেস্টে?১২ জনের দলে জায়গা পেয়েছেন স্টিভ স্মিথ। তিনি ফিরতে, অজি দলের শক্তি বাড়ল। দ্বিতীয় ম্যাচে জোফ্রা আর্চারের বল স্মিথের ঘাড়ে লাগে। যার ফলে সেই ম্যাচে তো বটেই তাঁকে বাদ পড়তে হয় তৃতীয় টেস্ট থেকেও। সেই ম্যাচে বেন স্টোকসের একক দক্ষতায় ম্যাচ জিতে নেয় ইংল্যান্ড। ইতিমধ্যেই আর্চার স্মিথকে বাউন্সারের মাধ্যমে স্বাগত জানানোর হুমকি দিয়ে রেখেছেন।উসমান খোয়াজা এই সিরিজে এখনও অবধি ছয়টি ইনিংস খেলে করেছেন ১২২ রান, গড় মাত্র ২০.৩৩। তাঁকে বাদ দিয়ে দলে স্টার্ককে নিয়ে, বোলিং আক্রমণকে আরও শক্তিশালী করতে চাইছে অস্ট্রেলিয়া। স্মিথের বদলে দ্বিতীয় টেস্টে প্রথম বার ''কনকেশান সাব'' এবং তৃতীয় টেস্টে খেলা মারনাস লেবুশানেও চতুর্থ টেস্টের দলে রয়েছেন। তিন ইনিংসে তিনি করেছেন ২১৩ রান, গড় ৭১।অস্ট্রেলিয়ার ১২জনের দল: ডেভিড ওয়ার্নার, মার্কাস হ্যারিস,

মারনাস লেবুশানে, স্টিভ স্মিথ, ট্রেভিস হেড, ম্যাট ওয়েড, টিম পেন (অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষক), প্যাট ক্যামিন্স, পিটার সিড্ডল, মিচেল স্টার্ক, নেথন লায়ান ও জশ হেজেলউড।

বলিউডে আসতে চলেছে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জয়ী পিভি সিন্ধুর বায়োপিক

ইতিমধ্যেই ভারতীয় ক্রিয়া জগতের বেশ কয়েক জন তারকার বায়োপিক বড় পর্দায় জায়গা করে নিয়েছে। ক্রিকেটের ভগবান শচীন টেন্ডুলকার, প্রাপ্তন ভারতীয় ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ আজারুদ্দিন থেকে শুরু করে মহেন্দ্র সিং ধোনি সকলের বায়োপিকই বলিউডে মুক্তি পেয়েছে। ইতিমধ্যেই বায়োপিক তৈরির কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে ভারতীয় ব্যাডমিন্টনের উজ্জ্বল লক্ষত্র সাইনা নেওয়ালের। এরই মধ্যে খবর পাওয়া গিয়েছে বলিউডের প্রযোজক সোনু সুদ পরিকল্পনা করে ফেলেছেন তারকা ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় পিভি সিন্ধুর বায়োপিক তৈরি করার।সিন্ধুর বায়োপিকে ক্লাইম্যাক্স সিন হবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের সোনা জয়। এই ব্যাপারে একটা সাক্ষাতকারে সিন্ধু জানান এই ব্যাপারে আমাদের মধ্যে খুব বেশি কথা হয়নি, তবে উনি এই ব্যাপারে আমাকে জানিয়েছেন। আমি জানি এই ব্যাপারে উনি খুবই অভিজ্ঞ একজন মানুষ, তাই উনি যেটা ভালো বুঝবেন সেটাই করবেন।কিন্তু নিজের বায়োপিকে নিজের জায়গায় কোন অভিনেত্রী কে দেখতে চান এই ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে উনি জানান আমি আগেও জানিয়েছি এখনও বলছি আমার নিজের চরিত্রের জন্য আমার প্রথম পছন্দ দীপিকা পাড়ুকোন। সেই সাথে এই ভারতীয় শাটলার জানান দীপিকা পাড়ুকোন খুব ভালো অভিনেত্রী এছাড়াও দীপিকা নিজে ব্যাডমিন্টন খেলেছেন তাই খেলার ব্যাপারে অভিনয়ের সময় দীপিকার অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে। তবে এই ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব পরিচালক এবং প্রযোজকের উপরই ছেড়ে দেন।সম্প্রতি কপিল দেবের বায়োপিক ''৮৩'' তে অভিনয় করেছেন বলিউড অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন ও রনবীর সিং। আর এবার আরও একটা বায়োপিকে অভিনয় করার সুযোগ আসতে চলেছে দীপিকার কাছে। অপরদিকে কোচ পুলেল্লা গোপচাঁদের ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা যাবে অক্ষয় কুমারকে।

চতুর্থবারের জন্য টিম ইন্ডিয়ার হেড কোচ নির্বাচিত হয়েছেন রবি শাস্ত্রী

একই সঙ্গে বিরাট কোহলি ব্রিগেডের সহকারি কোচদেরও নির্বাচন করে ফেলেছে বিসিসিআই।চতুর্থবারের জন্য টিম ইন্ডিয়ার হেড কোচ নির্বাচিত হয়েছেন রবি শাস্ত্রী। একই সঙ্গে বিরাট কোহলি ব্রিগেডের সহকারি কোচদেরও নির্বাচন করে ফেলেছে বিসিসিআই। এখন টিম ইন্ডিয়ার স্ট্রেন্থ ও কন্ডিশনিং কোচের নির্বাচন প্রক্রিয়া চলছে। সেই পদের জন্য যোগ্য লোক বাছা নিয়ে অধিনায়ক বিরাট কোহলি ও কোচ রবি শাস্ত্রীর মধ্যে সামান্য হলেও বিরোধ দেখা দিয়েছে বলে সূত্রের খবর। যা অবাক করা ঘটনা বলে মনে করছে দেশের ক্রিকেট মহল। কারণ বিরাট কোহলি ও রবি শাস্ত্রীর মধ্যে সখ্যতা সর্বজনবিদিত।সূত্রের খবর, টিম ইন্ডিয়ার স্ট্রেন্থ ও কন্ডিশনিং কোচ পদে কেনও ভারতীয়কে দেখতে চান কোচ রবি শাস্ত্রী। তিনি একাধারে অভিজ্ঞও হবেন।সূত্রের খবর, কোচ রবি শাস্ত্রীর সঙ্গে একমত নন টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক বিরাট কোহলি। তিনি চান, দলের স্ট্রেন্থ ও কন্ডিশনিং কোচ পদে বসুন কোনও যোগ্য প্রার্থী। সেখানে দেশ-বিদেশ দেখতে চান না ভারত অধিনায়ক।টিম ইন্ডিয়ার কন্ডিশনিং ফিটনেস ও স্ট্রেন্থ ট্রেনারের পদে যে কটি আবেদন জমা পড়েছিল, তাঁদের মধ্যে চূড়ান্ত পর্যায়ে তিন জনকে নির্বাচন করেছে বিসিসিআই। তাঁদের মধ্যে নিউজিল্যান্ড মহিলা ক্রিকেট দলের প্রাক্তন কোচ তথা সে দেশের প্রাক্তন রাগবি লিগ ট্রেনার নিক ওয়েব অনেকটাই এগিয়ে বলে জানানো হয়েছে।ভারতীয় ক্রিকেট দলের কন্ডিশনিং ট্রেনার হওয়ার লড়াইয়ে রয়েছেন ভারতের এস রজনীকান্ত ও ইংল্যান্ডের লুক উডহাউসও। যদিও তাঁরা নিক ওয়েবের সঙ্গে লড়াইয়ে টিকবেন না বলেই মনে করা হচ্ছে।এর আগে বিরাট কোহলিদের কন্ডিশনিং ফিটনেস ও স্ট্রেন্থ ট্রেনার ছিলেন বাঙালি শঙ্কর বসু। তাঁর হাত ধরেই ভারতীয় ক্রিকেট দলের ফিটনেস লেভেল অন্য পর্যায়ে পৌঁছেছিল বলে দাবি করা হয়।

কপিলকে টপকে গেলেন ইশান্ত

আজকাল ওয়েবডেস্ক: কপিল দেবের রেকর্ড টপকে গেলেন ইশান্ত শর্মা। এশিয়া উপমহাদেশের বাইরে টেস্টে উইকেটের বিচারে দেশের সেরা অলরাউন্ডারকে টপকে গেলেন ইশান্ত। জামাইকায় দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে ক্যারিবিয়ান ব্যাটসম্যান ক্রেগ ব্রেথওয়েটকে ফেরান ইশান্ত। যা এশিয়ার বাইরে টেস্টে ইশান্তের ১৫৬তম উইকেট। এশিয়ার বাইরে ৪৫ টেস্টে ১৫৫ উইকেট নিয়েছিলেন কপিল। ভারতীয়দের মধ্যে ইশান্ত এই তালিকায় থাকলেন দুই নম্বরে। তিনে চলে গেলেন কপিল দেব। তালিকায় চারে আছেন জাহির খান। তিনি ৩৮ টেস্টে ১৪৭ উইকেট নিয়েছিলেন। পাঁচে আছেন মহম্মদ সামি। তিনি ২৮ টেস্টে পেয়েছেন ১০১ উইকেট। শীর্ষে আছেন অনিল কুম্বলে। তিনি ৫০ টেস্টে ২০০ উইকেট নিয়েছিলেন। জামাইকা টেস্টে অর্ধশতরানও করেছেন ইশান্ত। যা ইশান্তের প্রথম আন্তর্জাতিক অর্ধশতরান। ২০০৭ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয় ইশান্তের। অর্থাত অভিষেকের ১২ বছর পর পেলেন প্রথম অর্ধশতরান।

হনুমা বিহারীর জন্য রোহিতের টেস্ট কেরিয়ার কি শেষের পথে?

আজকাল ওয়েবডেস্ক: সীমিত ওভারের ক্রিকেটে তাঁর পারফরম্যান্স দুর্দান্ত। ২০১৯ বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি রানের মালিক তিনি। কিন্তু রোহিত শর্মার টেস্ট কেরিয়ার কি শেষের মুখে? ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে হনুমা বিহারী যে পারফরম্যান্স করলেন। তাতে সিঁদুরে মেঘ দেখছে ক্রিকেট মহলের একাংশ।ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ শুরুর আগে ভারতের প্রথম একাদশ নিয়ে জল্পনা ছিল তুঙ্গে। উইকেটের পিছনে কে দাঁড়াবেন? ঋষভ পন্থ নাকি ঋদ্ধিমান সাহা? এ নিয়ে বিস্তর জলঘোলা চলছিল। কিন্তু রোহিতকে যে বিরাট কোহলি প্রথম একাদশে রাখবেন না! এমনটা অনেকেরই ভাবনার বাইরে ছিল। রোহিতকে বসিয়ে বিহারীকে নেওয়ায় ক্যাপ্টেন কোহলির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। কিন্তু অধিনায়কের আস্থার মর্যাদা রেখে দুই টেস্টেই নজর কাড়েন বিহারী। প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ৯৩ রান করেন। আবার দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে করেন শতরান। দ্বিতীয় ইনিংসে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে করেন অর্ধশতরান। জামাইকা টেস্টে ম্যাচ সেরার পুরষ্কারও পেয়েছেন বিহারী। তাঁর এই উত্থানই যেন রোহিতের প্রথম এগারোয় ফেরার রাস্তা আরও সংকীর্ণ করে দিল।বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মার মধ্যে অন্তর্দন্দ্ব এখন আর চাপা নেই। কোহলিকে সোশ্যাল মিডিয়াতেও ফলো করেন না রোহিত। তাছাড়া টিম ম্যানেজমেন্টে রোহিত থেকেও যে নেই, বিশ্বকাপ চলাকালীন সে বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। রোহিত বলে ফেলেছিলেন, দলে চার নম্বরে কে খেলবে, তা টিম ম্যানেজমেন্টই ঠিক করবে। এমন পরিস্থিতিতে বিহারীর ভাল পারফরম্যান্স আরও তাতপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে ভাল খেলার পর ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধেও বিহারীর খেলার সম্ভাবনাই এখন বেশি। টুইটারেও এসব নিয়েই শুরু হয়েছে আলোচনা। অনেকেই মনে করছেন, বিহারীই হয়তো রোহিতের টেস্ট কেরিয়ারের কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দিলেন। অনেকে আবার বলছেন, খরগোস ও কচ্ছপের দৌড়ের মতোই রোহিতকে ছাপিয়ে ধীরে অথচ দৃঢ় পদক্ষেপেই বাজিমাত করলেন বিহারী। তবে এখনই এসব নিয়ে ভাবছেন না রোহিত। দলের টেস্ট সিরিজ জয়ে তিনি উচ্ছ্বসিত।

টি২০ থেকে আচমকা অবসর নিলেন ভারতীয় তারকা

ওয়েবডেস্ক: আন্তর্জাতিক টি২০ ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেন ভারতীয় মহিলা দলের তারকা ক্রিকেটার মিতালি রাজ। মঙ্গলবার বিসিসিআইয়ের তরফে প্রকাশিত একটি বিবৃতিতে এই খবর জানা গিয়েছে।বিবৃতির মধ্যে দিয়ে বছর ৩৬-এর মিতালি বলেন, ''২০০৬ থেকে ভারতকে প্রতিনিধিত্ব করার পর আমি টি২০ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ২০২১-এর বিশ্বকাপের জন্য নিজেকে আরও ভালো করে তৈরি করার উদ্দেশেই এই সিদ্ধান্ত আমার। ভারতকে বিশ্বকাপ জেতানো আমার স্বপ্ন। সেই স্বপ্নপূরণের জন্য আমি আরও বেশি করে ঝাঁপাব।''মিতালি রাজ।উল্লেখ্য, ২০০৬ সালে প্রথম বার আন্তর্জাতিক টি২০ ম্যাচ খেলতে নামে ভারত। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওই ম্যাচে ভারতের অধিনায়ক ছিলেন মিতালিই। এর পর আরও ৮৮টা টি২০ ম্যাচ তিনি খেলেছেন। মোট ২৩৬৪ রান

করে ভারতীয় হিসেবে সর্বোচ্চ রানের মালকিন হন তিনিই। ২০১২, ২০১৪ এবং ২০১৬-এর টি২০ বিশ্বকাপে ভারতের অধিনায়ক তিনিই ছিলেন।তবে ২০১৮-এর টি২০ বিশ্বকাপে তাঁর দলে থাকা নিয়ে চূড়ান্ত বিতর্কের সৃষ্টি হয়। রান পাওয়া সত্ত্বেও হরমনপ্রীত কৌরের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল থেকে বার বার বাদ পড়েন তিনি। তাঁকে বাদ দেওয়ার জন্য সরাসরি ততকালীন কোচ রমেশ পওয়ারের দিকে আঙুল তোলেন মিতালি। সেই সঙ্গে যোগ করেন পওয়ার তাঁকে বার বার অপমান করেছেন। মিতালির এই অভিযোগের ভিত্তিতে চাকরি যায় পওয়ারের।টি২০ থেকে অবসর নিলেও, একদিনের ম্যাচ তিনি এখনও খেলছেন আর সেখানে ভারতকে নেতৃত্ব তিনিই দেবেন।

জসপ্রীত বুমরার ঢালাও প্রশংসায় সচিন তেন্ডুলকর কী বললেন মাস্টার ব্লাস্টার

সাবিনা পার্কে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টের দুই ইনিংসে হ্যাটট্রিক সহ সাত উইকেট নেওয়া জসপ্রীত বুমরার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ক্রিকেট বিশ্ব। ২৫ বছরের ক্রিকেটার যে আগামী দিনে ভারত তো বটেই বিশ্ব ক্রিকেটকেও শাসন করবে, তা এক কথায় স্বীকার করে নিচ্ছেন প্রত্যেকে। সেই দলে রয়েছেন মাস্টার ব্লাস্টার সচিন তেন্ডুলকরও। বুমরার প্রশংসায় কী বললেন সচিন, এক নজরে দেখে নিন।সাবিনা পার্কের টেস্টে হ্যাটট্রিক সহ ছয় উইকেট নিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম ইনিংস একাই গুড়িয়ে দেন ভারতের জসপ্রীত বুমরা। তৃতীয় ভারতীয় হিসেবে টেস্ট ক্রিকেটে হ্যাটট্রিক করার পাশাপাশি ব্যাটসম্যানদের নতুন ত্রাসে পরিণত হয়েছেন গুজরাত তনয়।ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্টে জসপ্রীত বুমরার পারফরম্যান্সে উচ্ছ্বসিত সচিন তেন্ডুলকর। টেস্ট ক্রিকেটে বুমরার উন্নতিকে দুর্দান্ত ও ভয়ঙ্কর বলে আখ্যা

দিয়েছেন মাস্টার ব্লাস্টার। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে তাদেরই মাটিতে টেস্টে সিরিজ হারানোর জন্য টিম ইন্ডিয়াকে শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন সচিন তেন্ডুলকর।ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে অজিঙ্ক রাহানে ও দ্বিতীয় টেস্টে হনুমা বিহারীর ব্যাটিং-র ভূয়শী প্রশংসা করেছেন সচিন তেন্ডুলকর। জীবনের প্রথম শতরানের জন্য হনুমাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মাস্টার ব্লাস্টার।

শীর্ষস্থান হারালেন বিরাট সিংহাসনে স্মিথ

নিজস্ব প্রতিবেদন: না, খুব একটা সময় নিলেন না নিজের জায়গা পুনরুদ্ধার করতে। মাত্র ৩টি ইনিংস। নির্বাসন কাটিয়ে টেস্টে প্রত্যাবর্তনের পর মাত্র তিন ইনিংসেই বাজিমাতকরলেন প্রাক্তন অজি অধিনায়ক স্টিভ স্মিথ। ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলিকে সরিয়ে আইসিসি টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে ব্যাটসম্যানদের তালিকায় শীর্ষস্থানে উঠে এলেন স্টিভ স্মিথ।অ্যান্টিগায় প্রথম টেস্টে দুই ইনিংসে বড় রান পেলেও আইসিসি টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে ব্যাটসম্যানদের তালিকায় শীর্ষস্থান ধরে রেখেছিলেন বিরাট কোহলি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে কিংস্টনে প্রথম ইনিংসে ৭৬ রান করলেও, দ্বিতীয় ইনিংসে কেমার রচের বলে গোল্ডেন ডাক।আর তাতেই কোহলির সিংহাসন টলমল। আইসিসি টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে ব্যাটসম্যানদের তালিকায় দু নম্বরে নেমে গেলেন বিরাট।২০১৮ সালে কেপ টাউন টেস্টে বল বিকৃতি কাণ্ডে জড়িয়ে এক বছরের নির্বাসন কাটিয়ে টেস্টে প্রত্যাবর্তন হয়েছে স্টিভ স্মিথের। অ্যাসেজে তিনটি ইনিংসে মোট ৩৭৮ রান করেছেন তিনি। ব্যাটিং গড় ১২৬। কনকাশনের কারণে লর্ডস টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে খেলেননি স্মিথ। হেডিংলিতে তৃতীয় টেস্টেও খেলেননি স্টিভ স্মিথ। কিন্তু ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে দুই টেস্টে বিরাটের পারফরম্যান্স মোটের ওপর ভালো নয়। ফলে ২০১৮ সালের অগাস্ট মাস থেকে আইসিসি টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে ব্যাটসম্যানদের তালিকায় শীর্ষস্থানে উঠে আসার পর এবার সেই জায়গা খোয়ালেন কোহলি। ৯০৩ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে দু নম্বরে কোহলি। ৯০৪ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে এক নম্বরে স্টিভ স্মিথ।

NOTICE

APPLICATION INVITED FOR FILLING UP A VACANCY OF A MEMBER OF CHILD WELFARE COMMITTEE OF KHOWAI DISTRICT IN TRIPURA

As per provision of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2015 and the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Model Rules 2016, Social Welfare & Social Education Department, Government of Tripura invites applications from the eligible candidates for filling up a vacancy of a Member of Child Welfare Committee for Khowai District.

Applications should be submitted to the Member-Secretary, Selection Committee (Director, Social Welfare and Social Education Department), Directorate of Social Welfare & Social Education, Ujan Abhoynagar, Agartala, Tripura, Pin —799005 in the prescribed proforma which is available in the website of the Social Welfare and Social Education Department **socialwelfare.tripura.gov.in** The detailed eligibility criteria and terms & conditions of service for the above position is also given in the above website.

Application will be received upto 21st (twenty one) September 2019, during office hours on all working days. Applications that are incomplete, defective, without passport size color photograph and without self-attested copies of relevant necessary documents shall not be accepted for selection. Applicant may be called for personal interaction, if necessary and no TA/DA will be given for the personal interaction.

Interested persons may visit **www.wcd.nic.in** or **socialwelfare.tripura.gov.in** for seeing the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 and **the** . Juvenile Justice (Care and Protection of Children) **Model** Rules, 2016.

Member Secretary,
Selection Committe
(Director, Social Welfare & Social Education Department)
Tripura.

ICA/D-855/19-20

WALK- IN-INTERVIEW

Application are invited for engagement of Guest Lecturer in POLITICAL SCIENCE to take a maximum 180 (one hundred eighty) classes during the academic year 2019-20 on payment of Rs. 400/-f Rupees four hundred) only per classes . Eligible candidate having 55% marks (5% relaxation for ST/SC candidates) in Master Degree from recognized Universities are requested to attend before the Interview Board on 9th September, 2019 at 11 A.M in the Chamber of the Principal with application in plain paper along with relevant documents / Certificates dully self attested and Original copies thereof. Preference will be given to the candidates having requisite qualification as per UGC guidelines for Govt. (General) Degree Colleges. The engagement will be purely on Temporary basis.

The candidates who have already attended the earlier interview Board need not apply.

(Dr. Nityananda Das)
Principal In-Charge
Head of Office
Govt. Degree College
Khumulwng, Jirania

ICA/D-861/19-20

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT 06/EE/RD-TLM/19-20 Dt: 31/08/2019

The Executive Engineer, RD Tel iamura Division, Khowai Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 3.00 P.M on 16/09/2019 for 05(Five) nos construction works. For details visit website- https://tripuratendersgov.ir and contact 03825-26209 / 8731074766 / 9862139398. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Sd/illegible
Executive Engineer
RD Teliamura Division
Teliamura, Khowai Tripura

ICA/C-1011/19

জাগরণ 4 September, 2019, Wednesday আগরতলা, 8 সেপ্টেম্বর, ২০১৯ ইং, ■ ১৭ ভাদ্র, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বুধবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019

আরও শক্তিশালী ভারতীয় বায়ুসেনা, অন্তর্ভুক্ত হল অ্যাপাচে অ্যাটাক হেলিকপ্টার

পাঠানকোট (পঞ্জাব), ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): শক্তি অনেকটাই বেড়ে গেল ভারতীয় বায়ুসেনারঊ আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় বায়ুসেনার অন্তর্ভুক্ত হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি অ্যাপাচে এএইচ ৬৪ই গার্ডিয়ান অ্যাটাক হেলিকপ্টারঊ মঙ্গলবার সকালে পঞ্জাবের পাঠানকোট বায়ুসেনা ঘাঁটিতে বায়ুসেনা প্রধান বি এস ধানোয়ার হাতে অ্যাপাচে অ্যাটাক হেলিকপ্টারের আনুষ্ঠানিক চাবি তুলে দিয়েছেন বোয়িং ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট সলীল গুপ্তাঊ যুদ্ধক্ষেত্রে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী ও ভয়ঙ্কর বলেই পরিচিত অ্যাপাচে এএইচ ৬৪ই গার্ডিয়ান অ্যাটাক হেলিকপ্টারঊ এবার সেই হেলিকপ্টারই ভারতীয় বায়ুসেনায় অন্তর্ভুক্ত হলঊ মঙ্গলবার পাঠানকোট বায়ুসেনা ঘাঁটিতে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় বায়ুসেনায় যোগ দিল অ্যাপাচে অ্যাটাক হেলিকপ্টারঊ ভারতীয় বায়ুসেনার ১২৫ হেলিকপ্টার ইউনিট 'গ্ল্যাডিয়েটরস'-এ অন্তর্ভুক্ত হল অ্যাপাপে অ্যাটাক হেলিকপ্টারঊ ভারতীয় বায়ুসেনার মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক (পিআরও) অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'ভারতীয় বায়ুসেনায় অ্যাপাচে অ্যাটাক হেলিকপ্টারে আনুষ্ঠানিক অন্তর্ভুক্তি হলঊ এখনও পর্যন্ত আমাদের কাছে ৮টি হেলিকপ্টার রয়েছে, পর্যায়ক্রমে আরও ২২টি হেলিকপ্টার আসবেঊ প্রত্যেকে ভারতীয় বায়ুসেনায় অন্তর্ভুক্ত করা হবেঊ এর আগেও আমাদের কাছে অ্যাটাক হেলিকপ্টার ছিল, কিন্তু এই এয়ারক্রাফ দুর্দান্ত নির্ভুলতার সঙ্গে মারাত্মক ফায়ারপাওয়ারে সক্ষম।

অ্যাপাচে ৬৪ই গার্ডিয়ান অ্যাটাক হেলিকপ্টার আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় বায়ুসেনায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর বায়ুসেনা প্রধান বি এস ধানোয়া বলেছেন, 'এটি বিশ্বের অন্যতম ভয়ঙ্কর আক্রমণকারী হেলিকপ্টারঊ এই হেলিকপ্টার একাধিক মিশন সমাপ্ত করতে সক্ষমঊ অ্যাপাচে এএইচ-৬৪ই হেলিকপ্টার অন্তর্ভুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই, অ্যাটাক হেলিকপ্টারের বর্তমান প্রজন্মের ক্ষেত্রে ইনভেনটরিকে আপগ্রেড করে ফেলল ভারতীয় বায়ুসেনাঊ' বোয়িং ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট সলীল গুপ্তা জানিয়েছেন, '২২টির মধ্যে ৮টি অ্যাপাচে হেলিকপ্টার অন্তর্ভুক্ত হলঊ মার্কিন সেনাবাহিনীও এই হেলিকপ্টার ব্যবহার করেঊ এই অ্যাপাচে হেলিকপ্টারগুলিতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি রয়েছে।

অ্যাপাচে অ্যাটাক হেলিকপ্টার এদিন সকালে ভারতীয় বায়ুসেনায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রাক্কালে জল কামান দিয়ে স্যালুট জানানো হয়ঊ এছাড়াও পাঠানকোট বায়ুসেনা ঘাঁটিতে 'পুজো'-ও করা হয়ঊ বায়ুসেনা প্রধান বি এস ধানোয়া ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ওয়েস্টার্ন এয়ার কমান্ডার মার্শাল আর নামবিয়ারঊ অ্যাপাচে অ্যাটাক হেলিকপ্টার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে ভারত হল বিশ্বের ষষ্ঠদশতম দেশ।

মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ন্যাশনাল টিচার্স এওয়ার্ড ২০১৮ এর প্রতিনিধিদের সাথে এক সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। ছবি- পিআইবি।

কাবুলের পূর্বে ট্রাক বোমা বিস্ফোরণে মৃত্যু বেড়ে ১৬ জখম কমপক্ষে ১১৯ জন

কাবুল, ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): তালিবান-উপদ্রব ক্রমশ বেড়েই চলেছে আফগানিস্তানে। তালিবান সন্ত্রাসবাদীদের হামলায় ফের রক্তাক্ত হল আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল। কাবুলের পূর্বে পিডি৯-এ (পুলিশ জেলা ৯) ট্রাক বোমা বিস্ফোরণে প্রাণ হারালেন ১৬ জন। এছাড়াও জখম হয়েছেন কমপক্ষে ১১৯ জন। হতাহতদের অধিকাংশই সাধারণ নাগরিক। আফগানিস্তানের সময় অনুযায়ী, সোমবার রাত ৯.৫৫ মিনিট নাগাদ ট্রাক বোমা বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে গ্রীন ভিলেজের কাছে কাবুলের পিডি৯ এলাকা। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই জোরালো ছিল যে কেঁপে ওঠে কাবুল শহরের বিভিন্ন অঞ্চল।

আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ মন্ত্রকের মুখপাত্র নুসরত রাহিমী জানিয়েছেন, সোমবার রাত ৯.৫৫ মিনিট নাগাদ (স্থানীয় সময়) গ্রীন ভিলেজের কাছে কাবুলের পিডি৯ এলাকায় ট্রাক বোমা বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণে এখনও পর্যন্ত ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং জখম হয়েছেন কমপক্ষে ১১৯ জন। অভ্যন্তরীণ মন্ত্রকের মুখপাত্র নুসরত রাহিমী আরও জানিয়েছেন, বিস্ফোরণের তীব্রতায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বহু বাড়ি। জ্বালানি স্টেশনেও আগুন ধরে যায়। তবে, গ্রীন ভিলেন কম্পাউন্ডের কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। কমপক্ষে ৪০০ জন বিদেশি নাগরিককে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

বিস্ফোরণের কয়েকঘন্টা পরই গাড়ি বোমা বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করেছে তালিবান জঙ্গি সংগঠন।

তালিবানের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, বিদেশি বাহিনীই মূলত নিশানায় ছিল। প্রসঙ্গত, গ্রীন ভিলেজ আবাসিক এলাকায় বিভিন্ন দফতর এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং বিদেশি নাগরিকদের বসবাস। অভ্যন্তরীণ মন্ত্রকের মুখপাত্র নুসরত রাহিমী জানিয়েছেন, ট্রাক বোমা বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত ছিল ৫ জন তালিবান হামলাকারী, স্পেশ্যাল ফোর্সের অভিযানে ৫ জন হামলাকারীই খতম হয়েছে।

কৃষ্ণাইতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, বহু লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি

কৃষ্ণাই (অসম), ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : গোয়ালপাড়া জেলার কৃষ্ণাই থানার অন্তর্গত নাঙল বাজারে সংঘটিত এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে কয়েকটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ভস্ম হয়ে গেছে। আগুনের গ্রাসে বহু লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। ঘটনা সোমবার গভীর রাতে সংঘটিত হয়েছে।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, গতকাল রাতে নাঙল বাজারের ব্যবসায়ীরা তাঁদের দোকানপাট বন্ধ করে নিত্যদিনের মতো যে যার বাড়ি চলে যান। কিন্তু মধ্যরাতে আচমকা বাজারের একটি দোকানে আগুনের সূত্রপাত হয়। ক্ষণিকের মধ্যে আগুনের লেলিহান শিখা লাগোয়া দোকানগুলিকে গ্রাস করতে শুরু হয়। ইত্যবসরে খবর পেয়ে দোকান মালিক এবং বাজার সংলগ্ন মানুষজন জমায়েত হয়ে আগুন নেভাতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। খবর দেওয়া হয় গোয়ালপাড়ায় দমকল বাহিনীকে।

বেশ কিছুক্ষণ পর দুটি ইঞ্জিন নিয়ে আসেন অগ্নিনির্বাপক বাহনীর জওয়ানরা। তাঁরা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণ করেন। তবে তার আগেই অগ্নিকাণ্ডে জনৈক ইনামুল ইসলামের ইনামুল গ্রিন ইন্ডাস্ট্রি, নুর আলির সামনুর টায়ার, মহিবুল ইসলামের মেহজুবিন মোবাইল এবং ওয়াজেদ আলির একটি হোটেল জ্বলে ভস্মীভূত হয়ে গেছে।

এই অগ্নিকাণ্ডে কয়েক লক্ষ টাকার লোকসান হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। আগুন ধরার কারণ এখনও অস্পষ্ট। তবে কেউ কেউ বলছেন, হোটেল থেকেই অগ্নিকাণ্ডের সূচনা হয়েছে। এদিকে, গত রাতে সংঘটিত ঘটনার পর কৃষ্ণাইয়ে একটি অগ্নিনির্বাপক কেন্দ্র স্থাপনের ফের দাবি উঠেছে।

জম্মু ও কাশ্মীরের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক অমিত শাহের

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ৩৭০ ধারা অবলুপ্তির পর এই প্রথম জম্মু ও কাশ্মীরের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মঙ্গলবার নর্থ ব্লকে প্রতিনিধি দলে থাকা প্রায় ১০০ জন সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি।

প্রশাসনের তরফ থেকে জানা গিয়েছে এই প্রতিনিধি দলের মধ্যে রয়েছে জম্মু, শ্রীনগর, জম্মু, পুলওয়ামা এবং লাদাখের বাসিন্দারা। কেন্দ্রীয় সরকারের উপর আস্থা বাড়ানোর জন্য এই উদ্যোগ বলে জানা গিয়েছে।

৩৭০ ধারা অবলুপ্তি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে শনিবার অমিত শাহ জানিয়েছিলেন, জম্মু ও কাশ্মীরের সঙ্গে অবশিষ্ট ভারতের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ ঐক্যের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় ছিল ৩৭০ ধারা। জনদেশের কেন্দ্রের পক্ষে ছিল বলেই সংসদের প্রথম অধিবেশন ৩৭০ ধারা অবলুপ্ত করা হয়। পাশাপাশি রাজ্যের মর্যাদা ছিনিয়ে নিয়ে জম্মু ও কাশ্মীরকে কেন্দ্রশাসিন অঞ্চলে পরিণত করা হয়। অন্যদিকে কাশ্মীর থেকে পৃথক করে লাদাখকেও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করা হয়। ৩৭০ ধারা বিলুপ্তির প্রক্রিয়া যে গণতান্ত্রিক, স্বচ্ছতা এবং সাংবিধানিক রীতি মেনেই করা হয়েছে তাও মনে করিয়ে দেন অমিত শাহ।

তালিবান-উপদ্রব বেড়েই চলেছে আফগানিস্তানে

কাবুলের পিডি৯-এ গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে মৃত্যু ৫ জনের, জখম কমপক্ষে ৫০ জন

কাবুল, ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): তালিবান-উপদ্রব ক্রমশ বেড়েই চলেছে আফগানিস্তানে। তালিবান সন্ত্রাসবাদীদের হামলায় ফের রক্তাক্ত হল আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল। কাবুলের পিডি৯-এ (পুলিশ জেলা ৯) গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে প্রাণ হারালেন ৫ জন। এছাড়াও জখম হয়েছেন কমপক্ষে ৫০ জন। আফগানিস্তানের সময় অনুযায়ী, সোমবার রাত ৯.৪৫ মিনিট নাগাদ গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে গ্রীন ভিলেজের কাছে কাবুলের পিডি৯ এলাকা। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই জোরালো ছিল যে কেঁপে ওঠে কাবুল শহরের বিভিন্ন অঞ্চল।

আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ মন্ত্রকের মুখপাত্র নুসরত রাহিমী জানিয়েছেন, সোমবার রাত ৯.৪৫ মিনিট নাগাদ (স্থানীয় সময়) গ্রীন ভিলেজের কাছে কাবুলের পিডি৯ এলাকায় গাড়ি বোমা বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের এবং জখম হয়েছেন কমপক্ষে ৫০ জন। অভ্যন্তরীণ মন্ত্রকের মুখপাত্র নুসরত রাহিমী আরও জানিয়েছেন, বিস্ফোরণের তীব্রতায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বহু বাড়ি। তবে, গ্রীন ভিলেন কম্পাউন্ডের কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। বিস্ফোরণের কয়েকঘন্টা পরই গাড়ি বোমা বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করেছে তালিবান জঙ্গি সংগঠন। তালিবানের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, বিদেশি বাহিনীই মূলত নিশানায় ছিল। প্রসঙ্গত, গ্রীন ভিলেজ আবাসিক এলাকায় বিভিন্ন দফতর এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং বিদেশি নাগরিকদের বসবাস।

ডা. দেবেন দত্ত হত্যায় অভিযুক্ত ধৃত আরও দশ, গ্রেফতারের সংখ্যা বেড়ে ৩৬

যোরহাট (অসম), ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ (হি.স.) : উজান অসমের যোরহাট জেলার টিয়কে টাটা চা বাগানে উত্তেজিত শ্রমিকদের দলবদ্ধ বর্বরোচিত হামলায় প্রবীণ চিকিৎসক ডা. দেবেন দত্তের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত অভিযোগে আরও দশজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এ নিয়ে ডা. দেবেন দত্তকে হত্যার অভিযোগে মোট ৩৬ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রসঙ্গত প্রায় ৭৩ বছর বয়সি ডা. দত্তকে গত শনিবার দলবদ্ধভাবে নৃশংসভাবে পিটিয়ে মেরেছিল উন্মত্ত শ্রমিকের দল।

এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত অভিযোগে ইতিমধ্যে ২৬ জনকে গ্রেফতার করে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে। ইতিমধ্যম অনির্দিষ্টকালের জন্য বাগান লকআউট করে দিয়েছেন কর্তৃপক্ষ।

এদিকে যোরহাটের জেলাশাসক রশ্মি এ কোয়াটি জানিয়েছেন, ডা. দেবেন দত্তের হত্যাকারীদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করবে পুলিশ প্রশাসন।

টিয়কে গ্রহণ করা হবে গণশুনানি। অতিরিক্ত জেলাশাসক শুভন গোয়ালাকে তদন্তের দায়িত্ব দিয়ে সাতদিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট দাখিল করতে বলা হয়েছে।

তিনি জানান, যোরহাট পুলিশ স্বতঃস্ফূর্তভাবে মামলা নিয়ে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তদন্ত প্রক্রিয়া চালিয়েছে। এই মামলার ভিত্তিতেই শুনানি পর্ব চলবে, তাছাড়া মামলাটির যাতে ফাস্টট্র্যাক আদালতে সম্পন্ন হয় সে-জন্য প্রযোজনীয় পদক্ষেপও নেওয়া হচ্ছে, জানান জেলাশাসক রশ্মি কোয়াটি।

নবি মুম্বইয়ে ওএনজিসি-র প্ল্যান্টে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড : মৃত্যু দু'জনের, গুরুতর আহত ৩ জন

মুম্বই, ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মহারাষ্ট্রের নবি মুম্বই টাউনশিপে অয়েল অ্যান্ড ন্যাচরাল গ্যাস কর্পোরেশন (ওএনজিসি)-এর প্ল্যান্টে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডউ ওএনজিসি প্ল্যান্টে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ হারালেন দু'জনউ এছাড়াও আরও ৩ জন গুরুতর জখম হয়েছেনউ মঙ্গলবার সকাল সাতটা নাগাদ নবি মুম্বইয়ের উড়ান এলাকায় ওএনজিসি-র প্রসেসিং প্ল্যান্টে ভয়াবহ আগুন লাগেউ উড়ান প্ল্যান্টের স্টর্ম ওয়াটার ড্রেনেজ সিস্টেমে আগুন ধরে যায়উ দমকল কর্মীদের প্রায় দু'ঘন্টার প্রচেষ্টায় আগুন আয়ত্তে এলেও, দু'জনকে প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হয়নিউ এছাড়াও আরও ৩ জন গুরুতর জখম হয়েছেনউ

ওএনজিসি-র পক্ষ থেকে টুইট করে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার সকালে উড়ান অয়েল অ্যান্ড গ্যাস প্রসেসিং প্ল্যান্টের স্টর্ম ওয়াটার ড্রেনেজ সিস্টেমে আগুন ধরে যায়উ আগুন নেভাতে ততণাতঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের মোট ২২টি ইঞ্জিনউ আগুন নেভানোর পাশাপাশি আটকে পড়া কর্মীদের উদ্ধার করা হয়উ দমকল কর্মীদের প্রায় দু'ঘন্টার প্রচেষ্টায় আয়ত্তে এসেছে আগুনউ ওএনজিসি-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অগ্নিকাণ্ডে দু'জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ৩ জন জখম হয়েছেনউ তবে, অগ্নিকাণ্ডের জেরে তেল প্রসেসিংয়ের ক্ষেত্রে কোনও বিঘ্ন হয়নিউ গুজরাটের সুরাট জেলায় ওএনজিসি-র হাজিরা প্ল্যান্টে গ্যাস ডাইভার্ট করা হয়েছেউ কী কারণে অগ্নিকাণ্ড, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে

শামির বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা : বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থাশীল হাসিন জাহান

কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ক্যারিবিয়ান সফরের মধ্যেই বড়সড় ধাক্কা খেয়েছেন ভারতের তারকা পেসার মহম্মদ শামিউ বধূ নির্যাতনের মামলায় শামির বিরুদ্ধে শর্তসাপেক্ষে জামিন অযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে আলিপুর আদালতউ মহম্মদ শামির বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হওয়ায় বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা প্রকাশ করেছেন শামির স্ত্রী হাসিন জাহানউ মঙ্গলবার হাসিন জাহান জানিয়েছেন, 'বিচার ব্যবস্থার প্রতি আমি কৃতজ্ঞউ এক বছরেরও বেশি সময় ধরে ন্যায়বিচারের জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিউ ক্রিকেটার হওয়ায়, শামি নিজেকে ভীষণ শক্তিশালী মনে করেউ'

হাসিন জাহান আরও জানিয়েছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় না থাকলে, পশ্চিমবঙ্গে নিরাপদে আমি থাকতেই পারতাম নাউ আমরোহা (উত্তর প্রদেশ) পুলিশ আমাকে এবং আমার মেয়েকে হয়রানি করার চেষ্টা করেছিলউ ঈশ্বরের আশীর্বাদে তাঁরা সফল হয়নিউ' প্রসঙ্গত, এই মুহূর্তে ভারতীয় দলের সঙ্গে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে রয়েছে শামিউ আলিপুর আদালত সূত্রের খবর, দেশে ফেরার ১৫ দিনের মধ্যেই শামিকে আদালতে হাজিরা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন বিচারকউ একইসঙ্গে তাঁর দাদা হাসিব আহমেদের বিরুদ্ধেও জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছেউ শামি দেশে ফেরার ১৫ দিনের মধ্যে আদালতে হাজিরা না দিলে, তখনই জারি হবে গ্রেফতারি পরোয়ানা

অর্থনীতিতে "ঐতিহাসিক মন্দা" দেখা দিয়েছে, কেন্দ্রকে কটাক্ষ প্রিয়াঙ্কার

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): দেশের অর্থনীতির অবস্থা নিয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে তীব্র আক্রমণ করলেন কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা। দেশের অর্থনীতির অবস্থা নিয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে আক্রমণ করে মঙ্গলবার কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা জানান, 'অস্বীকার করার কোনও জায়গা নেই যে এটি একটি "ঐতিহাসিক মন্দা" এবং কেন্দ্রের উচিত একথা স্বীকার করে শীঘ্রই সমাধানের দিকে এগিয়ে যাওয়া।'

মাইক্রো ব্লগিং সাইট টুইটারে নিজের হ্যান্ডেল থেকে হিন্দিতে টুইট করে পূর্ব উত্তর প্রদেশের কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক, 'একশ বার মিথ্যা কথা বললে তা সত্যে পরিণত হয় না। বিজেপি সরকারের মেনে নেওয়া উচিত, অর্থনীতিতে "ঐতিহাসিক মন্দা" দেখা দিয়েছে এবং তা সমাধানের ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তাদের এগিয়ে আসা উচিত।' বিগত ছয় বছরে জিডিপি বৃদ্ধির হার সবচেয়ে কমে জুন মাসের শেষে পাঁচ শতাংশে নেমে যাওয়ার পর কড়া ভাষায় কেন্দ্রকে আক্রমণ করে কংগ্রেস নেত্রী বলেন, 'অর্থনৈতিক মন্দা সবার আগে। আর কতদিন এভাবে শিরোনাম পরিচালনা দিয়ে সরকার চলবে?'

ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের পুলিশ সেল থেকে পালাল অভিযুক্ত

ইসলামপুর, ৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : সোমবার গভীর রাতে উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের পুলিশ সেল থেকে পালাল এক অভিযুক্ত। জানলার লোহার রড ভেঙে রফিকুল নামে ওই অভিযুক্ত পালিয়ে যায়। তার বিরুদ্ধে ট্রাক ছিনতাই ও ট্রাক চালককে অপহরণের অভিযোগ রয়েছে।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, অসমের বিলাসিপাড়া এলাকার বাসিন্দা রফিকুলের রবিবার পেট ব্যথা হওয়ায় তাকে মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায় ইসলামপুর থানার পুলিশ। পুলিশি প্রহরা থাকা সত্ত্বেও রফিকুল কীভাবে পালাল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সম্প্রতি ইসলামপুর শহর সংলগ্ন ধনতলা এলাকায় একটি চা বোঝাই ট্রাক ছিনতাই হয়। তদন্তে নেমে পুলিশ ট্রাকটি উদ্ধার করে। পলাতক রফিকুল ওই ট্রাকের খালাসি বলে পুলিশ জানিয়েছে। ট্রাকের চালকের কোনও হদিস পুলিশ এখনও পায়নি। ইসলামপুর থানার আইসি শমীক চট্টোপাধ্যায় বলেন, আদালত রফিকুলকে ৫ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছিল। অভিযুক্ত কী করে পালাল খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।